ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা

অষ্টম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

Bmjvg I ^bwZK wk¶v

Aóg †kwY

রচনা

মুহাম্মদ আবদুল মালেক
ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ
ড. মোহাম্মদ ইউছুফ
মুহাম্মদ ইউসুফ আলী শেখ
ইকবাল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম শরীফ

m¤úv`bv
ডক্টর মো. আখতারুজ্জামান
মুহাম্মদ তমীযুদ্দীন

RvZxq wk¶vµg I cvV¨c¯—K †evW, XvKv

RvZxq wk¶vµg I cvV¨c¯—K †evW
69-70, gwZwSj ewYwR¨K GjvKv, XvKv-1000
KZK cKwkZ|

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

পরীক্ষামলক সংস্করণ

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১২

cvV¨c¯ÍK **প্রণয়নে সমন্বয়ক**
রেবেকা সুলতানা লিপি
মোঃ আনিছুর রহমান

Kw¤úDUvi K‡¤úvR
পারফর্ম কালার গ্রাফিক্স (প্রা.) লিঃ

c"Q`
সুদর্শন বাছার
সুজাউল আবেদীন

চিত্রাঙ্কন
আরিফুর রহমান তপু

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপ¯—ক বোর্ড

সরকার কর্তৃক বিনামল্যে বিতরণের জন্য

g`‡Y:

cm•M-K_v

শিক্ষা জাতীয় জীবনের সর্বোতমুখী উন্নয়নের cekZ| আর দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষিত জনশক্তি। ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার cwicY বিকাশে সাহায্য করা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। এছাড়া প্রাথমিক ¯—‡i অর্জিত শিক্ষার মৌলিক জ্ঞান ও দক্ষতা সম্প্রসারিত ও সুসংহত করার মাধ্যমে D"PZi শিক্ষার যোগ্য করে তোলাও এ ¯—‡ii শিক্ষার উদ্দেশ্য। জ্ঞানার্জনের এই প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত cUfwgi প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত হয়েছে মাধ্যমিক ¯—‡ii শিক্ষাক্রম। পরিমার্জিত এই শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে, সেই সাথে শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও গ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক gj¨‡eva থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমমর্যাদাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের স্বতঃ ù Z প্রয়োগ ও ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকল্প-২০২১ এর লক্ষ্য ev¯—evq‡b শিক্ষার্থীদের সক্ষম করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

নতুন এই শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাধ্যমিক ¯—‡ii cvq mKj cvV¨c¯—K। উক্ত cvV¨c¯—K প্রণয়নে শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য, প্রবণতা ও ce অভিজ্ঞতাকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। cvV¨c¯—K¸‡jvi বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ সাধনের দিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতে শিখনফল যুক্ত করে শিক্ষার্থীর অর্জিতব্য জ্ঞানের ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে এবং বিচিত্র কাজ, সৃজনশীল প্রশ্ন ও অন্যান্য প্রশ্ন সংযোজন করে gj¨vqb‡K সৃজনশীল করা হয়েছে।

ইসলামের মূল স্তম্ভ ও বিধানসমূহ শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয়। একবিংশ শতকের এই সূচনালগ্নে পরিবর্তিত সময়ের প্রেক্ষাপটে শিক্ষার্থীদের চাহিদা ও দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক পরিবর্তনের পটভূমিতে ইসলামের শাশ্বত বিধানসমূহকে জীবন ও কর্মে প্রতিফলিত করার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ইসলাম ধর্মের মানবতাবাদী জীবনদর্শনে অনুপ্রাণিত হয়ে শিক্ষার্থীরা দেশপ্রেমবোধ, সততা, ন্যায়নিষ্ঠা, সহনশীলতা, উদারতা, শ্রমের মর্যাদা, পরিবার ও সমাজের প্রতি কর্তব্য, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, অসাম্প্রদায়িক জীবনবোধ ও সাম্যের চেতনায় উজ্জীবিত হয় সেই দিক বিবেচনায় রেখে **ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা** শীর্ষক পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

একবিংশ শতকের অঙ্গীকার ও প্রত্যয়কে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে cvV¨c¯ÍKwU রচিত হয়েছে। কাজেই cvV¨c¯ÍKwUi আরও সমৃদ্ধিসাধনের জন্য যে কোনো MVbgjK ও যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হবে। cvV¨c¯ÍK প্রণয়নের বিপুল কর্মযজ্ঞের মধ্যে অতি স্বল্প সময়ে c¯ÍKwU রচিত হয়েছে। ফলে কিছু ভুলত্রুটি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণগুলোতে cvV¨c¯ÍKwU‡K আরও সুন্দর, শোভন ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে। বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি।

cvV¨c¯ÍKwU iPbv, m¤úv`bv, চিত্রাঙ্কন, নমুনা প্রশ্নাদি প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে যারা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। cvV¨c¯ÍKwU শিক্ষার্থীদের আনন্দিত পাঠ ও প্রত্যাশিত দক্ষতা অর্জন নিশ্চিত করবে বলে আশা করি।

c‡dmi †gvt †gv¯—dv Kvgvj DwÏb
†Pqvig¨vb
RvZxq wk¶vµg I cvV¨c¯—K †evW, XvKv

mwPcÎ

Aa¨vq	Aa¨v‡qi wk‡ivbvg	côv
c_g	AvKvB` (اَلْعَقَائِدُ)	1-24
wØZxq	Bev`Z (اَلْعِبَادَةُ)	25-45
ZZxq	কুরআন I nvw`m wk¶v	46-80
PZ_	AvLjvK (اَلْاَخْلَاقُ)	81-104
cÂg	Av`k RxebPwiZ	105-128

প্রথম অধ্যায়
আকাইদ (اَلْعَقَائِدُ)

পরিচয়

ইসলাম ধর্মের অনুসারী হওয়ার জন্য সর্বপ্রথম মৌলিক কতিপয় বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হয়। যেমন- আল্লাহ তাআলা, নবি-রাসুল, ফেরেশতা, আখিরাত ইত্যাদির ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা। ইসলামের এরূপ মৌলিক বিষয়গুলোর ওপর বিশ্বাসকে আকাইদ বলা হয়। আকাইদ শব্দটি বহুবচন। একবচনে 'আকিদা' যার অর্থ বিশ্বাস। আকাইদের বিষয়গুলোর প্রতি বিশ্বাস করতে হবে। এর কোনো একটিকে অবিশ্বাস করলে কেউ মুসলিম হতে পারে না। অতএব, আকাইদ হলো ইসলামের প্রধান ভিত্তি।

এ অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী-

- ইমানের পরিচয় ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- ইমানের প্রধান সাতটি বিষয় m¤úK© বর্ণনা করতে পারবে।
- ইসলামের মৌলিক বিষয়ের প্রতি অটল বিশ্বাস (ইমান) স্থাপন ও অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ হবে।
- নিফাকের (কপটতা) পরিচয় ও এর কুফল ব্যাখ্যা করতে পারবে এবং নিফাক পরিহার করার উপায় বর্ণনা করতে পারবে।
- কপটতাgjK আচরণ পরিহার করে চলতে আগ্রহী হবে।
- আল্লাহ তাআলার কতিপয় গুণবাচক নামের অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- মহান আল্লাহর গুণবাচক নামে বিধৃত গুণ নিজ আচরণে প্রতিফলনে আগ্রহী হবে।
- রিসালাতের অর্থ ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- নবুয়তের ধারণা ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- নবুয়ত ও রিসালাতের পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- আখিরাত ও কিয়ামত m¤úK© eYbv করতে পারবে।
- শাফাআতের পরিচয় ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- জান্নাতের পরিচয় ও তা লাভের উপায় বর্ণনা করতে পারবে।
- জাহান্নামের পরিচয় ও স্বরূপ এবং জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় বর্ণনা করতে পারবে।
- নৈতিক চরিত্র গঠনে ইমানের fvgKv বিশ্লেষণ করতে পারবে।

পাঠ ১

ইমান (اَلْإِيْمَانُ)

ইমান শব্দের অর্থ বিশ্বাস। ইসলামের gj বিষয়গুলোর প্রতি বিশ্বাসকেই ইমান বলা হয়। প্রকৃত অর্থে আল্লাহ তাআলা, নবি-রাসুল, ফেরেশতা, আখিরাত, তাকদির ইত্যাদি বিষয় মনেপ্রাণে বিশ্বাস করা ও মেনে নেওয়াই হলো ইমান। যে ব্যক্তি এসব বিষয়কে আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেন তিনি হলেন মুমিন।

ইমানের তিনটি দিক রয়েছে। এগুলো হলো-

ক. অন্তরে বিশ্বাস করা।

খ. মুখে স্বীকার করা এবং

গ. তদানুসারে আমল করা।

অর্থাৎ ইসলামের যাবতীয় বিষয়ের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি ও তদনুযায়ী আমল করার নাম হলো ইমান। প্রকৃত মুমিন হওয়ার জন্য এ তিনটি বিষয় থাকা জরুরি। কেউ যদি শুধু অন্তরে বিশ্বাস করে, কিন্তু মুখে স্বীকার না করে তবে সে প্রকৃতপক্ষে ইমানদার বা মুমিন হিসেবে গণ্য হয় না। আবার মুখে স্বীকার করে অন্তরে বিশ্বাস না করলেও কোনো ব্যক্তি ইমানদার হতে পারে না। e¯ÍZ আন্তরিক বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি ও তদনুযায়ী আমলের সমষ্টিই হলো প্রকৃত ইমান।

ইমানের সাতটি বিষয়ের বিবরণ

ইমান বা বিশ্বাসের মৌলিক বিষয় মোট সাতটি। মুমিন হওয়ার জন্য এ সাতটি বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। আমরা c‡ei শ্রেণিতে ইমানে মুফাস্‌সাল m¤ú‡K জেনেছি। তাতে ইমানের সাতটি বিষয়ের কথা উল্লেখ রয়েছে। এ পাঠে আমরা we¯ÍwiZfv‡e এ সাতটি বিষয় m¤ú‡K জানব।

১. আল্লাহর প্রতি cY বিশ্বাস

ইমানের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান বিষয় হলো আল্লাহ তাআলার প্রতি বিশ্বাস। আল্লাহ তাআলা এক ও অদ্বিতীয়। তিনি আমাদের রব, মালিক, সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, সাহায্যকারী, জন্ম ও gZ¨i মালিক। তিনি সকল গুণের আধার। তিনি পবিত্র, ক্ষমাশীল, দয়াবান, পরম দয়াময়, সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাবান, সর্বদ্রষ্টা ও সর্বশক্তিমান। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, স্বয়ংm¤úÝ ও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী।

আল্লাহ তাআলা অনন্ত অসীম। তিনি সবসময় ছিলেন, আছেন ও থাকবেন। তাঁর সত্তা ও গুণাবলি AZjbxq। তিনি ঠিক তেমনই যেমনভাবে তিনি বিরাজমান। তাঁর অসংখ্য সুন্দর নাম রয়েছে। তাঁর পিতা, পুত্র এবং ¯¿x নেই। তিনিই একমাত্র সত্তা। তাঁর সমকক্ষ, mgZj¨ বা শরিক কেউ নেই। mg¯Í প্রশংসা ও ইবাদত একমাত্র তাঁরই প্রাপ্য। আল্লাহ তাআলাকে তাঁর সত্তা, গুণাবলি ও সকল ক্ষমতাসহ বিশ্বাস করাই হলো ইমানের সর্বপ্রধান বিষয়।

২. ফেরেশতাগণের প্রতি বিশ্বাস

ফেরেশতাগণ নুরের তৈরী। আল্লাহ তাআলা তাঁদের বিশেষ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। তাঁরা সদাসর্বদা আল্লাহ তাআলার যিকর ও তাসবিহ পাঠে রত। তাঁরা আল্লাহ তাআলার আদেশ অনুযায়ী বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত।

ফেরেশতাগণ অদৃশ্য। তবে আল্লাহর আদেশে তাঁরা বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করতে পারেন। তাঁরা পুরুষ নন আবার নারীও নন। তাদের আহার-নিদ্রার প্রয়োজন নেই। তাঁদের সংখ্যা অগণিত। একমাত্র আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কেউই তাঁদের প্রকৃত সংখ্যা জানে না। ফেরেশতাগণের মধ্যে ৪ জন হলেন প্রসিদ্ধ। তাঁরা হলেন হযরত জিবরাইল (আ.), হযরত মিকাইল (আ.), হযরত আযরাইল (আ.) এবং হযরত ইসরাফিল (আ.)।

৩. আসমানি কিতাবের প্রতি বিশ্বাস

মানবজাতির কল্যাণের জন্য আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে নবি-রাসুলগণের নিকট আসমানি কিতাব নাযিল করেছেন। এগুলো হলো আল্লাহ তাআলার পবিত্র বাণীসমষ্টি। এসব কিতাবে আল্লাহ তাআলা স্বীয় পরিচয় ও ক্ষমতার বর্ণনা প্রদান করেছেন। মানুষের জীবনযাপনের জন্য নানা আদেশ-নিষেধ প্রদান করেছেন। এ কিতাবগুলো আসমানি কিতাব নামে পরিচিত। আল্লাহ তাআলা নবি-রাসুলগণের মাধ্যমে এসব কিতাব আমাদের নিকট পৌঁছিয়েছেন।

আসমানি কিতাব সর্বমোট একশত চার (১০৪) খানা। তন্মধ্যে ১০০টি ছোট। এগুলোকে বলা হয় সহিফা। আর বাকি ৪ খানা বড়। এগুলো হলো- তাওরাত, যাবুর, ইনজিল ও কুরআন। আল কুরআন হলো সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ আসমানি কিতাব। এতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল বিষয় সন্নিবেশিত রয়েছে। এটি মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ তথা cwicY জীবন-বিধান।

৪. নবি-রাসুলগণের প্রতি বিশ্বাস

মানবজাতির হেদায়াতের জন্য আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে বহু নবি-রাসুল পাঠিয়েছেন। তাঁরা মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করতেন। তাঁরা সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায় শিক্ষা দিতেন। কোন পথে চললে মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ লাভ করবে তা দেখিয়ে দিতেন। নবি-রাসুলগণ ছিলেন মানবজাতির মহান শিক্ষক। আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে বিশেষভাবে মনোনীত করেছেন। তাঁরা ছিলেন wb®úwc। mwóK‡ji মধ্যে তাদের সম্মান ও মর্যাদাই সর্বাধিক।

সর্বপ্রথম নবি ছিলেন হযরত আদম (আ.)। আর সর্বশেষ নবি ও রাসুল হলেন হযরত মুহাম্মদ (স.)। তিনি ছিলেন সাইয়্যেদুল মুরসালিন বা রাসুলগণের সর্দার। তিনি আমাদের নবি, ইসলামের নবি। আমরা তাঁরই উম্মত।

৫. আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস

আখিরাত হলো পরকাল। দুনিয়ার জীবনের পর মানুষের আরও একটি জীবন রয়েছে। এ জীবন স্থায়ী ও অনন্তকালব্যাপী। এটাই হলো পরকাল। আখিরাত বা পরকালের শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই। কিয়ামত, কবর, হাশর, মিযান, সিরাত, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি আখিরাত জীবনের একেকটি ¯Íi। আখিরাত হলো কর্মফল ভোগের ¯'vb। মানুষ দুনিয়ার জীবনে যেমন কাজ করবে আখিরাতে তেমন ফল ভোগ করবে। ভালো কাজ করলে আখিরাতে ci¯‹vi পাবে। তার স্থান হবে জান্নাতে। আর যে খারাপ কাজ করবে সে kw¯Í ভোগ করবে। তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম।

৬. তাকদিরের প্রতি বিশ্বাস

তাকদির অর্থ ভাগ্য। তাকদির আল্লাহ তাআলা থেকে নির্ধারিত| ভালো-মন্দ যা wKQ হয় সবই আল্লাহ তাআলার হুকুমে হয়। সুতরাং দুনিয়াতে ভালো wKQ লাভ করলে আনন্দে আত্মহারা হওয়া যাবে না। বরং এটি আল্লাহরই দান। তাই আল্লাহ তাআলার শোকর বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে। অন্যদিকে বিপদে-আপদে বা কোনো ক্ষতির সম্মুখীন হলে হতাশ হওয়া যাবে না। অন্যায় ও দুর্নীতি করা যাবে না। বরং এটিও আল্লাহ তাআলার তরফ থেকেই এসেছে। সুতরাং এ অবস্থায় সবর বা ধৈর্যধারণ করতে হবে। আল্লাহর নিকট সাহায্য চাইতে হবে। অতএব, আমরা তাকদিরে বিশ্বাস করব এবং সাধ্যমতো নেক কাজ করব।

৭. gZ¨i পর পুনরুত্থানের প্রতি বিশ্বাস

gZ¨i পর আমাদের পুনরায় জীবিত করা হবে। দুনিয়ার প্রথম মানব হযরত আদম (আ.) থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ আসবে সকলকেই আল্লাহ তাআলা জীবিত করবেন। একেই বলা হয় পুনরুত্থান। এ সময় সবাই হাশরের ময়দানে সমবেত হবে। আল্লাহ তাআলা সেদিন প্রত্যেকের নিকট নিজ নিজ আমলের হিসাব চাইবেন। আমাদের সেদিন তাঁর নিকট জবাবদিহি করতে হবে। আল্লাহ তাআলা সেখানে পাপ-পুণ্যের ওজন করবেন, হিসাব নেবেন। তিনিই হবেন একমাত্র বিচারক। অতঃপর ভালো কাজের পুরস্কার ও মন্দ কাজের জন্য kw¯Í দেওয়া হবে।

উল্লিখিত সাতটি বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস করা অপরিহার্য। এগুলোর প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি ও তদনুযায়ী আমল করলে আমরা প্রকৃত মুমিন হতে পারব।

ইমান আনার শুভ পরিণাম

ইমান আল্লাহর একটি বড় নিয়ামত। ইমানের মাধ্যমে মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ লাভ করতে পারে। মুমিন ব্যক্তি দুনিয়াতে শ্রদ্ধা, সম্মান, কল্যাণ ও সাফল্য লাভ করেন। সকলেই তাঁকে ভালোবাসে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ

অর্থ: "আর সম্মান তো কেবল আল্লাহ, তাঁর রাসুল এবং মুমিনদের জন্যই।" (সুরা আল gbwdKb, আয়াত ৮)

মুমিন ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রিয়পাত্র। আল্লাহ তাআলা মুমিনদের ভালোবাসেন। আখিরাতে তিনি মুমিনদের চিরশান্তির জান্নাত দান করবেন। মুমিনগণ সেখানে চিরকাল থাকবেন। জান্নাতের সকল নিয়ামত ভোগ করবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন-

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۙ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا

অর্থ : "নিশ্চয়ই যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে তাঁদের আপ্যায়নের জন্য রয়েছে ফিরদাউস জান্নাত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।" (সুরা আল-কাহাফ, আয়াত ১০৭-১০৮)

আমরা ইমানের প্রতিটি বিষয় m¤ú‡K ভালোভাবে পড়ব। এ m¤ú‡K জানব এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করব। অতঃপর এগুলোর অনুসরণ করে নিজ জীবন গড়ে Zje। আমরা সবসময় নেক কাজ করব। কখনো অন্যায় ও অত্যাচার করব না। এভাবে আমরা দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তি ও সফলতা লাভ করতে সক্ষম হব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা-

ক. ইমানের সাতটি বিষয় লিখে একটি পোস্টার তৈরি করে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করবে।

খ. ইমানের সাতটি বিষয়ের বিবরণ বাড়ি থেকে খাতায় লিখে এনে শিক্ষককে দেখাবে।

গ. দলে বিভক্ত হয়ে ইমান আনার কী কী শুভ পরিণাম রয়েছে তার একটি তালিকা তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ২

নিফাক (اَلنِّفَاقُ)

পরিচয়

নিফাক শব্দের অর্থ ভন্ডামি, কপটতা, প্রতারণা, দ্বিমুখী নীতি ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় মুখে ইমানের স্বীকার ও অন্তরে অবিশ্বাস করাকে নিফাক বলা হয়। যে ব্যক্তি এরূপ করে তাকে বলা হয় মুনাফিক। মুনাফিকরা সাধারণত সামাজিক ও পার্থিব লাভের জন্য এরূপ করে থাকে। তারা মুসলমান ও কাফির উভয় দলের সাথেই থাকে। প্রকাশ্যে তারা নিজেদের মুসলমান বলে দাবি করে। কিন্তু গোপনে তারা ইসলামকে অস্বীকার করে। তাদের অবস্থা m¤ú‡K আল্লাহ তাআলা বলেছেন-

وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۚ وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ ۙ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ ○

অর্থ: "যখন তারা (মুনাফিকরা) ইমানদারদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে নিশ্চয়ই আমরা ইমান এনেছি। আর যখন তারা গোপনে তাদের শয়তানদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে, আমরা তো তোমাদের সাথেই আছি। আমরা শুধু তাদের সাথে ঠাট্টা-তামাশা করে থাকি।" (সুরা আল বাকারা, আয়াত ১৪)

এক কথায় অন্তরে Kdর রেখে মুখে মুখে ইমানের কথা প্রকাশকে নিফাক বলে। আর এরূপ প্রকাশকারী হলো মুনাফিক।

মুনাফিকদের চরিত্র

নিফাক হলো নৈতিকতা ও মানবিকতার আদর্শের বিপরীত কাজ। মুনাফিকদের চরিত্র দেখলে আমরা এ সত্য জানতে পাই। তারা সবধরনের অন্যায় ও মন্দ কাজ করে থাকে। উত্তম আচরণ ও উত্তম চরিত্র তারা কখনোই অনুশীলন করে না। বরং মিথ্যা ও প্রতারণাই তাদের প্রধান কাজ। আল্লাহ পাক বলেন-

وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ ۚ○

অর্থ : "আর আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, মুনাফিকরা নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী।" (সুরা মুনাফিকুন, আয়াত ১)

রাসুলুল্লাহ (স.) বহু হাদিসে মুনাফিকদের চরিত্র বর্ণনা করেছেন। একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে-

اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ-

অর্থ : মুনাফিকের নিদর্শন তিনটি। যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে এবং যখন তার নিকট কোনো wKQ গচ্ছিত রাখা হয় তখন তার খিয়ানত করে। (সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম)

নিফাকের কুফল ও পরিণতি

নিফাক জঘন্যতম পাপ। এটা মানুষের চরিত্র ধ্বংস করে ফেলে। নিফাকের ফলে মানুষ অন্যায় ও অশ্লীল কাজে Af¨¯Í হয়ে যায়। ফলে মানুষের নৈতিক ও মানবিক gj¨‡ewa বিনষ্ট হয়। নিফাকের দ্বারা মানুষের মধ্যে অবিশ্বাস ও সন্দেহের সৃষ্টি হয়। ফলে মানব সমাজে মারামারি, হানাহানি ও অশান্তির সৃষ্টি হয়।

মুনাফিকরা ইসলামের চরম শত্রু। এরা বাইরে মুসলমান বলে দাবি করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরা কাফিরদের পক্ষে কাজ করে। এদের গোপন শত্রুতা মুসলমানদের বিপদে ফেলে। এ শত্রুরা গুপ্তচর হিসেবে কাজ করে। ইসলাম ও মুসলমানদের গোপন কথা ও দুর্বলতা প্রকাশ করে দেয়। এরা মুসলমানদের মধ্যে মতানৈক্য ও মারামারি সৃষ্টির চেষ্টা করে। প্রকাশ্য শত্রুর Zjbvq গোপন শত্রু বেশি ক্ষতিকর। কেননা প্রকাশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে AvZ¥i ¶vgjK ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায়। কিন্তু যে গোপনে শত্রুতা করে তাকে চেনা যায় না। তার ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য আত্মরক্ষা করারও সুযোগ পাওয়া যায় না। ফলে সে eÜ বেশে সহজেই বড় ক্ষতিসাধন করতে পারে। এসব কারণে দুনিয়াতে মুনাফিকরা ঘৃণিত ও নিন্দিত হয়। আখিরাতেও তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আযাব। আল্লাহ তাআলা বলেন-

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِي الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۚ

অর্থ : "নিশ্চয়ই মুনাফিকদের স্থান জাহান্নামের সর্বনিম্ন ¯Í‡i|ó (সুরা আন-নিসা, আয়াত ১৪৫)

আমরা সকলেই নিফাক থেকে বেঁচে থাকব। হাদিসে যেসব কাজ মুনাফিকের নিদর্শন হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে আমরা সেগুলো বর্জন করব। খাঁটি মুমিন হিসেবে জীবনযাপনের চেষ্টা করব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা–

ক. দলে বিভক্ত হয়ে মুনাফিকের নিদর্শনগুলো লিখে একটি পোস্টার তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

খ. নিফাকের কুফল ও পরিণতি m¤úK© ১০টি বাক্য লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ৩

আসমাউল হুসনা (اَلْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى)

আসমাউল হুসনা শব্দের অর্থ সুন্দর bvgmgn| ইসলামি পরিভাষায় আল্লাহ তাআলার গুণবাচক নামgmgn‡K একত্রে আসমাউল হুসনা বলা হয়। আল কুরআনে আল্লাহ তাআলার এরূপ বহু গুণবাচক নাম উল্লেখ করা হয়েছে। হাদিস শরিফে আল্লাহ তাআলার ৯৯টি গুণবাচক নামের কথা বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলার গুণবাচক নাম অসংখ্য। তন্মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও বিখ্যাত হলো ৯৯টি নাম। যেমন– আলিম, খাবির, রায্যাক, গাফ্ফার, রাহিম, রাহমান ইত্যাদি।

গুরুত্ব ও তাৎপর্য

আসমাউল হুসনার গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। এ নামগুলো তাঁর পরিচয় ও ক্ষমতার প্রকাশ ঘটায়। এ নামগুলোর মাধ্যমে আমরা আল্লাহ তাআলার গুণ ও বৈশিষ্ট্য জানতে পারি। ফলে তাঁর আদেশ-নিষেধ পালন করতে সহজ হয়।

এ নামগুলোর দ্বারা আমরা আল্লাহ তাআলাকে ডাকতে পারি। তিনি এসব নামে ডাকলে খুশি হন। এসব নাম ধরে আমরা মুনাজাত করতে পারি। তিনি স্বয়ং বলেছেন-

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا ۪ وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اَسْمَآئِهٖ ؕ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

অর্থ : "আল্লাহর জন্যই রয়েছে সুন্দর bvgmgn। সুতরাং তোমরা তাঁকে সে সকল নাম দ্বারাই ডাকো। যারা তাঁর নাম বিকৃত করে তাদেরকে বর্জন করো। অচিরেই কৃতকর্মের ফল তাদের প্রদান করা হবে।" (সুরা আল-আরাফ, আয়াত ১৮০)

আল্লাহ তাআলার গুণবাচক bvgmgn আমাদেরকে উত্তম চরিত্রবান হতে অনুপ্রাণিত করে। আল্লাহ তাআলার এসব গুণ অর্জনের জন্য মানুষ তার জীবনে চর্চা করলে সৎচরিত্রবান হয়। সমাজে নৈতিক ও মানবিক gj¨‡ev‡a প্রতিষ্ঠিত হয়। আল কুরআনে বলা হয়েছে-

صِبْغَةَ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً ۫

অর্থ : "আমরা গ্রহণ করলাম আল্লাহর রং, আর রঙে আল্লাহ অপেক্ষা আর কে অধিকতর সুন্দর?" (সুরা আল বাকারা, আয়াত ১৩৮)

আল্লাহর রং হলো আল্লাহর দীন ও তাঁর গুণাবলি। আর সর্বোত্তম গুণাবলিতো আল্লাহরই। সুতরাং আল্লাহর গুণাবলির অনুসরণ করলে উত্তম চরিত্রবান হওয়া সম্ভব। নিম্নবর্ণিত এ পাঠে আমরা আল্লাহ তাআলার কতিপয় গুণের সাথে পরিচিত হব।

আল্লাহু গাফ্ফারুন (اَللّٰهُ غَفَّارٌ)

গাফ্ফার শব্দের অর্থ অতি ক্ষমাশীল। আল্লাহু গাফ্ফারুন অর্থ আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল। আল্লাহ তাআলার ক্ষমা অপরিসীম। তিনি সবচেয়ে বড় ক্ষমাশীল। তিনি বলেন-

وَاِنِّيْ لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدٰى ○

অর্থ : "আর আমি অবশ্যই অতি ক্ষমাশীল তাদের প্রতি যারা তাওবা করেছে, ইমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে অতঃপর সে সৎপথে অবিচল থাকে।" (সুরা তা-হা, আয়াত ৮২)

আল্লাহ তাআলা আমাদের সৃষ্টিকর্তা। তিনি আমাদের বহু নিয়ামত দান করেছেন। কিন্তু অনেক মানুষই অহংকার ও gLZ‡ekZ আল্লাহ তাআলাকে ভুলে যায়। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। তিনি তৎক্ষণাৎ তাকে kw¯Í দেন না, বরং সুযোগ দেন। বান্দা যদি তার পাপের জন্য অনুতপ্ত হয় এবং তাওবা করে তবে তিনি মাফ করে দেন। বড় বড় পাপীও যদি তাওবা করে তাহলেও তিনি ক্ষমা করেন। তার ক্ষমা Zjbvnxb|

আমরা জানা-অজানায় অনেক গুনাহ করে ফেলি। তাই সবসময় আমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইব। তিনি অতি ক্ষমাশীল। তিনি আমাদের ক্ষমা করে দেবেন।

আল্লাহু সামাদুন (اَللّٰهُ صَمَدٌ)

সামাদুন শব্দের অর্থ অমুখাপেক্ষী। আল্লাহু সামাদুন অর্থ আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। আল্লাহ তাআলা কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি ¯^qsm¤úY| আল কুরআনে তিনি নিজেই বলেছেন- اَللّٰهُ صَمَدٌ অর্থ: "আল্লাহ অমুখাপেক্ষী।" (সুরা আল-ইখলাস, আয়াত ০২)

আল্লাহ তাআলা খালিক বা সৃষ্টিকর্তা। তিনি ব্যতীত meKQB মাখলুক বা সৃষ্টি। সকল সৃষ্টিই তাঁর মুখাপেক্ষী। জন্ম-মৃত্যু, বেড়ে ওঠা সবকিছুর জন্য সকল সৃষ্টি আল্লাহ তাআলার কুদরতের মুখাপেক্ষী। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি সকল প্রয়োজন ও চাহিদার উর্ধ্বে। সকল প্রকার লাভ-লোকসান, ক্ষয়-ক্ষতি, দোষ-ত্রুটি থেকে তিনি মুক্ত বা পবিত্র। বিশ্বজগৎ সৃষ্টিতে তাঁর কোনো সাহায্যকারীর প্রয়োজন হয় নি। সৃষ্টিজগৎ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্যও তাঁর কোনো সাহায্যকারীর দরকার নেই। বড় বড় সাগর মহাসাগর, পাহাড় পর্বত তাঁর এক হুকুমেই তৈরি হয়ে যায়। জটিল জটিল সৃষ্টিও তাঁর 'হও' বলার সাথে সাথে A¯ÍZ লাভ করে। সুতরাং তিনি সাহায্যকারী ব্যতীতই মহান স্রষ্টা।

তাঁর কোনো কিছুরই প্রয়োজন নেই। এমনকি ইবাদত বন্দেগি ও প্রশংসারও তিনি মুখাপেক্ষী নন। মানুষের নিজের কল্যাণের জন্যই ইবাদত বন্দেগি করা প্রয়োজন। তিনি খাদ্য-পানীয়, নিদ্রা, বিশ্রাম ইত্যাদির উর্ধ্বে। এক কথায় তিনি স্বয়ং m¤úY ও অমুখাপেক্ষী একমাত্র সত্তা।

আমরা আল্লাহ তাআলার এ গুণ উপলব্ধি করব। নিজে নিজে ¯^vej¤^x হওয়ার চেষ্টা করব। পরমুখাপেক্ষিতা বর্জন করব। আল্লাহ ব্যতীত আর কারো নিকট সাহায্য চাইব না।

আল্লাহু রাউফুন (اَللّٰهُ رَءُوْفٌ)

রাউফুন শব্দের অর্থ অতিশয় দয়াবান, পরম দয়ালু, অতি স্নেহশীল। আল্লাহু রাউফুন অর্থ- আল্লাহ অতি দয়াবান, অত্যন্ত স্নেহশীল। আল্লাহ তাআলার দয়া ও করুণার শেষ নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন-

اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ○

অর্থ: "নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল, পরম দয়ালু।" (সুরা আল-বাকারা, আয়াত ১৪৩)

আমাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার দয়া ও করুণার শেষ নেই। তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। এরপর তিনি দয়া ও স্নেহের মাধ্যমে আমাদের প্রতিপালন করেন। তিনি মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে মায়া-ভালোবাসা mÂvi করে দেন। তাঁরা আমাদের সেবা দিয়ে বড় করেন। আমরা নাফরমানি করলেও তিনি দুনিয়াতে আমাদের তৎক্ষণাৎ kw¯Í দেন না। বরং করুণাবশত আমাদের সুযোগ দেন। আমরা তাওবা করলে তিনি দয়া করে আমাদের ক্ষমা করেন। আমাদের রহমত ও বরকত দান করেন। দুনিয়া ও আখিরাতের সকল কল্যাণই তাঁর দান। তিনি করুণা ও দয়ার আধার।

আমরাও আল্লাহ তাআলার এ গুণের চর্চা করব। ci¯úi‡ii প্রতি আমরা দয়াশীল হব। কাউকে আঘাত করব না। বরং স্নেহ, মায়া, মমতা ও ভালোবাসা দিয়ে সকলকে আপন করে নেব।

আল্লাহু হাসিবুন (اَللّٰهُ حَسِيْبٌ)

হাসিবুন অর্থ হিসাব গ্রহণকারী। আল্লাহু হাসিবুন অর্থ আল্লাহ হিসাব গ্রহণকারী। আল্লাহ তাআলা বলেন-

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيْبًا ۝

অর্থ : "নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী।" (সুরা আন-নিসা, আয়াত ৮৬)

আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন মানুষের সকল কৃতকর্মের হিসাব নেবেন। হাশরের ময়দানে তিনিই হবেন একমাত্র বিচারক। আল কুরআনে বর্ণিত হয়েছে-

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝

অর্থ : "তিনি (আল্লাহ) বিচার দিনের মালিক।" (সুরা আল-ফাতিহা, আয়াত ৩)

সেদিন তিনি সকল মানুষের হাতে আমলনামা প্রদান করবেন। আমলনামায় প্রত্যেকের সব কাজের হিসাব লেখা থাকবে। ছোট-বড়, B"Qvq-Awb"Qvq, গোপনে-প্রকাশ্যে কৃত সবধরনের কাজেরই সেদিন হিসাব নেওয়া হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ؕ

অর্থ : "যদি তোমরা মনের কথা প্রকাশ কর কিংবা গোপন রাখ, আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে তারও হিসাব নেবেন। " (সুরা আল-বাকারা, আয়াত ২৮৪)

সকলকেই সেদিন আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে। পাপ c‡Y¨i হিসাব না দিয়ে সেদিন কেউই রেহাই পাবে না। আল্লাহ তাআলা c•LvbycyLভাবে সকলেরই হিসাব নেবেন। এজন্যই তিনি হাসিব বা m~ক্ষ্ম হিসাবগ্রহণকারী।

আমরা আল্লাহ তাআলার এ গুণটির তাৎপর্য বুঝব। তারপর নিজেই নিজ আমলের হিসাব রাখব। প্রতিদিন রাতে ঐ দিনের পাপ-c‡Y¨i হিসাব করব। অতঃপর পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব এবং ভবিষ্যতে পাপ আর না করতে চেষ্টা করব।

আল্লাহু মুহাইমিনুন (اَللّٰهُ مُهَيْمِنٌ)

মুহাইমিনুন শব্দের অর্থ নিরাপত্তাদানকারী, রক্ষণাবেক্ষণকারী, আশ্রয়দাতা। আল্লাহু মুহাইমিনুন অর্থ আল্লাহ আশ্রয়দাতা। আল্লাহ তাআলা হলেন প্রকৃত রক্ষাকর্তা। তিনিই একমাত্র এবং সর্বশেষ আশ্রয়স্থল। আল্লাহ তাআলাই আমাদের রক্ষক। তিনি আমাদের বিপদাপদ থেকে রক্ষা করেন। শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে তিনিই হেফাযত করেন। হিংসুক, যাদুকর, ষড়যন্ত্রকারী, সকলের অনিষ্ট থেকে রক্ষাকারী একমাত্র তিনিই। তাঁর সুরক্ষাই প্রকৃত সুরক্ষা। কেউ তাঁর সুরক্ষা ভেদ করতে পারে না। তিনি যাকে রক্ষা করেন কেউ তার কোনো

অনিষ্ট করতে পারে না। সবসময় সকল বিপদে তাঁরই আশ্রয় চাইতে হবে। আল কুরআন ও হাদিসের বহুস্থানে আমাদের এ শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। আমাদের প্রিয়নবি (স.) তাঁর নিকটই আশ্রয় প্রার্থনা করতে আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন।

আমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করব। তিনি আমাদের রক্ষা করবেন। আমরা wec`M¯Í‡K সাহায্য করব, আশ্রয় দেব। ফলে আল্লাহ তাআলা আমাদের ওপর খুশি হবেন।

কাজ : শিক্ষার্থীরা মহান আল্লাহর ১৫টি গুণবাচক নাম অর্থসহ একটি তালিকা c¯ÍZ করে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ৪

রিসালাত (اَلرِّسَالَةُ)

আকাইদের welqmg‡ni মধ্যে রিসালাত অত্যন্ত ¸রুত্বপূর্ণ। তাওহিদের পরই আসে রিসালাত। রিসালাত অর্থ সংবাদ বহন, খবর বা চিঠি পৌঁছানোকে রিসালাত বলে। ইসলামি পরিভাষায় আল্লাহ তাআলার বাণী, আদেশ-নিষেধ মানুষের নিকট পৌঁছানোকে রিসালাত বলে। যাঁরা এ সংবাদ পৌঁছানোর কাজ করেন তাঁরা হলেন নবি-রাসুল। রিসালাত ও নবি-রাসুলের ওপর বিশ্বাস করা ফরয বা আবশ্যক।

নবি-রাসুলের সংখ্যা

আল্লাহ তাআলা মানবজাতির হেদায়াতের জন্য বহু নবি-রাসুল এ দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। পৃথিবীতে এমন কোনো জাতি ছিল না যেখানে আল্লাহ তাআলা নবি-রাসুল প্রেরণ করেন নি। আল কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۝

অর্থ : "আর প্রত্যেক জাতির জন্য পথপ্রদর্শক রয়েছে।" (সুরা আর-রাদ, আয়াত ৭)

কুরআন মাজিদে আমরা মাত্র ২৫ জন নবি-রাসুলের নাম দেখতে পাই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের সংখ্যা ছিল লক্ষাধিক। একটি হাদিসে হযরত আবুজর গিফারি (রা.) বলেন, 'একবার আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসুল! নবিগণের সংখ্যা কত? উত্তরে মহানবি (স.) বললেন, এক লক্ষ চব্বিশ হাজার। তন্মধ্যে তিন শত তের জন অপর বর্ণনা মতে তিন শত পনের জন হলেন রাসুল।' (মিশকাত)

আরেক বর্ণনা মতে নবিগণের সংখ্যা হলো দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার। এঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম নবি ছিলেন হযরত আদম (আ.), আর সর্বশেষ নবি ও রাসুল হলেন আমাদের প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মদ (স.)।

নবি-রাসুলের পার্থক্য

অর্থগত দিক থেকে এ দুটি শব্দের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। আল্লাহ তাআলা যাঁদের প্রতি আসমানি কিতাব নাযিল করেছেন কিংবা bZb শরিয়ত প্রদান করেছেন, তাঁরা হলেন রাসুল। আর যার প্রতি কোনো কিতাব

অবতীর্ণ হয় নি কিংবা যাঁকে কোনো bZb শরিয়ত দেওয়া হয় নি তিনি হলেন নবি। তিনি তাঁর ceeZx রাসুলের শরিয়ত প্রচার করতেন। এ হিসেবে সকল রাসুলই নবি ছিলেন। কিন্তু সকল নবি রাসুল ছিলেন না। যেমন– আমাদের মহানবি (স.) ছিলেন একাধারে নবি ও রাসুল। অপরদিকে হযরত হারুন (আ.) ছিলেন মাত্র নবি। তাঁর প্রতি কোনো কিতাব নাযিল হয় নি। তিনি হযরত মুসা (আ.)-এর শরিয়ত প্রচার করতেন।

রিসালাতের মর্ম

নবি-রাসুলগণ ছিলেন মানুষের প্রতি আল্লাহ তাআলার বিশেষ নিয়ামত স্বরূপ। তারা সকলকে তাওহিদের পথে ডাকতেন। কুফর, শিরক, নিফাক থেকে সতর্ক করতেন। উত্তম চরিত্র ও নৈতিক শিক্ষা প্রদান করতেন। নবিগণের দাওয়াতের gj K_v আল্লাহর একত্ববাদ এবং তাঁর বিধি-বিধান প্রচার করা। এ m¤ú‡K আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ط

অর্থ : "হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোনো ইলাহ নেই।" (সুরা আল-আরাফ, আয়াত ৭৩)

নবি-রাসুলগণের দায়িত্বকেই বলা হয় রিসালাত। এ রিসালাতের মর্ম বর্ণনা করে আল্লাহ বলেন-

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ج

অর্থ: আল্লাহর ইবাদত করার ও তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসুল পাঠিয়েছি। (সুরা আন-নাহল, আয়াত ৩৬)

নবি রাসুলগণ আল্লাহ তাআলার দেওয়া এ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন। যারা তাঁদের আনুগত্য ও অনুসরণ করেছে তারা সফলকাম হয়েছে। আমরা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রিয়নবি (স.) এর আনীত বিধান অনুসরণ করব তাহলে আমরাও সফলকাম হব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা রিসালাত পাঠটি নীরবে পড়বে অতঃপর রিসালাতের মর্ম সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ৫

খতমে নবুয়ত

খতম শব্দের অর্থ শেষ, সমাপ্ত, আর নবুয়ত অর্থ পয়গাম্বারি, নবিগণের দায়িত্ব ইত্যাদি। সুতরাং খতমে নবুয়ত অর্থ নবিগণের দায়িত্বের পরিসমাপ্তি বা নবুয়তের সমাপ্তি। মানবজাতির হিদায়াতের জন্য আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে বহু নবি-রাসুল প্রেরণ করেন। এ ক্রমধারা শুরু হয় হযরত আদম (আ.)-এর মাধ্যমে, আর হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর আগমনের মাধ্যমে শেষ হয়। নবুয়ত তথা নবি-রাসুল আগমনের এ ক্রমধারাটির সমাপ্তিকেই খতমে নবুয়ত বলা হয়।

যাঁর মাধ্যমে এ ক্রমধারা শেষ হয় তিনি হলেন খাতামুন নাবিয়্যিন বা নবিগণের শেষজন। আর তিনি হলেন মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)।

মর্ম

আমাদের প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মদ (স.) হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবি। তিনি হলেন খাতামুন নাবিয়্যিন। তাঁর পর আজ পর্যন্ত কোনো নবি আসেন নি আর কিয়ামত পর্যন্ত আসবেও না। তাঁর মাধ্যমে নবি-রাসুলের আগমনের ধারা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। খতমে নবুয়তের ওপর বিশ্বাস করা অপরিহার্য। এতে বিশ্বাস না করলে মানুষ ইমানদার হতে পারে না।

খতমে নবুয়তের প্রমাণ

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন সর্বশেষ নবি। তাঁর মাধ্যমে নবুয়তের ক্রমধারা cwicYZv লাভ করেছে। কুরআন-হাদিসের বহু স্থানে এ বিষয়টি ¯úó করে বর্ণনা করা হয়েছে। নিম্নে আমরা খতমে নবুয়ত এর কিছু প্রমাণ ¯úó f¡‡e জানব।

আল কুরআনের দলিল

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা সরাসরি মহানবি (স.)-কে খাতামুন নাবিয়্যিন বলেছেন। মহান আল্লাহ বলেন-

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ

অর্থ : "মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নন। বরং তিনি তো আল্লাহর রাসুল ও সর্বশেষ নবি।" (সুরা আল-আহযাব, আয়াত ৪০)

হাদিস শরিফের দলিল

বহু হাদিসে খতমে নবুয়তের প্রমাণ রয়েছে। নিম্নে আমরা এ m¤ú‡K কতিপয় হাদিস জানবো–

১. মহানবি (স.) বলেন– اَنَا خَاتَمُ النَّبِيّٖنَ لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ

   অর্থ: "আমিই শেষ নবি। আমার পর আর কোনো নবি আসবেন না।" (সহিহ মুসলিম)

২. রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন- "রিসালাত ও নবুয়তের ধারা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আমার পর আর কোনো নবি ও রাসুল আসবেন না।" (জামি তিরমিযি)

৩. নবি কারিম (স.) বলেন- "বনি ইসরাইলে নবিগণই নেতৃত্ব দিতেন। যখনই কোনো নবি ইন্তিকাল করতেন তখনই পরবর্তী নবি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন। কিন্তু আমার পর আর কোনো নবি আসবেন না।" (সহিহ বুখারি)

৪. একটি হাদিসে মহানবি (স.) উপমার মাধ্যমে খতমে নবুয়ত ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন, "আমি ও আমার ceeZx নবিগণের দৃষ্টান্ত হলো এরূপ যে, এক লোক একটি দালান নির্মাণ করল। খুব সুন্দর ও লোভনীয় করে তা সজ্জিত করল। কিন্তু তার এক কোণে একটি ইটের স্থান ফাঁকা ছিল। লোকজন

দালানটির চারদিকে ঘুরে এর সৌন্দর্য দেখছিল আর বিস্ময় প্রকাশ করছিল এবং বলছিল- "এ কোণে একটি ইট রাখা হয় নি কেন? e¯ÍZ আমিই সে ইট এবং আমি শেষ নবি।" (সহিহ বুখারি)

পুরো দালানে একটি ইট লাগানো বাকি ছিল। ইট লাগাতেই সে দালান cwicY হয়ে গেল। নবুয়তও তেমনি একটি দালানের সদৃশ। সেই দালানের সর্বশেষ ইট মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)। তাঁর মাধ্যমেই দালানের সর্বশেষ ইট লাগানো হয়। cwicY হয়ে গেল নির্মাণকাজ। ফলে নতুন করে দালানের আর কোথাও ইট লাগানোর প্রয়োজন পড়বে না। অর্থাৎ নবি আসারও দরকার পড়বে না।

যৌক্তিক প্রমাণ

যুক্তির মাধ্যমেও আমরা খতমে নবুয়তের প্রমাণ লাভ করতে পারি। যেমন- যুক্তির আলোকে দেখা যায় এক নবির পর অন্য নবি সাধারণত তিনটি কারণে এসে থাকেন। যথা-

ক. ceeZx নবির শিক্ষা বিলুপ্ত বা বিকৃত হয়ে গেলে।

খ. ceeZx নবির শিক্ষা AmgúY হয়ে পড়লে কিংবা তাতে bZb wKQ সংযোজন-বিয়োজনের প্রয়োজন হলে।

গ. ceeZx নবির শিক্ষা কোনো বিশেষ স্থান বা কালের জন্য নির্দিষ্ট হলে।

উপরিউক্ত কারণগুলোর কোনোটিই বর্তমানকালে প্রযোজ্য নয়। কেননা-

১. হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর শিক্ষা ও আদর্শ আজ পর্যন্ত বিদ্যমান। এটি বিন্দুমাত্র বিলুপ্ত বা বিকৃত হয় নি। সুতরাং bZb †কানো নবি আসার কোনো প্রয়োজন নেই।

২. রাসুল (স.)-এর শিক্ষা ও দীন ইসলাম cwicY ও cY½। এতে কোনো AmgúYZv নেই। এতে কোনোরূপ সংযোজন ও বিয়োজনেরও প্রয়োজন নেই। আল্লাহ তাআলাই বলেছেন-

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا ط

অর্থ : "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে cwicY করে দিলাম, তোমাদের ওপর আমার নিয়ামতকে mgúY করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন হিসেবে মনোনীত করলাম।" (সুরা মায়িদা, আয়াত ৩)

৩. নবি কারিম (স.) কোনো বিশেষ স্থান বা কালের জন্য আসেন নি। বরং তিনি সর্বকালের সকলের নবি। কিয়ামত পর্যন্ত সকল স্থানের মানুষের নবি। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَآفَّةً لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا

অর্থ: "আমি তো আপনাকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী হিসেবে প্রেরণ করেছি।" (সুরা সাবা, আয়াত ২৮)

قُلْ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا

অর্থ : "বলুন, হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রাসুল।" (সুরা আরাফ, আয়াত ১৫৮)

নবি আগমনের তিনটি কারণের একটিও বর্তমানে প্রযোজ্য নয়। সুতরাং নতুন কোনো নবি আগমনেরও প্রয়োজন নেই। আমাদের নবিই শেষ নবি। তিনিই খাতামুন নাবিয়্যিন।

কাজ : শিক্ষার্থীরা খতমে নবুয়ত পাঠটি নীরবে পড়বে। শ্রেণির সকলে মিলে তিনজন বক্তা নির্বাচন করবে। এবার তিনজনের একজন খতমে নবুয়তের ওপর কুরআনের দলিল, আরেকজন হাদিস শরিফের দলিল এবং অন্যজন যৌক্তিক প্রমাণ উপস্থাপন করে বক্তব্য রাখবে। তাদের বক্তব্য শ্রেণির সকলে মনোযোগ দিয়ে শুনবে। শিক্ষক মহোদয় সভাপতি ও সমন্বয়ক হিসেবে এ কাজে সহযোগিতা করবেন। সকলে অনুষ্ঠান শেষে বক্তাদের ধন্যবাদ জানাবে।

পাঠ ৬

আখিরাত

আখিরাত হলো মৃত্যুর পরবর্তী জীবন। বাংলা ভাষায় একে পরকাল বলা হয়। ইসলামি পরিভাষায় মৃত্যুর সাথে সাথে মানুষের যে নতুন জীবন শুরু হয় তা-ই পরকাল বা আখিরাত। এ জীবনের শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই। এটি অনন্ত ও চিরস্থায়ী জীবন।

আখিরাত বা পরকালের দুটি পর্যায় রয়েছে। যথা-

ক. বারযাখ

খ. কিয়ামত।

বারযাখ

দুটি e¯‘ i মধ্যবর্তী পর্যায়কে বারযাখ বলে। মানুষের মৃত্যু থেকে কিয়ামত বা পুনরুত্থান পর্যন্ত সময়কে বারযাখ বলে। এটি কিয়ামত ও দুনিয়ার জীবনের মধ্যবর্তী পর্দা স্বরূপ। মানুষের মৃত্যুর পর এ জীবনের শুরু হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَمِنْ وَّرَآئِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ○

অর্থ : "আর তাদের সামনে রয়েছে বারযাখ যা পুনরুত্থান পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে।" (সুরা আল-মুমিনুন, আয়াত ১০০)

বারযাখ হলো কবরের জীবন। এটি আখিরাতের সর্বপ্রথম পর্যায়। বারযাখ জীবনে মানুষ দুনিয়ার ভালো আমলের কারণে শান্তি ভোগ করবে আর খারাপ আমলের জন্য kw¯Í ভোগ করবে।

কিয়ামত

কিয়ামত অর্থ দণ্ডায়মান হওয়া, ওঠা। ইসলামি পরিভাষায় কবর থেকে মানুষ উঠে সেদিন আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হবে, তাই একে বলা হয় কিয়ামত। কিয়ামতে মানুষকে পুনরায় জীবিত করা হবে। এরপর নেককারদের জান্নাতে এবং পাপীদের জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে।

গুরুত্ব

আখিরাত আকাইদের অন্যতম গুরুত্বcY বিষয়। আখিরাতের প্রতি ইমান আনা অপরিহার্য। আখিরাতে বিশ্বাস না করলে মানুষ ইমানদার হতে পারে না। মুমিনদের m¤ú‡K আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝

অর্থ : "আর তারা (মুত্তাকিগণ) আখিরাতের প্রতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে।" (সুরা আল-বাকারা, আয়াত ৪)

আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে সৎকর্মশীল করে তোলে। এর ফলে মানুষ উত্তম চরিত্র ও নৈতিকতার গুণাবলি অনুশীলন করে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

فَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ مُّنْكِرَةٌ وَّهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ۝

অর্থ : "আর যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাদের অন্তর সত্যবিমুখ এবং তারা অহংকারী।" (সুরা নাহল, আয়াত ২২)

আখিরাতে বিশ্বাস না করলে মানুষ দুনিয়াকেই সবকিছু মনে করে। ফলে যেকোনো উপায়ে দুনিয়ার স্বার্থ হাসিল করতে চায়। অন্যায়, অত্যাচার, অনৈতিক কার্যকলাপ সবকিছুই তার দ্বারা সংঘটিত হয়। যেকোনো পাপ করতে সে দ্বিধাবোধ করে না। আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে এরূপ কাজ থেকে বিরত রাখে এবং পবিত্র করে তোলে।

সুতরাং আমরা আখিরাতে বিশ্বাস করব এবং নৈতিক, পুত-পবিত্র জীবনযাপন করব।

কাজ : এই পাঠ শেষে আখিরাত m¤ú‡K শিক্ষার্থী যা শিখল তা লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ৭

শাফাআত

শাফাআত শব্দের অর্থ সুপারিশ করা, অনুরোধ করা ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় কল্যাণ ও ক্ষমার জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট নবি-রাসুল ও নেক বান্দাগণের সুপারিশ করাকে শাফাআত বলে। কিয়ামতের দিন শাফাআত সাধারণত দুটি কারণে করা হবে। যথা-

ক. পাপীদের ক্ষমা ও পাপ মার্জনার জন্য।

খ. পুণ্যবানদের মর্যাদা বৃদ্ধি ও কল্যাণ লাভের জন্য।

তাৎপর্য

কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা মানুষের সকল কাজকর্মের হিসাব নেবেন। তারপর আমল অনুযায়ী প্রত্যেকের জন্য জান্নাত বা জাহান্নাম নির্ধারণ করবেন। এ সময় cY¨evbMY জান্নাত লাভ ও পাপীরা জাহান্নাম ভোগ

করবে। নবি-রাসুল ও cY¨ewY বান্দাগণ এ সময় আল্লাহর দরবারে শাফাআত করবেন। ফলে অনেক পাপীকে মাফ করা হবে। এরপর তাদেরকে জাহান্নাম থেকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে।

আবার অনেক পুণ্যবানের জন্যও এদিন শাফাআত করা হবে। ফলে তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে।

শাফাআত সাধারণত দুই প্রকার। যথা-

ক. শাফাআতে কুবরা

খ. শাফাআতে সুগরা

শাফাআতে কুবরা

কিয়ামতের দিন সকল মানুষকে এক বিশাল ময়দানে সমবেত করা হবে। সেদিন mh খুব নিকটবর্তী হবে। মানুষ অসহনীয় দুঃখ-কষ্টে নিপতিত থাকবে। এ সময় তারা হযরত আদম (আ.), হযরত bn (আ.), হযরত ইবরাহিম (আ.), হযরত মুসা (আ.) ও হযরত ইসা (আ.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে হিসাব-নিকাশ শুরু করার জন্য আল্লাহর নিকট শাফাআত করতে অনুরোধ করবে। তাঁরা সকলেই অপারগতা প্রকাশ করবেন। এ সময় সকল মানুষ মহানবি (স.)-এর নিকট উপস্থিত হবে। তখন মহানবি (স.) আল্লাহ তাআলার নিকট সুপারিশ করবেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা হিসাব-নিকাশ শুরু করবেন। এ শাফাআতকে বলা হয় শাফাআতে কুবরা। একে শাফাআতে উযমাও (সর্বশ্রেষ্ঠ শাফাআত) বলা হয়।

এরূপ শাফাআতের অধিকার একমাত্র মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর থাকবে। এ ছাড়া নবি কারিম (স.)-এর জন্য দু'প্রকার শাফাআত নির্দিষ্ট। আর তা হলো জান্নাতিগণকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট সুপারিশ করা। প্রিয়নবি (স.) এরূপ শাফাআত করবেন। এর পরই কেবল জান্নাতিগণ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।

শাফাআতে সুগরা

কিয়ামতের দিন পাপীদের ক্ষমা ও পুণ্যবানদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য শাফাআত করা হবে। এটাই হলো শাফাআতে সুগরা। নবি-রাসুল, ফেরেশতা, শহিদ, আলিম, হাফিয এ শাফাআতের সুযোগ পাবেন। আল কুরআন ও সিয়াম (রোযা) কিয়ামতের দিন শাফাআত করবে বলেও হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে। নিম্নোক্ত বিষয়ে শাফাআতে সুগরা করা হবে।

১. যাদের ওপর জাহান্নাম অবধারিত তাদের মাফ করে জান্নাতে দেয়ার জন্য শাফাআত।

২. যেসব মুমিন পাপের কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করবে তাদের জাহান্নামের kw¯Í থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য শাফাআত।

৩. জান্নাতিগণের মর্যাদা বৃদ্ধি করার জন্য শাফাআত।

আমরা শাফাআতে বিশ্বাস স্থাপন করব। আল্লাহকে ভালোবাসব, রাসুলুল্লাহ (স.)-এর আদর্শ অনুযায়ী চলব। ফলে পরকালে প্রিয়নবি (স.)-এর শাফায়াত লাভ করে জান্নাতে যাব।

কিয়ামতের দিন নবি-রাসুল ও নেক বান্দাগণ আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবেন। আল্লাহ তাআলা এসব শাফাআত কবুল করবেন এবং বহু মানুষকে জান্নাত দান করবেন। তবে শাফাআতের সবচেয়ে বেশি ক্ষমতা থাকবে আমাদের প্রিয়নবি (স.)-এর অধিকারে। তিনি নিজেই বলেছেন-

أُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ

অর্থ : "আমাকে শাফাআত (করার অধিকার) দেওয়া হয়েছে।" (সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম)

অন্য একটি হাদিসে রাসুল (স.) বলেছেন- পৃথিবীতে কত ইট ও পাথর আছে, আমি তার চেয়েও বেশি লোকের জন্য কিয়ামতের দিন শাফাআত করব। (মুসনাদ আহমদ)

শাফাআত একটি বিরাট নিয়ামত। মহানবি (স.)-এর শাফাআত ব্যতীত কিয়ামতের দিন সফলতা, কল্যাণ ও জান্নাত লাভ করা সম্ভব হবে না। সুতরাং আমরা প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর শাফাআতে বিশ্বাস করব। তাঁকে ভালোবাসব ও cYi‡c অনুসরণ করব। তাহলে আমরা তাঁর শাফাআত লাভে ধন্য হব।

কাজ : শ্রেণির সব শিক্ষার্থী দুই দলে ভাগ হবে। এবার একদল শাফাআতের পরিচয় ও তাৎপর্য বলবে এবং অন্যদল প্রকারভেদ বর্ণনা করবে।

পাঠ ৮

জান্নাত

জান্নাত শব্দের অর্থ বাগান, উদ্যান, আবৃত স্থান। ফারসি ভাষায় একে বলা হয় বেহেশত। বাংলায় একে বলা হয় স্বর্গ। ইসলামি পরিভাষায়, আখিরাতে ইমানদার ও নেককার বান্দাদের জন্য যে চিরশান্তির আবাসস্থল তৈরি করে রাখা হয়েছে তাকে জান্নাত বলা হয়।

জান্নাত হলো চিরশান্তির স্থান। সেখানে সবকিছুই সুন্দর ও আকর্ষণীয় e¯‘ দ্বারা সুসজ্জিত। জান্নাতের ঘর-বাড়ি, আসন, আসবাবপত্রসহ সবকিছু স্বর্ণ-রৌপ্য, মণিমুক্তা দ্বারা নির্মিত। জান্নাতে থাকবে রেশমের গালিচা, দুধ ও মধুর নহর। মিষ্টিপানির স্রোতধারা। e¯‘Z আনন্দ উপভোগের সব রকমের জিনিসই জান্নাতে বিদ্যমান থাকবে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ۝

অর্থ : "সেখানে (জান্নাতে) তোমাদের মন যা চাইবে তা-ই তোমাদের জন্য রয়েছে আর তোমরা যা দাবি করবে তাও তোমাদের দেওয়া হবে।" (সুরা ফুস্‌সিলাত, আয়াত ৩১)

জান্নাতের বিবরণ দিয়ে রাসুল (স.) বলেন- "আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 'আমি আমার cY¨e\b বান্দাদের জন্য জান্নাতে এমন সব e¯‘ তৈরি করে রেখেছি যা কোনো চোখ কোনোদিন দেখে নি, কোনো কান কোনোদিন শোনে নি, আর মানুষের অন্তরও যা কোনোদিন কল্পনা করতে পারে নি।" (মিশকাত)

জান্নাতের নাম

জান্নাত মোট আটটি। এগুলো হলো-

১. RvbvZj ফিরদাউস

২. RvbvZj মাওয়া

৩. দারুল মাকাম

৪. দারুল কারার

৫. দারুন নাইম

৬. দারুল খুলদ

৭. দারুস সালাম

৮. RvbvZ আদন।

এ আটটি জান্নাতের মধ্যে RvbvZj ফিরদাউস হলো সর্বশ্রেষ্ঠ।

জান্নাত লাভের আমল ও উপায়

জান্নাত হলো মুমিনদের ও পুণ্যবানদের বাসস্থান। আল্লাহ বলেন-

وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ

অর্থ : "(হে নবি!) যারা ইমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে আপনি তাদেরকে সুসংবাদ দিন যে, তাদের জন্যই রয়েছে জান্নাত। যার তলদেশ দিয়ে SYvmgn প্রবাহিত।" (সুরা আল-বাকারা, আয়াত ২৫)

সুতরাং জান্নাত লাভের জন্য দুনিয়াতে সর্বপ্রথম ইমান আনতে হবে। আকাইদের সব বিষয়ের ওপর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে। অতঃপর নেক কাজ করতে হবে। নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায সুন্দরভাবে আদায় করতে হবে। মহানবি (স.) বলেছেন-

اَلصَّلَاةُ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ-

অর্থ : সালাত হলো বেহেশতের চাবি।

নামাযের পাশাপাশি রমযানের রোযা পালন, যাকাত আদায় ও হজ করতে হবে। তাছাড়া অন্যান্য সৎকাজ, উত্তম চরিত্র ও নৈতিকতার অনুশীলন করতে হবে। জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসুলের আদেশ-নিষেধ মেনে চলতে হবে। সকল প্রকার অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ۙ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَاْوٰى ؕ

অর্থ : "আর যে ব্যক্তি তার রবের সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করবে এবং নিজকে কুপ্রবৃত্তি থেকে বিরত রাখবে, নিঃসন্দেহে জান্নাতই হবে তার আবাসস্থল।" (সুরা আন নাযিআত, আয়াত ৪০-৪১)

সুতরাং আমরা সব সময় নেক আমল করব। কোনো অবস্থাতেই আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধ অমান্য করব না। তাহলেই আমরা আখিরাতে জান্নাত লাভ করতে পারব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা–

ক. জান্নাতের নামগুলো লিখে একটি তালিকা তৈরি করে শিক্ষককে দেখাবে।

খ. জান্নাত লাভের উপায় m¤ú‡K ৫টি বাক্য খাতায় লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ৯

জাহান্নাম

জাহান্নাম হলো আগুনের গর্ত, kw¯Íi স্থান। একে দোযখ বা নরকও বলা হয়। ইসলামি পরিভাষায় আখিরাতে কাফির, মুশরিক, মুনাফিক ও পাপীদের kw¯Íi জন্য যে স্থান নির্ধারণ করে রাখা হয়েছে তাকে জাহান্নাম বলা হয়।

জাহান্নাম খুবই ভয়ংকর স্থান। সেখানে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক kw¯Í। সেখানে পাপীরা আগুনে দগ্ধ হবে। বড় বড় সাপ, we"Q, কীটপতঙ্গ মানুষকে দংশন করবে। জাহান্নামের আগুন হবে আমাদের দুনিয়ার আগুন থেকে সত্তর গুণ বেশি উত্তপ্ত। জাহান্নামিদের খাদ্য হবে যাক্কুম নামক বড় বড় কাঁটাযুক্ত বৃক্ষ। যা তারা খেতে পারবে না, বরং গলায় আটকে যাবে। তাদের পানীয় হবে দোযখিদের উত্তপ্ত রক্ত ও পুঁজ। সেখানে মানুষের কোনো মৃত্যু হবে না, বরং kw¯Í পেতে থাকবে এবং চিরকাল ধরে কষ্ট ভোগ করতে থাকবে। জাহান্নামের বিবরণ দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন-

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا ؕ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ ؕ

অর্থ : "যারা আমার আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করবে অচিরেই আমি তাদেরকে (জাহান্নামের) আগুনে প্রবেশ করাব। সেখানে যখনই তাদের চামড়া জ্বলে যাবে তখনই bZb চামড়া সৃষ্টি করব যাতে তারা kw¯Í ভোগ করতে পারে।" (সুরা আন নিসা, আয়াত ৫৬)

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন-

فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ ؕ يُّصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ ۚ يُصْهَرُ بِهٖ مَا فِيْ بُطُوْنِهِمْ وَالْجُلُوْدُ ۚ وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ ۝ كُلَّمَا اَرَادُوْٓا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِيْدُوْا فِيْهَا ۫ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ۝

অর্থ : "যারা কুফুরি করে তাদের জন্য তৈরি করা হয়েছে আগুনের পোশাক। তাদের মাথায় ঢেলে দেওয়া হবে ফুটন্ত পানি। এর দ্বারা তাদের পেটে যা আছে তা এবং তাদের চামড়া বিগলিত করা হবে। আর তাদের জন্য থাকবে লোহার মুগুর। যখনই তারা যন্ত্রণায় কাতর হয়ে জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে তখনই তাদের পুনরায় তাতে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। আর তাদের বলা হবে- স্বাদ গ্রহণ কর দহন-যন্ত্রণার।" (সুরা আল হাজ্জ, আয়াত ১৯-২২)

জাহান্নামের নাম

জাহান্নাম মোট সাতটি। এগুলো হলো-

১. জাহান্নাম

২. হাবিয়া

৩. জাহিম

৪. সাকার

৫. সাইর

৬. হুতামাহ

৭. লাযা।

জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণের উপায়

আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসুলের প্রতি যারা ইমান আনে না তারাই জাহান্নামের অধিবাসী। তাছাড়া যেসব লোক দুনিয়ায় অন্যায় ও পাপ কাজ করবে তারাও জাহান্নামের kw¯Í ভোগ করবে। অশ্লীল ও অনৈতিক কাজ করলেও জাহান্নামের kw¯Í ভোগ করতে হবে। সুতরাং আমরা এসব কাজ থেকে বিরত থাকব। আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নির্দেশিত পথে জীবনযাপন করব। তাহলে জাহান্নামের কঠিন kw¯Í থেকে রেহাই পাব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা-

ক. জাহান্নামের নামগুলোর একটি তালিকা তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

খ. জাহান্নামের পরিচয় এবং জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণের উপায় m¤ú‡K ১০টি বাক্য লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ১০

ইমান ও নৈতিকতা

ইমান হলো বিশ্বাস। ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোতে বিশ্বাস স্থাপন করাকে ইমান বলা হয়। যে ব্যক্তি ইমান আনে তাকে বলা হয় মুমিন। আর নৈতিকতা হলো নীতিসম্বন্ধীয়, নীতিমূলক। কাজে-কর্মে, কথাবার্তায় নীতি ও আদর্শের অনুসরণই হলো নৈতিকতা।

ইমান ও নৈতিকতার m¤úK অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। নৈতিকতার অনুসরণ করা মুমিন ব্যক্তির অপরিহার্য দায়িত্ব। নীতি-নৈতিকতা না মানলে কোনো ব্যক্তি cY½ মুমিন হতে পারে না। সততা, ন্যায়পরায়ণতা, দয়া, ক্ষমা, ci¯úi সহযোগিতা, সাম্য-মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব ইত্যাদি সৎগুণ ইমানদার ব্যক্তির থাকা প্রয়োজন। এগুলো নৈতিকতার প্রধান `Kmg‡ni অন্যতম। মুমিন ব্যক্তি এসব গুণ চর্চা করে থাকেন। অন্যায়-অত্যাচার, জুলুম-নির্যাতন, মিথ্যাচার, প্রতারণা, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা ইত্যাদি অনৈতিক কাজ থেকে মুমিন ব্যক্তি `‡i থাকেন। ইমানের শিক্ষা মুমিনকে এসব কাজ থেকে হেফাজত করে। একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে-

মানুষ যখন ব্যভিচার করে তখন সে মুমিন থাকে না। (সহিহ্ বুখারি ও সহিহ্ মুসলিম)
অতএব বোঝা গেল মুমিন ব্যক্তি কোনোরূপ অনৈতিক কাজ করতে পারে না।

ইমানের gjK_v n‡jv- لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ)

অর্থ : "আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই। মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর রাসুল।"
এ কালিমার সারকথা হলো ইবাদত ও প্রশংসার যোগ্য একমাত্র আল্লাহ। আর আল্লাহ তাআলা ও রাসুল (স.)-এর দেখানো পথ ও আদর্শই হলো প্রকৃত মুক্তি ও সফলতার পথ। দুনিয়ার সর্বাবস্থায় সকল কাজে এ কালিমা মনে রাখতে হবে। এ কালিমার শিক্ষা নিয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করতে হবে। মুমিন ব্যক্তি সর্বদা এরূপই করে থাকেন।

আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসুলের আদর্শই হলো নৈতিকতার আদর্শ। আল কুরআনে আল্লাহ তাআলা নীতি ও আদর্শ অনুসরণের জন্য বহু নির্দেশ প্রদান করেছেন। আর রাসুল (স.) নিজে ছিলেন উত্তম আদর্শের e¯Íe নমুনা। তিনি হাতেকলমে মানুষকে নৈতিকতা ও উত্তম চরিত্রের শিক্ষা দিয়েছেন। মুমিন ব্যক্তি জীবনযাপনের ক্ষেত্রে ইমানের এ শিক্ষা e¯Íevqb করে থাকেন।

সুতরাং প্রমাণিত হয় যে, ইমান ও নৈতিকতা খুবই গভীরভাবে m¤úKh³। ইমান মানুষকে নীতি নৈতিকতার পথ দেখায়। ইমান অনৈতিক ও অশ্লীল কার্যাবলি থেকে মানুষকে বিরত রাখে। আমাদেরও উচিত ইমানের শিক্ষা গ্রহণ করা। অতঃপর নিজ জীবনে তার e¯Íevqb করা। তাহলে আমরা নৈতিকতার অনুসারী হয়ে সমাজে শান্তি-k•Ljv প্রতিষ্ঠা করতে পারব। ফলে আমাদের দুনিয়ার জীবন সুন্দর ও কল্যাণময় হবে। আর পরকালীন জীবনে আমরা লাভ করব মুক্তি, সফলতা ও চিরশান্তির জান্নাত।

কাজ : শ্রেণির সব শিক্ষার্থী দু'দলে ভাগ হয়ে যাবে। এবার প্রত্যেক দল থেকে তিনজন বক্তা নির্বাচন করবে। "প্রকৃত ইমানই কেবল মানুষকে নীতি-নৈতিকতার পথে পরিচালিত করে" বিষয়ের পক্ষে একদল এবং বিপক্ষে একদল অবস্থান নিয়ে বিতর্ক করবে। শ্রেণিশিক্ষক mÂvjK হিসেবে থাকবেন।

বিতর্ক শেষে বিজয়ী দলকে এবং উভয় দলের মধ্যে যে বক্তা বিতর্কে hw³cY ভালো বক্তব্য উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে তাকে সবাই মিলে ধন্যবাদ জানাবে। সম্ভব হলে পুরস্কারের ব্যবস্থা করবে।

অনুশীলনমjK প্রশ্ন

kন্যস্থান ciণ কর

১. ইসলামের gj বিষয়গুলোর প্রতি বিশ্বাসকেই —— বলা হয়।

২. ইমানের —— দিক রয়েছে।

৩. আসমানি কিতাব সর্বমোট —— খানা।

৪. আল্লাহু মুহাইমিনুন অর্থ —— ।

৫. শাফাআত সাধারণত —— প্রকার।

বাম পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে ডান পাশের সাথে মিল কর

বাম পাশ	ডান পাশ
১. শাফাআত একটি	পরকাল
২. ইমান আল্লাহর একটি	বড় নিয়ামত
৩. মুনাফিকরা নিশ্চয়ই	বিরাট নিয়ামত
৪. আল্লাহ তাআলার ক্ষমা	অপরিসীম
৫. মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে বলে	মিথ্যাবাদী

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. আসমানি wKZvemg‡n বিশ্বাসের প্রয়োজন কেন?

২. নিফাক বলতে কী বুঝ?

৩. শাফাআত বলতে কী বুঝায়?

eYbvgjK ck

১. ইমানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

২. রিসালাতের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

৩. নৈতিক চরিত্র গঠনে ইমানের fwgKv বিশ্লেষণ কর।

eûwbevPwb ck

1| Bgv‡b †gŠwjK welq KqwU?

K. wZbwU L. cvPwU

M. mvZwU N. AvUwU|

2| wbdv‡Ki d‡j mgv‡R mwó nq Ñ

i. অশান্তি

ii. SMov weev`

iii. g‰ZK¨

†KvbwU mwVK?

K. i ও ii L. i ও iii

M. ii ও iii N. i, ii I iii

wb‡Pi Ab‡"Q`wU co Ges 3 I 4 b¤^i c‡ki DËi `vI

সাকিব ও সানিদ একই অফিসে চাকরি করে। সাকিব যথাসময়ে অফিসে আসে এবং অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে। সানিদ সুযোগ পেলেই বিভিন্ন অজুহাতে নির্দিষ্ট সময়ের পর অফিসে আসে এবং কাজেকর্মে ফাঁকি দেয়।

৩। সাকিবের একনিষ্ঠতার পেছনে কোন বিশ্বাসটি কাজ করছে?

ক. তাকদির খ. আখিরাত

গ. হাশর ঘ. মিযান।

4| mwb‡`i Kvhµ‡gi d‡j †m cv‡e Ñ

i. kw¯Í

ii. wZi¯‹vi

iii. wb›`v

†KvbwU mwVK?

K. i ও ii L. i ও iii

M. ii ও iii N. i, ii I iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

1| সুমাইয়া ও সামিয়া দুই বান্ধবী। নুহাশপল্লীতে বেড়াতে যাবে বলে দুজনেই দিন-তারিখ ঠিক করে। সুমাইয়া নির্দিষ্ট তারিখে c¯'¨Z নিয়ে সামিয়ার অপেক্ষায় থাকে। কিন্তু সামিয়া তার বাবার কাছ থেকে টিফিন, কাগজ ও কলমের অজুহাত দিয়ে বেশ কিছু টাকা নিয়ে আদিবার সাথে মার্কেটে ঘুরতে চলে যায়। পরদিন সামিয়ার সাথে সুমাইয়ার দেখা হয়। সুমাইয়া বিষয়টি উত্থাপন করলে উভয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয় এবং উভয়ই মনঃক্ষুণ্ন হয়।

ক. মুনাফিকের চিহ্ন কয়টি?

খ. তাকদিরে বিশ্বাস বলতে কী বুঝায়?

গ. সামিয়ার আচরণে কী প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সুমাইয়ার কার্যক্রমের ফলাফল cV¨c¯Í‡Ki আলোকে ব্যাখ্যা কর।

২। মনসুর সাহেব ও ইকবাল সাহেব একই অফিসে চাকরি করেন। ইকবাল সাহেব একজন ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি। অফিসের সবার সাথেই তিনি ভদ্রভাবে কথা বলেন। একদিন মনসুর সাহেব তার অধীনস্থ কর্মচারী রাশেদকে এক গ্লাস পানি ও ফাইল আনতে বলেন। রাশেদ আসতে দেরি করায় মনসুর সাহেব তার সাথে অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করেন। বিষয়টি অফিসের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানতে পেরে বলেন, 'মুমিন ব্যক্তির আচরণ এরূপ হতে পারে না।'

ক. জান্নাতের ¯Íi কয়টি?

খ. জাহান্নামের kw¯Íi ধরন কীরূপ? ব্যাখ্যা কর।

গ. মনসুর সাহেবের আচরণটি কিসের পরিপন্থী ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. অফিসের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার উক্তিটি কি যথার্থ ? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইবাদত (اَلْعِبَادَةُ)

আল্লাহ তাআলার দাসত্ব ও আনুগত্য স্বীকার করে তাঁর আদেশ পালন ও নিষেধ বর্জন করে জীবন পরিচালনাকে ইসলামি পরিভাষায় ইবাদত বলে। ইসলাম হলো cwicY জীবন বিধান। ইসলামের মৌলিক পাঁচটি বিষয় যথা : কালিমা, নামায, রোযা, যাকাত ও হজ যথাযথ পালনের নাম ইবাদত। আবার মানব জীবনের প্রতিটি কাজ ইসলামি বিধিবিধান অনুযায়ী m¤úb করাও ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। পৃথিবীর সকল móe¯‘ মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। আর মানুষ ও জিন জাতিকে শুধু আল্লাহর ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে।

এ অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী–

- যাকাতের ধারণা, যাকাত ফরয হওয়ার শর্ত ও ব্যয়ের খাত বর্ণনা করতে পারবে।
- যাকাতের ধর্মীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- হজের ধারণা, cUfwg, নিয়মাবলি, ফরয, ওয়াজিব ও mbvZmgn বর্ণনা করতে পারবে।
- হজ পালনের ত্রুটি এবং তা সংশোধনের উপায় বর্ণনা করতে পারবে।
- সাম্য ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় হজের fwgKv ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- কুরবানির ধারণা, cUfwg ও নিয়মাবলি বর্ণনা করতে পারবে।
- আকিকার ধারণা বর্ণনা করতে পারবে।
- ev¯Íe জীবনে ত্যাগ ও উদারতা অর্জনে কুরবানির গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে।

পাঠ ১

যাকাত (اَلزَّكٰوةُ)

‘যাকাত’ আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ বৃদ্ধি, পবিত্রতা, cwi”QbZv ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় ধনী ব্যক্তিদের নিসাব (নির্ধারিত) পরিমাণ m¤ú` থাকলে নির্দিষ্ট অংশ গরিব অভাবী লোকদের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়াকে যাকাত বলে।

‘যাকাত’ প্রদানের মাধ্যমে m¤ú` ব্যক্তিবিশেষের হাতে cÄxfZ থাকে না। আর মানুষের হাতে m¤ú` cÄxfZ থাকুক আল্লাহ তাআলা তা পছন্দ করেন না। তিনি চান এটি মানুষের কল্যাণে ব্যয় হোক, সমাজের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হোক। এ বিবেচনায় যাকাত অর্থ বৃদ্ধি। যাকাত প্রদানে দাতার অন্তর কৃপণতার কলুষতা হতে পবিত্র হয়। বিত্তশালীদের m¤ú‡` দরিদ্রের অধিকার আছে। কাজেই গরিবের নির্ধারিত অংশ দিয়ে দিলে অবশিষ্ট m¤ú` ধনীদের জন্য পবিত্র হয়ে যায়। এদিক বিবেচনায় যাকাত অর্থ পবিত্রতা। যাকাত দিলে সম্পদে আল্লাহ বরকত দান করেন। ইসলামের পাঁচটি গুরুত্বcY রুকনের মধ্যে যাকাত অন্যতম।

কুরআন মাজিদের বহু জায়গায় সালাতের সাথে যাকাত আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন: وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ

অর্থ : "আর তোমরা নামায কায়েম কর এবং যাকাত প্রদান কর।" (mi¥ মুয্যাম্মিল, আয়াত ২০)

যাকাত হলো দরিদ্রের আল্লাহ প্রদত্ত অধিকার। ধনীদের দয়া বা অনুগ্রহ নয়। বরং এটি আদায় করা ধনীদের ওপর ফরয। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন: وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ○

অর্থ : "তাদের (ধনীদের) ধন-m¤ú‡` অবশ্যই দরিদ্র ও e¨ÂZ‡`i অধিকার রয়েছে।" (আয্ যারিয়াত, আয়াত ১৯)

শরিয়তের বিধান অনুযায়ী নামায আদায় করলে, আদায়কারীর জন্য যেমন পুরস্কারের ঘোষণা আছে, তেমনি যাকাত (ফরয হলে) আদায়কারীর জন্যও সুসংবাদ রয়েছে। যেমন, যাকাত দিলে মাল পবিত্র হয় এবং m¤ú‡` আল্লাহ তাআলা বরকত দেন। যাকাত প্রদানকারীদের আখিরাতে অধিক পরিমাণ পুরস্কার দেওয়া হবে যা মানুষ কল্পনাও করতে পারবে না। হাদিসে কুদসিতে আছে, "আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাকে বলেন, হে বনি আদম! আমার পথে খরচ করতে থাক। আমি আমার অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে তোমাদের দিতে থাকব" (বুখারি ও মুসলিম)।

যাকাত আদায়কারীদের m¤ú‡K আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّيْ مَعَكُمْ ط لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ

অর্থ : "এবং আল্লাহ বলেন, আমি অবশ্যই তোমাদের সাথে আছি যদি তোমরা নামায কায়েম করতে থাক এবং যাকাত দিতে থাক।" (আল মায়িদা, আয়াত ১২)

যাকাত দানকারীর পুরস্কার ও কৃপণ ব্যক্তির দুঃসংবাদ m¤ú‡K অন্য এক হাদিসে আছে, "দানশীল ব্যক্তি আল্লাহর নিকটবর্তী, জান্নাতের নিকটবর্তী, আল্লাহর বান্দাদের নিকটবর্তী এবং জাহান্নাম থেকে `ieZx। অপরদিকে কৃপণ আল্লাহ থেকে দূরে, আল্লাহর বান্দাদের থেকে `‡i এবং জাহান্নামের নিকটে। একজন জাহিল দানশীল একজন কৃপণ আবিদ অপেক্ষা আল্লাহর কাছে অনেক বেশি পছন্দনীয়।" (তিরমিযি)

কেউ যদি m¤ú` জমা করে রাখে দরিদ্র ও e¨ÂZ‡`i প্রাপ্য যথাযথভাবে আদায় না করে, তাহলে কিয়ামতের দিন তাকে কঠোর kw¯Í ভোগ করতে হবে। এ m¤ú‡K কুরআন মাজিদে বলা হয়েছে: আর যারা সোনা রূপা জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে খরচ করে না, তাদেরকে কষ্টদায়ক kw¯Íi সংবাদ দাও। সেদিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দিয়ে কপালে, পাঁজরে এবং পিঠে দাগ দেওয়া হবে, সেদিন বলা হবে এ তো সে m¤ú`, যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা করে রেখেছিলে। এখন সে m¨ÂZ m¤ú‡`i স্বাদ গ্রহণ কর। (আত্ তাওবা: ৩৪-৩৫)

যাকাত ফরয হওয়া সত্ত্বেও যারা তা আদায় করে না এবং যাকাত দিতে অস্বীকার করে, তাদের ব্যাপারে ইসলামি বিধান n‡"Q, পার্থিব জীবনে তারা কৃপণ হিসেবে আখ্যায়িত হবে এবং পরকালে কঠিন kw¯Íi সম্মুখীন হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন : "আর ধ্বংস ঐসব মুশ্‌রিকদের জন্য, যারা যাকাত দেয় না ও আখিরাতকে অস্বীকার করে।" (হা-মীম আস্ সাজ্‌দা: ৬-৭)

ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.)-এর শাসনামলে কিছু লোক যাকাত দিতে অস্বীকার করল। খলিফা তাদের ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সমতুল্য মনে করলেন। তিনি ঘোষণা করলেন, মহানবি (স.)-এর যুগে যারা যাকাত দিত, তাদের মধ্যে কেউ যদি একটি ছাগলের ev"Pv দিতেও অস্বীকার করে তবে তার বিরুদ্ধে আমি জিহাদ করব। হযরত আবু বকর (রা.)-এর বক্তব্যের যৌক্তিকতার সাথে নিম্নবর্ণিত হাদিসের বক্তব্যের মিল পাওয়া যায়। হাদিসে আছে, "আল্লাহর কসম, যারা নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই লড়াই করব।" (বুখারি)

প্রত্যেক মুমিন বান্দার উচিত পরকালের কঠিন kw¯Í থেকে মুক্তি ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায় যথানিয়মে যাকাত আদায় করা। অন্যকে যাকাত দানে উৎসাহিত করা। ইসলামি বিধানমতো যাকাত আদায় করে সমাজের অসহায় দরিদ্রের অবস্থার উন্নতি করা।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে যাকাত প্রদানের সুফল m¤ú‡K আলোচনা করবে।

পাঠ ২

যাকাত ফরয হওয়ার শর্ত (شَرَائِطُ فَرْضِيَّةِ الزَّكٰوةِ)

যাকাত ফরয হওয়ার শর্ত সাতটি। শর্তগুলোর বিবরণ নিচে দেওয়া হলো :

১. **মুসলমান হওয়া :** যাকাত ফরয হওয়ার প্রথম শর্ত হলো মুসলমান হওয়া। অমুসলিমদের ওপর যাকাত ফরয নয়। কাজেই কোনো ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে তার অতীত জীবনের যাকাত দিতে হবে না। যেদিন মুসলমান হবে সেদিন থেকে হিসাব করে যাকাত দিতে হবে।

২. **নিসাবের মালিক হওয়া :** যে পরিমাণ m¤ú‡`i মালিক হলে শরিয়তে যাকাত ফরয হয়, সে পরিমাণ m¤ú‡`i মালিক হওয়া।

৩. **নিসাব পরিমাণ** m¤ú` **প্রয়োজনের অতিরিক্ত হওয়া :** যেসব দ্রব্যের ওপর মানুষের জীবনযাপন নির্ভর করে, সেসব জিনিসপত্রকে প্রয়োজনীয় দ্রব্য বলে। যেমন : খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-cwi"Q`, বসবাসের বাড়িঘর, পেশাজীবীর যন্ত্রপাতি ইত্যাদি। যানবাহনের নৌকা, সাইকেল, মোটর, পশু, কৃষিকাজের সরঞ্জাম, পড়ালেখার সরঞ্জাম এসবও প্রয়োজনীয় জিনিসের অন্তর্ভুক্ত। এগুলোর ওপর যাকাত ফরয হবে না।

৪. FYM¯Í **না হওয়া :** FYM¯Í ব্যক্তি নিসাব পরিমাণ m¤ú‡`i মালিক হলেও তার ওপর যাকাত ফরয হবে না। কারণ সে জীবনধারণের মৌলিক প্রয়োজনেই ঋণ গ্রহণ করেছে। তবে ঋণ পরিশোধ করার পর যদি নিসাব পরিমাণ m¤ú` কারো হাতে থাকে তাহলে তাকে যাকাত দিতে হবে।

৫. **মাল এক বছরকাল স্থায়ী থাকা :** নিসাব পরিমাণ m¤ú` ব্যক্তির হাতে এক বছর কাল স্থায়ী না হলে, তার ওপর যাকাত ফরয হয় না। হাদিসে আছে, "ঐ m¤ú‡` যাকাত নেই যা cY এক বছর মালিকানায় না থাকে। (ইবনে মাজাহ)

৬. **Á\bm¤úb হওয়া :** যাকাত ফরয হওয়ার অন্যতম শর্ত n‡"Q Á\bm¤úb হওয়া। জ্ঞানবুদ্ধিহীন তথা পাগলের ওপর যাকাত ফরয নয়।

৭. **বালেগ হওয়া :** যাকাতদাতাকে অবশ্যই বালেগ তথা প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে। শিশু, নাবালেগ যত m¤ú‡`i মালিকই হোক না কেন, বালেগ হওয়ার c‡e তার ওপর যাকাত ফরয হয় না।

যাকাতের নিসাব (نِصَابُ الزَّكٰوةِ)

'নিসাব' আরবি শব্দ। এর অর্থ নির্ধারিত পরিমাণ। শরিয়তের পরিভাষায় যাকাত ফরয হওয়ার জন্য m¤ú‡`i নির্ধারিত পরিমাণকে নিসাব বলে। সারাবছর জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের পর বছর শেষে যার হাতে নিসাব পরিমাণ m¤ú` উদ্বৃত্ত থাকে তাকে বলা হয় সাহিবে নিসাব বা নিসাবের মালিক। আর সাহিবে নিসাবের ওপরই যাকাত ফরয। নিসাবের পরিমাণ হলো, সোনা কমপক্ষে সাড়ে সাত তোলা অথবা রুপা কমপক্ষে সাড়ে বায়ান্ন তোলা অথবা ঐ g‡j¨i অর্থ বা m¤ú`| ঐ পরিমাণ m¤ú` কারো নিকট cY এক বছরকাল স্থায়ী থাকলে ঐ সোনা, রুপা বা m¤ú‡`i মূল্যের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত হিসাবে দেওয়া ফরয। কিন্তু সম্পদ নিসাবের কম থাকলে যাকাত দেওয়া ফরয নয়। এক বছর cY হওয়ার আগেই m¤ú` নষ্ট হয়ে গেলে যাকাত দিতে হবে না। কারো হাতে যদি বছরের প্রথমে নিসাব পরিমাণ m¤ú` থাকে, বছরের মাঝে কোনো কারণে নিসাব হতে কমে যায় এবং বছর শেষে আবার নিসাব পরিমাণ m¤ú‡`i মালিক হয়ে গেলে তাকে যাকাত দিতে হবে।

স্ত্রীলোকের ব্যবহার্য সোনা, রুপার অলংকার জীবনের আবশ্যকীয় মৌলিক e¯‘i অন্তর্ভুক্ত নয়। কাজেই অলংকার নিসাব পরিমাণ হলে তাকে যাকাত দিতে হবে। সোনা, রুপা ব্যতীত অন্য কোনো a\Z যথা: তামা, কাঁসা, পিতল ইত্যাদি ব্যবহার্য জিনিস হিসাবে থাকলে যাকাত দিতে হবে না। তবে ব্যবসায়ের সামগ্রী হলে যাকাত দিতে হবে। এর জন্য শর্ত n‡"Q এসব সামগ্রী এক বছরকাল হাতে স্থায়ী থাকা এবং নিসাব পরিমাণ হওয়া।

উৎপন্ন শস্যের যাকাত

ধান, গম, যব, খেজুর ইত্যাদি শস্য বিনাসেচে বৃষ্টির পানিতে জন্মালে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সব ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ যাকাত আদায় করতে হবে। একে উশর বলা হয়। আর সেচ ব্যবস্থায় উৎপন্ন ফসলের বিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত আদায় করতে হয়।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে যাকাতের নিসাব m¤ú‡K আলোচনা করবে।

পাঠ ৩

যাকাতের মাসারিফ (مَصَارِفُ الزَّكٰوةِ)

মাসারিফ আরবি শব্দ। এর অর্থ ব্যয় করার খাত। শরিয়তের পরিভাষায় ইসলামি বিধান অনুযায়ী যাদেরকে যাকাত দেওয়া যায়, তাদেরকে বলা হয় যাকাতের মাসারিফ। যাকাতের মাসারিফ অর্থাৎ কোন কোন খাতে যাকাতের অর্থ ব্যয় করতে হবে আল্লাহ তাআলা স্বয়ং তা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কুরআন মাজিদে বলা হয়েছে :

"যাকাত AfveM¨Í, কেবল নিঃস্ব ও যাকাত সংশ্লিষ্ট কর্মচারী, যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, দাস মুক্তি, ঋণ ভারাক্রান্ত, আল্লাহর পথে সংগ্রামকারী ও মুসাফিরদের জন্য, এটি আল্লাহর বিধান।" (সুরা আত তাওবা, আয়াত ৬০)

যাকাতের মাসারিফ আটটি :

১. AfveM¨Í বা ফকির।

২. সম্বলহীন, মিসকিন।

৩. যাকাতের জন্য নিয়োজিত কর্মচারীবৃন্দ।

৪. মন জয় করার উদ্দেশ্যে।

৫. মুক্তিকামী দাস।

৬. FYM¨Í ব্যক্তি।

৭. আল্লাহর পথে অর্থাৎ ইসলামের খিদমতে নিয়োজিত ব্যক্তি।

৮. মুসাফির বা অসহায় প্রবাসী পথিক।

নিচে মাসারিফের বিবরণ দেওয়া হলো :

১. AfveM¨Í বা ফকির : ফকিরকে বাংলায় গরিব বলা হয়। যাদের কিছু না কিছু m¤ú` আছে কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা যথেষ্ট নয়। যাদের জীবনধারণের জন্য অপরের সাহায্য-সহযোগিতার ওপর নির্ভর করতে হয়, এমন ব্যক্তিকে যাকাত দেওয়া যায়। জীবিকা অর্জনে অক্ষম ব্যক্তি, পঙ্গু, ইয়াতিম শিশু, বিধবা, স্বাস্থ্যহীন, দুর্বল এবং যারা দুর্ঘটনা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার এমন লোকদের সাময়িকভাবে যাকাতের খাত থেকে সাহায্য করা যায়।

২. মিসকিন : যারা নিঃস্ব, নিজের পেটের অন্নও যোগাড় করতে পারে না এবং AfveM¨Í থাকা সত্ত্বেও সম্মানের ভয়ে কারো Øvi¨' হয় না, তাদের মিসকিন বলে। মিসকিন m¤ú‡K হাদিসে আছে, "যে ব্যক্তি তার প্রয়োজন মোতাবেক m¤ú` পায় না, অথচ AvZ¥m¤§v‡bi ভয়ে সে এমনভাবে চলে যে, তাকে অভাবী বলে বোঝাও যায় না, যাতে লোকেরা তাকে আর্থিক সাহায্য করতে পারে। আর সে সাহায্যের জন্য কারো কাছে হাতও পাতে না, কিছু চায়ও না।" (বুখারি ও মুসলিম)। মিসকিনকে যাকাত দেওয়া যায়।

৩. **যাকাতের জন্য নিয়োজিত কর্মচারীবৃন্দ :** যারা যাকাত আদায় করে, রক্ষণাবেক্ষণ করে, বণ্টন করে ও হিসাবপত্র রাখে, তাদের যাকাতের জন্য নিযুক্ত কর্মচারী বলে। তারা আর্থিক m½wZm¤úb হলেও যাকাত থেকে তাদের পারিশ্রমিক দেওয়া যাবে।

৪. **মন জয় করার উদ্দেশ্যে :** সদ্য মুসলমান হওয়া ব্যক্তির সমস্যা `ixKi‡Y এবং ইসলামের ওপর অবিচল রাখার উদ্দেশ্যে তাদের যাকাত দেওয়া যাবে। ইসলামি পরিভাষায় তাদের 'মুআল্লাফাতুলকুলুব' বলা হয়েছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে এ জাতীয় লোককে যাকাত দেওয়ার বিধান ছিল।

৫. **মুক্তিকামী দাস :** যে দাস তার মনিবের সাথে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পরিশোধ সাপেক্ষে মুক্তি পাওয়ার P¨v³ করেছে এমন দাসকে মুক্তির gj¨ পরিশোধের জন্য যাকাত প্রদান করা যেতে পারে। বর্তমানে ইসলামে ক্রীতদাস প্রথা চালু নেই বিধায় এ খাতে যাকাতের অর্থ বণ্টন করা হয় না।

৬. FYM¯Í **ব্যক্তি :** যে নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম, তাদের যাকাত দিয়ে ঋণ পরিশোধ করতে সাহায্য করা যায়।

৭. **আল্লাহর পথে :** এর আরবি পরিভাষা হলো 'ফি সাবিলিল্লাহ'। এটির অন্য অর্থ জিহাদ। ইসলামের প্রচার ও প্রসারে এবং কুফরি ব্যবস্থাকে wbgj করে ইসলামি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সকল প্রচেষ্টাকেই জিহাদ বলে। যে কোনো খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকার সংগ্রামই এক প্রকার জিহাদ। এরূপ ইসলামের খিদমতে নিয়োজিত ব্যক্তিকে যাকাত থেকে সাহায্য করা যায়।

৮. **অসহায় প্রবাসী পথিক :** কোনো ব্যক্তি সফরে গিয়ে অসহায় অবস্থায় পড়লে বা যাত্রাপথে আর্থিক বিপদে পড়লে সাময়িকভাবে তাকে যাকাতের অর্থ প্রদান করা যায়।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে 'যাকাতের মাসারিফ'-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় পোস্টারে লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ৪

যাকাতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

ইসলামি যাকাত ব্যবস্থা সমাজে প্রচলিত থাকলে, সমাজের দরিদ্র ও অভাবী মানুষের নানাবিধ সমস্যার সমাধান হবে। আবার ধনীরাও তাদের দায়মুক্ত হওয়ার বিশেষ সুযোগ পাবে। কাজেই ইসলামে যাকাতের অনেক গুরুত্ব রয়েছে। fb‡g hvKv‡Zi কতিপয় গুরুত্ব m¤ú‡K eYbv করা হলো :

১. যাকাতের অর্থনৈতিক গুরুত্ব

যাকাতের অন্যতম গুরুত্ব হলো অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করা। সমাজের কেউ m¤ú‡`i পাহাড় গড়বে, mD"P ইমারতে বসবাস করবে, বিলাসবহুল জীবনযাপন করবে, আর কেউ অনাহারে, অর্ধাহারে দিন কাটাবে এমন বিধান ইসলামে নেই। কেউ শিক্ষা, খাদ্য, e¯¿, বাসস্থান ইত্যাদি মৌলিক চাহিদা ciY করতে পারবে না, আর

বাড়ি বাড়ি ঘুরবে, শান্তি ও সাম্যের ধর্ম ইসলাম তা কিছুতেই সমর্থন করে না। কাজেই সকল শ্রেণির নাগরিকের মধ্যে অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য ইসলাম ধনীদের ওপর যাকাত ফরয করেছে। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, "আল্লাহ্ তাআলা লোকের ওপর সাদাকা (যাকাত) ফরয করেছেন। তা নেওয়া হবে ধনীদের থেকে এবং বিলিয়ে দেওয়া হবে দুস্থদের মধ্যে।" (বুখারি ও মুসলিম)

সাধারণত মানুষের অর্থের প্রতি লিপ্সা থাকে। যে কৃপণ স্বভাবের হয়, সে নিজের কষ্টে উপার্জিত অর্থ নিঃস্বার্থভাবে কাউকে দিতে চায় না। তাই দয়াময় আল্লাহ তাআলা m¤ú`kvjx ব্যক্তিদের মনকে m¤ú‡`i লিপ্সা, লোভ, কৃপণতা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি দোষ থেকে মুক্ত ও পবিত্র রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি মানুষের মনকে দয়াময়, স্নেহ, মমতা ভালোবাসা ইত্যাদি মানবিক ¸Ym¤úb করে তোলার জন্য তাদের ওপর যাকাত ফরয করে দিয়েছেন।

m¤ú‡`i প্রকৃত মালিক আল্লাহ তাআলা। মানুষের নিকট তা আমানতস্বরূপ। মানুষ শ্রম ও মেধার দ্বারা m¤ú` অর্জন করবে এবং প্রয়োজন মোতাবেক m¤ú` খরচ করবে। কিন্তু m¤ú` জমা করে রাখা বা কেবল নিজের ভোগবিলাসের জন্য খরচ করা ইসলাম অনুমোদন করে না। কারণ ধনীদের m¤ú‡` দরিদ্রের অধিকার আছে তা অবশ্যই আদায় করতে হবে। গরিবের অধিকার আদায় করলে মালিক দায়মুক্ত হবে, m¤ú` পবিত্র হবে; অন্যথায় m¤ú` হালাল হবে না। ইসলামি অর্থনীতিতে পুঁজিবাদ সমর্থন করা হয় না। যাকাত প্রথার মাধ্যমে অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করা হয়।

হযরত মুহাম্মদ (স.) ও খুলাফায়ে রাশিদিনের যুগে সরকারি ব্যবস্থাপনায় যাকাত আদায় করা হতো। আদায়কৃত মালের বিতরণও সরকারি ব্যবস্থাপনায় হতো। নিসাবের নির্ধারিত পরিমাণ m¤ú‡`i মালিকরা যাকাত দিতে বাধ্য থাকত। অন্যদিকে যারা যাকাত পাওয়ার হকদার (দাবিদার) তারা সবাই যাকাতের অর্থ পেয়ে উপকৃত হতো।

কুরআন ও হাদিসের নির্দেশ মোতাবেক যাকাত আদায় ও বিতরণ করা মুসলমানদের একটি পবিত্র দায়িত্ব। এ ব্যবস্থাপনার ওপর মুসলমানদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কল্যাণ অনেকাংশে নির্ভরশীল। মুসলিম m¤ú`vq ইসলামি ব্যবস্থাপনায় যাকাত আদায় করলে সমাজে ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য কমে আসবে; কেউ বেকার থাকবে না। বরং মুসলিম সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থার দ্রুত উন্নতি হবে। অসহায় গরিব মানুষকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করা একটি মানবিক দায়িত্ব। যাকাত প্রদানের মাধ্যমে এ মানবিক গুণের বিকাশ ঘটবে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে 'যাকাতের অর্থনৈতিক' গুরুত্বের ওপর আলোচনা করবে।

২. যাকাতের সামাজিক গুরুত্ব

যাকাতের মাধ্যমে সমাজে ধনী-দরিদ্রের মধ্যকার বিরাজমান বৈষম্য `i হয়। তাদের মধ্যে অর্থনৈতিক সমতার ক্ষেত্র c¯‘Z হয়। আল্লাহর নির্দেশমতো যথাযথভাবে যাকাত প্রদান করলে সমাজের কোনো লোক অন্নহীন, e¯¿nxb, গৃহহীন থাকবে না। কেউ না খেয়ে থাকবে না। কেউ বিনা চিকিৎসায় কষ্ট পাবে না।

m¤ú`kvjx ব্যক্তিদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যাকাত ও সাদাকার (দানের) অর্থে অভাবীদের প্রয়োজন মিটিয়েও অনেক জনহিতকর এবং Kj¨vYgjK কাজ করা যায়। বহু দরিদ্র ব্যক্তিকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলা যায়। স্বাস্থ্যবান দরিদ্র শ্রমিককে তার শ্রমের উপযোগী উপকরণ দেওয়া সম্ভব হয়। দরিদ্রের জন্য †mevgjK

অনেক প্রতিষ্ঠান যেমন ইয়াতিমখানা, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি স্থাপন করা যায়। এমনিভাবে সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালালে এমন এক সময় আসবে যখন যাকাত গ্রহণ করার লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না। ইসলামের প্রথম যুগে এমনি পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে Ace সাফল্য অর্জিত হয়েছিল। `ó\\ন্তস্বরূপ খলিফা হযরত উমর বিন্ আব্দুল আযিয (রা.)-এর যুগের কথা উল্লেখ করা যায়। ইসলামি যাকাত ব্যবস্থা প্রচলনের ফলে, তাঁর যুগে যাকাত নেওয়ার মতো লোক খুঁজে পাওয়া কষ্টকর ছিল। ইসলামি যাকাত ব্যবস্থা গোটা সমাজকে কৃপণতা, সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা, হিংসা, বিদ্বেষ প্রভৃতি বদভ্যাস থেকে পবিত্র রাখে এবং ci¯ú‡ii মধ্যে ভালোবাসা, ত্যাগ, মমত্ববোধ ইত্যাদি গুণ আরও সুদৃঢ় করে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে ‘যাকাতের সামাজিক গুরুত্বের’ ওপর আলোচনা করবে।

পাঠ ৫

হজ (اَلْحَجُّ)

‘হজ’ আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ সংকল্প করা, B"Q\\ করা ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় নির্দিষ্ট \\`bmg‡n নির্ধারিত পদ্ধতিতে আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে পবিত্র কাবাঘর ও সংশ্লিষ্ট ¯’\\bmg‡n বিশেষ কার্যাদি m¤úv`b করাকে হজ বলে। হজ একটি গুরুতcY আর্থিক ও শারীরিক ইবাদত। জিলহজ মাসের ৮ থেকে ১২ তারিখ পর্যন্ত মক্কা, মিনা, আরাফা এবং মুয্দালিফায় আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুল (স.)-এর নির্দেশ মোতাবেক বিভিন্ন কার্য m¤úv`b করাও হজের অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেক সুস্থ, প্রাপ্তবয়স্ক, বুদ্ধিমান ও সামর্থ্যবান মুসলিম নরনারীর ওপর জীবনে একবার হজ আদায় করা ফরয। এরপর যতবার হজ করবে তা নফল হিসেবে গণ্য হবে এবং অনেক সাওয়াবের অধিকারী হবে। হজ m¤ú‡K আল্লাহ তাআলা বলেন :

“মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ গৃহে হজ করা তার অবশ্য কর্তব্য।” (সুরা আলে ইমরান, আয়াত ৯৭)

যেসব লোক কাবাঘর পর্যন্ত যাতায়াতের দৈহিক ক্ষমতা রাখে এবং হজ হতে ফিরে আসা অবধি পরিবারবর্গের আবশ্যকীয় ব্যয় বাদে যাতায়াতের খরচ বহন করতে সক্ষম, তাদের ওপর হজ ফরয। মহিলা হাজি হলে একজন সঙ্গী থাকতে হবে। সঙ্গী হবেন স্বামী অথবা এমন আত্মীয় যার সাথে বিবাহ m¤úK হারাম। যেমন: বাবা, ছেলে, ভাই, চাচা, মামা ইত্যাদি। সফরসঙ্গীর ব্যয়ভার মহিলা হাজিকেই বহন করতে হবে।

হজের ঐতিহাসিক পটভমি

ইসলামের পাঁচটি ¯Í‡¤¢i মধ্যে সালাত অন্যতম। সালাত আদায় ও আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশের জন্য পৃথিবীতে সর্বপ্রথম মক্কা নগরীতে যে ঘর (ইবাদতখানা) তৈরি হয়, তার নাম ‘বাইতুল্লাহ’ বা আল্লাহর ঘর। কালক্রমে এ পবিত্র ঘর জনমানবkb¨ হয়ে পড়ে।

প্রায় চার হাজার বছর আগের কথা। ইরাকে জন্ম নেওয়া আল্লাহর নবি হযরত ইব্‌রাহিম (আ.) আল্লাহর আদেশে বিবি হাজেরা ও শিশুপুত্র ইসমাঈল (আ.)-কে কাবাঘরের নিকটবর্তী জনমানবkb¨ স্থানে রেখে যান। বিবি হাজেরা স্বামীকে লক্ষ করে বললেন : "আমাদের এমন মরু প্রান্তরে ফেলে রেখে কেন চলে যান?" উত্তরে স্বামী বললেন, "আল্লাহর নির্দেশ।" বিবি হাজেরা বললেন, "তাহলে আল্লাহর B"QvB cY হোক। তিনি অবশ্যই আমাদের বাঁচিয়ে রাখবেন।" যাওয়ার সময় হযরত ইব্‌রাহিম (আ.) তাঁদের জন্য দোয়া করলেন।

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমি আমার বংশের কতককে বসবাস করালাম অনুর্বর উপত্যকায় তোমার পবিত্র ঘরের নিকট। হে আমাদের প্রতিপালক! এ জন্য যে, তারা যেন সালাত কায়েম করে। অতএব Zzwg wKQz লোকের অন্তর তাদের প্রতি অনুরাগী করে দাও এবং ফল ফলাদি দ্বারা তাদের রিযিকের ব্যবস্থা করে দাও যেন তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।" (m~iv ইব্‌রাহিম, আয়াত ৩৭)

নবি ইব্‌রাহিম (আ.)-এর প্রার্থনা আল্লাহ তাআলা কবুল করলেন।

হযরত ইব্‌রাহিম (আ.)-এর রেখে যাওয়া সামান্য খাদ্য ও পানীয় কয়েক দিনের মধ্যেই ফুরিয়ে গেল। মা ও শিশু পুত্র ক্ষুধা পিপাসায় কাতর। মা হাজেরা নিকটস্থ সাফা পাহাড়ে উঠে চারিদিকে তাকিয়ে দেখেন, আবার মারওয়া পাহাড়ের Pov উঠে চারিদিকে তাকান, কোথাও কোনো কাফেলা দেখা যায় কি না, যাতে তাদের নিকট থেকে সামান্য পানি নিয়ে পিপাসা কাতর পুত্রের মুখে দেওয়া যায়। কিন্তু কোথাও কোনো জনমানবের চিহ্নও দেখা গেল না। এমনিভাবে সাতবার সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে দৌড়াদৌড়ি করলেন। তারই নিদর্শনস্বরূপ হাজিগণ ঐ স্থানে (সাঈ) দ্রুত হাঁটেন। মা হাজেরা কোথাও পানির সন্ধান না পেয়ে শিশুর কাছে ফিরে এসে বিস্ময়ে দেখলেন, নিকটেই মাটি ফুঁড়ে স্ব"Q পানির ফোয়ারা বইছে। এ পানির ফোয়ারাই ছিল বিখ্যাত যম্‌যম্ K‚ci উৎস। বিবি হাজেরা শিশু ইসমাঈলকে পানি পান করিয়ে তার তৃষ্ণা নিবারণ করলেন। নিজেও তৃপ্তিসহকারে পানি পান করে আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করলেন। gi fzwg‡Z যেখানে পানি থাকে সেখানে আকাশে পাখি ওড়ে। `i হতে তা দেখে কাফেলা এসে জমা হয়। জুর্‌হাম বংশের এক বাণিজ্য কাফেলা এসে মা হাজেরার অনুমতি নিয়ে সেখানে বসবাস শুরু করল। ক্রমে আরও লোকজন এসে জড়ো হলো। সকলের বিশ্বাস, এ পুণ্যাত্মা মা ও শিশুর কল্যাণেই আল্লাহ তাআলা এ ঊষর মরুর বুক চিরে পানির ঝর্ণা বইয়েছেন। ধীরে ধীরে মক্কা একটি জনপদে পরিণত হলো।

হযরত ইসমাঈল যখন কিশোর বয়সে উপনীত হলেন তখন ইব্‌রাহিম (আ) একটি অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হলেন। পুত্র ইসমাঈলকে কুরবানি করার জন্য আল্লাহ তাঁকে আদেশ করলেন। আল্লাহ্ তাআলাকে খুশি করার জন্য হযরত ইব্‌রাহিম (আ.) আপন পুত্রকে কুরবানি করতে c¯‘Z হয়ে এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। তারপর আল্লাহ্ তাআলা ইব্‌রাহিম (আ)-কে কাবাঘরের স্থানটি দেখিয়ে তা পুনর্নির্মাণের আদেশ দিলেন। ইব্‌রাহিম (আ.) পুত্র ইসমাঈলকে সাথে নিয়ে পবিত্র কাবাঘর পুনর্নির্মাণ করেন। তারপর এ দোয়া করেন :

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

অর্থ : "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এ কাজ কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।"
(m~iv আল-বাকারা, আয়াত ১২৭)

এরপর আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশে হযরত ইব্‌রাহিম (আ.) মানুষকে হজের জন্য আহবান করেন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে :

وَاَذِّنۡ فِی النَّاسِ بِالۡحَجِّ یَاۡتُوۡکَ رِجَالًا وَّعَلٰی کُلِّ ضَامِرٍ یَّاۡتِیۡنَ مِنۡ کُلِّ فَجٍّ عَمِیۡقٍ ۙ

অর্থ : “আর আপনি সকল মানুষকে হজের জন্য ডাক দিন। তারা এ ডাকে সাড়া দিয়ে দূর-দূরান্ত থেকে পায়ে হেঁটে ও উটে চড়ে আসবে।” (mi‚ আল হাজ্জ, আয়াত ২৭)

হযরত ইব্‌রাহিম (আ.)-এর আহ্বানে কাবা শরিফ আবার তাওহিদ পন্থীদের cY¨f‚g‡Z পরিণত হলো। হযরত ইব্‌রাহিম (আ.) চলে গেলেন আপন কর্মক্ষেত্রে। আর হযরত ইসমাঈল (আ.) রয়ে গেলেন মক্কায়। পরবর্তীকালে তিনিও নবি হলেন। মৃত্যুর সময় কাবার দায়িত্বভার অর্পণ করে গেলেন আপন বংশধরের ওপর। কালক্রমে তারা আল্লাহকে f‡j গিয়ে g~wZcRv শুরু করল। কাবাগৃহে তারা স্থাপন করল ৩৬০টি g~wZ| হজের সময় ইব্‌রাহিম (আ.)-এর প্রথাগুলো পালিত হতো তবে তারা cRv-অর্চনা করত প্রতিমার সামনে।

উত্তরাধিকার m‡Î কুরাইশ বংশ তখনো কাবার রক্ষক এবং হজের তত্ত্বাবধায়ক ছিল। ফলে দেশ-বিদেশে ছিল তাদের যথেষ্ট সম্মান। এ বংশেই জন্মগ্রহণ করেন আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (স.)। বাল্যকাল থেকে তিনি g~wZcRv‡K অপছন্দ করতেন। মক্কায় অতি অল্পসংখ্যক লোক তখনো g~wZcRv‡K ঘৃণা করতেন। তাঁদের বলা হতো হানিফ বা একনিষ্ঠ। তাঁরা g~wZcRv না করে ইব্‌রাহিমি হজ পালন করতেন। মক্কা বিজয়ের পর নবি কারিম (স.) পুনরায় ইব্‌রাহিমি হজ চালু করেন।

KvR : শিক্ষার্থীরা হজের ঐতিহাসিক cUf‚wgi ওপর দলে বিভক্ত হয়ে আলোচনা করবে।

হজের তাৎপর্য

ইসলামের পাঁচটি ¯Í‡¤¢i মধ্যে হজ cÂg। সারাবিশ্বের মুসলিম জাতির মহাসম্মেলন। বিশ্বের সকল মুসলিম যে এক উম্মত, হজ মৌসুমে মক্কায় এর ev¯Íe প্রমাণ পাওয়া যায়। পৃথিবীর সকল দেশের মুসলমানগণ আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় নির্দিষ্ট দিনগুলোতে মক্কায় একত্র হয়। সম্মিলিতভাবে অনুষ্ঠান পালন করে। সকলের ধর্ম এক, উদ্দেশ্য এক, Kgm~wP I এক। সকলের পরিধানে একই ধরনের সাদা পোশাক। ভাষা, বর্ণ, জীবন পদ্ধতির বিভিন্নতা সত্ত্বেও তারা সকলে একই ধ্বনি D"Pvi‡Y একাকার হয়ে যায়। সকলের হৃদয়ে এক আল্লাহর নাম। এতে পৃথিবীর সব দেশের লোকের ci¯úi মিলনের সুযোগ হয়। ci¯ú‡ii মধ্যে ভাবের আদান প্রদান হয়। প্রয়োজনীয় সমস্যা সমাধানের সুযোগ হয়। এভাবে হজ সারাবিশ্বের মুসলমানকে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে। প্রতি বছর হাজিদের হজে গমন ও প্রত্যাবর্তনের ফলে মুসলিম জাহানের প্রত্যেক AÂ‡j মুসলমানের প্রাণে এক অভিনব আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ইসলামের cweÎ cwi‡ek বজায় রাখার জন্য হজের যে এক বিরাট অবদান আছে এর মাধ্যমে তা ev¯Í‡e প্রতিফলিত হয়।

হজের ফযিলত

ইসলামে প্রত্যেকটি ইবাদতেরই যথেষ্ট গুরুত্ব ও ফযিলত রয়েছে। হজেরও অনেক গুরুত্ব ও ফযিলত রয়েছে। হজের গুরুত্ব m¤ú‡K রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন:

مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَّلَدَتْهُ أُمُّهُ-

অর্থ : "যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ যিয়ারতে এসে কোনো অশ্লীল কাজ করল না, আল্লাহর অপছন্দনীয় কোনো কাজে লিপ্ত হলো না, সে গুনাহ বা পাপ থেকে এমনভাবে পবিত্র হয়ে ফিরল যেমন সে পবিত্র ছিল সেদিন, যেদিন সে তার মায়ের পেট থেকে জন্মগ্রহণ করেছিল।" (বুখারি ও মুসলিম)

তিনি আরও বলেন, "তোমরা হজ ও উমরাহ পর পর করতে থাক। কারণ এ দুইটি ইবাদত দারিদ্র্য, অভাব এবং গুনাহগুলোকে এমনভাবে `i করে দেয় যেমন আগুনের ভাটি লোহা, সোনা ও icvi ময়লা `ixfZ করে তা বিশুন্ধ করে দেয়। হজে মাবরুরের (মাকবুল) প্রতিদান n‡"Q একমাত্র জান্নাত" (নাসাঈ)। যে মুসলমানদের ওপর হজ ফরয তাদের উচিত খুশি মনে হজ পালন করা।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে হজের ফজিলত ও তাৎপর্যের ওপর আলোচনা করবে।

পাঠ ৬

হজের ফরযসgn (فَرَائِضُ الْحَجِّ)

হজের ফরয তিনটি

১. হজের নিয়তে ইহ্‌রাম বাঁধা।

২. আরাফার ময়দানে ৯ই যিলহজ তারিখে অবস্থান (IKd) করা।

৩. তাওয়াফে যিয়ারত করা।

হজের ওয়াজিবসমূহ (وَاجِبَاتُ الْحَجِّ)

হজের ওয়াজিব কাজ পাঁচটি

১. আরাফার ময়দান হতে প্রত্যাবর্তনের সময় মুযদালিফায় অবস্থান করা।

২. সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝখানে দৌড়ানো বা সাঈ করা।

৩. শয়তানকে (RvgivZj আকাবায়) কংকর নিক্ষেপ করা।

৪. তাওয়াফে বিদা অর্থাৎ মক্কার বাইরে থেকে আগত হাজিদের জন্য বিদায়কালীন তাওয়াফ করা। একে তাওয়াফুল বিদা (বিদায়ী তাওয়াফও) বলে।

৫. মাথা মুড়ানো বা চুল ছাঁটা।

হজের সুন্নাতসমূহ (سُنَنُ الْحَجِّ)

হজের অনেক সুন্নাত রয়েছে। নিচে কয়েকটি সুন্নাত উল্লেখ করা হলো :

১. বহিরাগতদের জন্য তাওয়াফে কুদুম (আগমনী তাওয়াফ) করা।

২. হাজরে আসওয়াদ থেকে তাওয়াফ শুরু করা।

৩. যিলহজ মাসের ৭ তারিখে ইমামের মক্কায় হজ m¤ú‡K খুতবা প্রদান করা। ৯ তারিখে আরাফায় দ্বিপ্রহরের পর খুতবা প্রদান করা। একাদশ তারিখে মিনায় খুতবা দেওয়া।

৪. ৮ই যিলহজে মক্কা থেকে আরাফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করা, মিনায় উপস্থিত হয়ে যুহর থেকে ৯ই যিলহজে ফজর পর্যন্ত অবস্থান করে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা।

৫. ৯ই যিলহজে m~h ওঠার পর মিনা থেকে আরাফার দিকে রওয়ানা করা।

৬. সম্ভব হলে আরাফাতে গোসল করা।

৭. ইহরাম বাঁধার আগে গোসল করা।

৮. মুয্দালিফায় রাত কাটানোর পর ফজরের নামায আদায় করে m~h উদয়ের c‡e মিনার দিকে রওয়ানা করা।

৯. যিলহজ মাসের ১১, ১২ তারিখে কংকর নিক্ষেপ (রামি) এর জন্য মিনাতে রাতযাপন করা।

১০. যিলহজ মাসের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখে ক্রমধারা ঠিক রেখে কংকর নিক্ষেপ করা।

কাজ : শিক্ষার্থীরা হজের ফরয, ওয়াজিব বা সুন্নাতগুলো পোস্টারে লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ৭

হজ পালনের নিয়ম

ইসলামের প্রতিটি কাজ নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে আদায় করতে হয়। হজ আদায়েরও নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে। wb‡g হজ পালনের নিয়মাবলি ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হলো :

ইহ্রাম : ইহরাম আরবি শব্দ। এর অর্থ নিষিদ্ধ। নামাযের উদ্দেশ্যে যেমন তাহরিমা বাঁধতে হয়, হজের জন্যও তেমনি ইহ্রাম বাঁধতে হয়। এটি হজের আনুষ্ঠানিক নিয়ত। শাওয়াল মাসের প্রথম তারিখ থেকে যিলহজ মাসের ৯ তারিখ পর্যন্ত যেকোনো দিন ইহরাম বাঁধা যায়। এ সময় ছাড়া অন্য সময় ইহরাম বাঁধলে হবে না। এ সময় ইহ্রামের পোশাক পড়বে ও কিবলামুখী হয়ে সরবে তালবিয়া পাঠ করবে। হজ মৌসুম ছাড়া অন্য সময় যদি কেউ কাবাঘর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মক্কা গমনের B"Qv করে তবে তাকেও হজের ইহরাম বাঁধার স্থানে (মিকাতে) পৌঁছে ইহ্রাম বাঁধতে হবে।

তাওয়াফে কুদুম (আগমনি তাওয়াফ)

ইহ্‌রাম বাঁধার পর মক্কা পৌঁছে কাবাঘরের চারধারে তাওয়াফ করতে হয়। অর্থাৎ সাতবার ঘুরতে হয়। মক্কা শরিফ পৌছার পর এটি প্রথম তাওয়াফ। এ কারণে একে তাওয়াফে কুদুম বা আগমনি তাওয়াফ বলা হয়। হাজরে আসওয়াদ হতে তাওয়াফ শুরু করতে হয়।

সাঈ : আগমনি তাওয়াফ শেষ করে কাবাঘরের AbwZ`‡i অবস্থিত সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মাঝের পথটি সাতবার অতিক্রম করতে হয়। একে বলা হয় সাঈ। সাফা পাহাড় থেকে সাঈ শুরু করে মারওয়া পাহাড়ে শেষ করতে হয়।

তারপর ইহ্‌রাম অবস্থায় যিলহজ মাসের সাত তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। এ সময়ের মধ্যে যতবার B”Qv তাওয়াফ করা যায় এগুলো নফল তাওয়াফ। সাঈ করার প্রয়োজন নেই। নফল তাওয়াফে অনেক সাওয়াব পাওয়া যায়।

৭ই যিলহজ

এ তারিখে যুহর নামাযের পর ইমাম খুত্‌বা দেন। এ খুত্‌বায় তিনি হজ m¤úKx©q জ্ঞাতব্য বিষয় বিশেষ করে ৮ তারিখ মিনায় এবং ৯ তারিখ আরাফাতে করণীয় বা আহ্‌কাম সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় নিয়ম-কানুন বর্ণনা করেন।

৮ই যিলহজ

এ তারিখে হাজিগণ m‡hv`‡qi পর মিনায় আসেন। সুন্নাত অনুযায়ী গোসল করেও ইহ্‌রামের চাদর পরে ‘মসজিদুলহারাম’ বা বাইতুল্লাহ্ শরিফে আসেন। ইহরাম ও নিয়তের সাথে সাথেই তালবিয়া পাঠ করতে করতে মিনায় যেতে হয়। সেখানে পরের দিন পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা সুন্নাত।

৯ই যিলহজ

নবম তারিখ আরাফার দিবস। এদিন সকালেই ‘আরাফায় অবস্থানের’ উদ্দেশ্যে মিনায় ফজরের নামায আদায় করে আরাফার ময়দানের দিকে রওয়ানা করতে হয়। এখানে ইমামের পেছনে যুহরের ওয়াক্তে যুহর ও আসর উভয় নামায একসঙ্গে আদায় করতে হয়। নামাযের c‡e ইমাম খুত্‌বা দেন। খুতবায় হজের বাকি বিধিবিধান বর্ণনা করেন। আরাফার ময়দানে অবস্থান হজের একটি ফরয কাজ। ৯ তারিখ অথবা অনিবার্য কারণে ৯ তারিখের রাত পরবর্তী সুবহি সাদিকের c‡e কোনো সময়ে এক মুহূর্তের জন্য হলেও আরাফার মাঠে অবস্থান করতে হয়। অন্যথায় হজ হবে না। এদিন mh©‡¯Íi সাথে সাথে আরাফার মাঠ থেকে মিনার দিকে ফিরতে হয়। পরে মুযদালিফা নামক স্থানে পৌঁছে ইশার নামাযের সময়ে মাগরিব ও ইশা এক সঙ্গে আদায় করতে হয়। এ রাত মুযদালিফায় কাটাতে হয়।

১০ই যিলহজ

দশম দিন কুরবানির দিন। এদিন সকালে m‡hv`‡qi c‡e হাজিগণ মিনার পথে রওয়ানা হয়। মিনার এক স্থানে শয়তানের প্রতিকৃতি হিসেবে পরপর তিনটি পাকা ¯Í¤¢ আছে। সেখানে পৌঁছে এদিন বড় শয়তানের প্রতিকৃতিকে লক্ষ্য করে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করতে হয়। কংকরগুলো ছোলা পরিমাণ বড় হতে হয়। হযরত ইব্‌রাহিম (আ.) যখন আল্লাহর ইঙ্গিতে প্রাণপ্রিয় একমাত্র পুত্র ইসমাঈল (আ.)-কে কুরবানি করতে hw”Q‡jb,

তখন শয়তান পিতা-পুত্রের মনে সংশয়ের সৃষ্টি করে তাঁদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চালিয়েছিল। তাঁরা বিরক্ত হয়ে শয়তানের প্রতি পাথর নিক্ষেপ করেছিলেন। আল্লাহর প্রতি তাঁদের ভালোবাসা ও নিষ্ঠার প্রতি সম্মান দেখিয়ে হাজিগণ এ পাথর নিক্ষেপ করে থাকেন।

কংকর নিক্ষেপের পর এ মিনাতেই কুরবানি করতে হয়। কুরবানির পর হাজিগণ মাথা কামিয়ে ইহ্রাম থেকে মুক্ত হন। চুল ছোট করলেও চলে, তবে mg¯Í মাথার চুল সমপরিমাপে থাকতে হয়। মেয়েদেরকে চুলের অগ্রভাগের কিছুটা কাটলেই চলে। তারপর ঐ তারিখেই অথবা ১১ কিংবা ১২ তারিখে মক্কা ফিরে কাবাঘর তাওয়াফ করতে হয়। এ তাওয়াফকে তাওয়াফে যিয়ারত বলা হয়। এটি হজের একটি ফরয কাজ।

মক্কায় প্রথম প্রবেশের সময় যদি সাফা ও মারওয়ায় সাঈ না করে থাকে তবে এ তাওয়াফের পর সাঈ করতে হয়। আগে করে থাকলে আর প্রয়োজন হবে না। তারপর মিনায় ফিরে যেতে হয় এবং সেখানেই ১১ ও ১২ তারিখ থাকতে হয়।

১১ ও ১২ তারিখ দুপুরের পর মিনার তিনটি ¯Í‡¤i প্রতিটিতে সাতটি করে কংকর মারতে হয়। তারপর B‡"Q করলে ১২ তারিখেই মক্কায় ফিরে আসতে পারেন। যদি কেউ মিনায় থেকে যান তবে তাঁকে ১৩ তারিখ দুপুরের পর তিনটি ¯Í‡¤ পাথর নিক্ষেপ করে মক্কায় ফিরতে হয়। এভাবে হজের কার্যাবলি সমাপ্ত করতে হয়। যারা বহিরাগত তাদের সর্বশেষ কাজ n‡"Q বিদায়ী তাওয়াফ করা। একে 'তাওয়াফুল বিদা' বা প্রত্যাবর্তনকালীন তাওয়াফও বলে। বহিরাগতদের জন্য এ তাওয়াফ ওয়াজিব।

হজের ত্রুটি ও তা সংশোধনের উপায় :

হজ পালনকালে Awb"Qvq। অনেক ÎwU-বিচ্যুতি বা নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটতে পারে। এই ত্রুটির কোনোটি গুরুতর আবার কোনোটি সাধারণ পর্যায়ের হয়ে থাকে। হজের ওয়াজিব পালনে ধারাবাহিকতার ব্যতিক্রম ঘটলে 'দম' ওয়াজিব হয়। যেমন : মাথা মুন্ডনের c‡e শয়তানকে কংকর নিক্ষেপ করা। আর 'দম' n‡"Q একটি ছাগল, ভেড়া বা দুম্বা কুরবানি করা। উট বা গরুর এক-সপ্তমাংশও এর স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। সাধারণভাবে ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজগুলো বা হারাম শরিফ এলাকায় নিষিদ্ধ কোনো কাজ করলে প্রতিদান স্বরূপ 'দম' বা কুরবানি করতে হয়। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাদাকা দিতে হয়।

> **কাজ :** শিক্ষার্থীরা হজ পালনের ধারাবাহিক নিয়মগুলো সংক্ষিপ্ত শিরোনামে পোস্টারে লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ৮

কুরবানি (اَلْاُضْحِيَّةُ)

কুরবানির ধারণা

কুরবানির সমার্থক শব্দ 'উযহিয়্যাহ্'। এর আভিধানিক অর্থ ত্যাগ, উৎসর্গ ইত্যাদি। শরিয়তের পরিভাষায় যিলহাজ মাসের ১০ তারিখ সকাল থেকে ১২ তারিখ সন্ধ্যা পর্যন্ত আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য যে পশু যবেহ করা হয় তাকে কুরবানি বলে।

বর্তমানে যে কুরবানি প্রথা প্রচলিত আছে, তা হযরত ইব্‌রাহিম (আ.)-এর সময় থেকে চলে আসছে। ইহা আত্মত্যাগ ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের এক অন্যতম মাধ্যম। ইহা একটি উত্তম ইবাদত। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন : "কুরবানির দিনে রক্ত প্রবাহিত করার চেয়ে প্রিয় কাজ আল্লাহর নিকট আর কিছুই নেই। ঐ ব্যক্তি কিয়ামতের দিন কুরবানির পশুর শিং, ক্ষুর ও †jvgmgn নিয়ে হাজির হবে। কুরবানির রক্ত মাটিতে পড়ার আগেই তা আল্লাহর নিকট বিশেষ মর্যাদার স্থানে পৌঁছে যাবে। অতএব তোমরা কুরবানির দ্বারা নিজেদেরকে পবিত্র কর।" (তিরমিযি)

রাসুলুল্লাহ (স.) আরও বলেন : "সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে কুরবানি করল না সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটবর্তী না হয়।" (ইবনে মাজাহ)

Kiewbi cUfwg

হযরত ইব্‌রাহিম (আ.)-কে আল্লাহ্ তাআলা বহুবার বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করেছেন। সকল পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হয়েছেন। এবার তিনি এক অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হলেন। এক রাতে স্বপ্নে দেখলেন, পুত্র ইসমাঈলকে কুরবানি করতে আল্লাহ তাঁকে আদেশ করেছেন। বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র সন্তান ইসমাঈল অপেক্ষা দুনিয়াতে অধিকতর প্রিয় আর কী হতে পারে? অনেক চিন্তা-ভাবনা করে তিনি শেষ সিদ্ধান্তে পৌছলেন, আল্লাহ যাতে খুশি হন তাই তিনি করবেন। পবিত্র কুরআনে উল্লেখ রয়েছে, তখন তিনি পুত্র ইসমাঈলকে বললেন, "তিনি (ইব্‌রাহিম) বললেন : হে বৎস! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, তোমাকে আমি যবেহ করছি। এখন তোমার অভিমত কী? তিনি (ইসমাঈল) বললেন : হে আমার আব্বা! আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন তা-ই করুন। আল্লাহ ইচ্ছা করলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের অন্তভ3 পাবেন।" (আস্-সাফ্‌ফাত: ১০২)

ছেলের এ mvnwmKZvcY উত্তর পেয়ে নবি ইব্‌রাহিম (আ.) খুশি হলেন। আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য তিনি পুত্র ইসমাঈলের গলায় তরবারি চালালেন। এবারের পরীক্ষাতেও ইব্‌রাহিম (আ.) উত্তীর্ণ হলেন। পবিত্র কুরআনে আছে:

وَنَادَيْنٰهُ اَنْ يّٰۤاِبْرٰهِيْمُ ۝ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا ۚ

অর্থ: "তখন আমি তাকে আহ্বান করে বললাম: হে ইব্‌রাহিম! তুমি তো স্বপ্নাদেশ সত্যিই পালন করলে।" (miv আস্-সাফ্‌ফাত, আয়াত ১০৪-১০৫)

আল্লাহ তাআলা খুশি হয়ে বেহেশত থেকে একটি দুম্বা এনে ইসমাঈলের জায়গায় তরবারির নিচে শুইয়ে দিলেন। হযরত ইসমাঈল (আ) এর পরিবর্তে দুম্বা কুরবানি হয়ে গেল। এ Ace ত্যাগের ঘটনাকে wPi¯§iYxq করে রাখার জন্য তখন হতেই কুরবানি প্রথা চালু হয়েছে। এটি আজ মুসলিম সমাজে একটি পবিত্র ধর্মানুষ্ঠানরূপে স্বীকৃত।

কুরবানির নিয়মাবলি ও বিধিবিধান

কুরবানির কতিপয় বিশেষ নিয়মাবলি ও বিধিবিধান নিম্নে বর্ণনা করা হলো :

১. যিলহজ মাসের ১০ তারিখ ফজর হতে ১২ তারিখ সন্ধ্যা পর্যন্ত যদি কেউ নির্দিষ্ট পরিমাণ m¤úw‡`i মালিক (সাহিবে নিসাব) হয়, তবে তার ওপর কুরবানি ওয়াজিব। মুসাফিরের ওপর কুরবানি ওয়াজিব নয়।

২. যিলহজ মাসের ১০, ১১ এবং ১২ তারিখ পর্যন্ত তিন দিন কুরবানির সময়। এ তিন দিনের যেকোনো দিন কুরবানি করা যায়। তবে প্রথম দিন কুরবানি করা উত্তম।

৩. ঈদুল আযহার নামাযের আগে কুরবানি করা সঠিক নয়। নামায আদায়ের পর কুরবানি করতে হয়।

৪. সুস্থ সবল ছাগল, ভেড়া, দুম্বা, গরু, মহিষ, উট ইত্যাদি গৃহপালিত পশু দ্বারা কুরবানি করতে হয়। গরু, মহিষ এবং উটে এক হতে সাত জন পর্যন্ত শরিক হয়ে কুরবানি করা যায়।

৫. কুরবানির ছাগলের বয়স কমপক্ষে এক বছর হতে হবে। গরু ও মহিষ কমপক্ষে দুই বছরের হতে হবে। উটের বয়স কমপক্ষে পাঁচ বছর হতে হবে। দুম্বা ও ভেড়ার বয়স ছাগলের মতো। তবে ছয় মাসের বেশি বয়সের দুম্বার ev”Pv যদি এরূপ মোটাতাজা হয় যে, এক বছরের অনেকগুলো দুম্বার মধ্যে ছেড়ে দিলে চেনা যায় না, তবে সেরূপ ev”Pv দিয়ে কুরবানি জায়েয। কিন্তু ছাগলের ev”Pvi এক বছর বয়স না হলে কুরবানি জায়েয হবে না।

৬. কুরবানির গোশত সাধারণত তিন ভাগ করে এক ভাগ গরিব মিসকিনকে, একভাগ আত্মীয় স্বজনকে দিতে হয় এবং একভাগ নিজের জন্য রাখা উত্তম।

৭. নিজ হাতে কুরবানি করা উত্তম।

৮. কুরবানির প্রাণী দক্ষিণ দিকে মাথা রেখে কিবলামুখী করে, ধারালো A¯¿ দ্বারা 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলে যবেহ করতে হয়।

প্রত্যেক মুসলমানের উচিত কুরবানির সময় একাগ্রতার সাথে উত্তম পশু কুরবানি করা। তাতে তাঁরা অনেক সাওয়াব পাবে। ci¯ú‡ii মধ্যে আন্তরিকতা বাড়বে এবং n`¨ZvcY পরিবেশ সৃষ্টি হবে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে কুরবানির cUfwg ও নিয়মাবলি আলোচনা করবে।

পাঠ ৯

আকিকা (اَلْعَقِيْقَةُ)

আকিকার ধারণা

'আকিকা' আরবি শব্দ। এর অর্থ ভাঙা, কেটে ফেলা ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় সন্তান জন্মের পর সপ্তম দিনে তার কল্যাণ কামনা করে আল্লাহর নামে কোনো হালাল গৃহপালিত পশু যবাই করাকে আকিকা বলা হয়।

আকিকা করা সুন্নাত। এর মাধ্যমে আল্লাহর রহমত পাওয়া যায়। সন্তানের বিপদাপদ `i হয়। কাজেই প্রত্যেক পিতামাতার উচিত নবজাত সন্তানের নামে যথাসময়ে আকিকা করা। হাদিসে আছে, "প্রতিটি নবজাত সন্তান আকিকার সাথে সম্পৃক্ত। তার জন্মের সপ্তম দিনে তার নামে পশু জবেহ করতে হবে। তার নাম রাখা হবে, তার মাথার চুল মুণ্ডন করা হবে।" (নাসায়ি)

নবি কারিম (স.)-এর আগে| আকিকার প্রচলন ছিল। আল্লাহ তাআলার অনুমতিতে তিনি তা চালু রাখেন। মহানবি (স.) নিজে আকিকা করেছেন, অন্যকে এ ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছেন। পিতামাতা আকিকা না করলে নিজের আকিকা নিজেও করা যায়। রাসুলুল্লাহ (স.) নবি হওয়ার পর নিজের আকিকা নিজেই করেছিলেন। আকিকা সন্তান জন্মের সপ্তম দিনে করা g¯Ívnve| সপ্তম দিনে না পারলে ১৪, ২১ তারিখে অর্থাৎ প্রতি অতিরিক্ত সপ্তম দিনেও করা যায়। মাতাপিতার কাছে সবচেয়ে প্রিয় হলো সন্তান । সন্তান জন্মের সপ্তম দিনে চারটি কাজ করা উত্তম।

ক. সন্তানের ইসলামি নাম রাখা।

খ. মাথা মুন্ডন করা।

গ. মাথার চুলের ওজন পরিমাণ সোনা বা রুপা দান করা।

ঘ. আকিকা করা।

আকিকা আদায়ের নিয়ম

মুসলমানের প্রত্যেকটি বৈধ কাজই ইবাদত। ইবাদত আদায়ের সুনির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে। আর নিয়মমতো কাজটি সমাধা করলে অবশ্যই আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়া যায়। তাই আকিকা করাও একটি ইবাদত এবং তা আদায়ের সুনির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে। এ বিষয়ে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন : "ছেলে সন্তানের জন্য দুটি ছাগল ও মেয়ে সন্তানের জন্য একটি ছাগল যবেহ্ করাই যথেষ্ট।" (নাসায়ি)।

আকিকার জন্য ছেলে হলে দুটি আর মেয়ে হলে একটি ছাগল বা ভেড়া যবাই করতে হয় কিংবা কুরবানির গরুর মধ্যে ছেলের জন্য দুই আর মেয়ের জন্য এক অংশ নেওয়া যায়।

যে সকল পশু দ্বারা কুরবানি করা যায় ঐ সকল পশু দ্বারা আকিকাও চলে। আকিকার পশুর বয়স কুরবানির পশুর বয়সের অনুরূপ হতে হবে।

আকিকার পশুর গোশত কুরবানির পশুর গোশতের ন্যায় তিন ভাগ করে একই নিয়মে বণ্টন করতে হয়। এ গোশত সন্তানের পিতামাতা, ভাইবোন সকলেই খেতে পারে। এ গোশত রান্না করে আত্মীয় স্বজন ও গরিব মিসকিনকে খাওয়ানো যায়। চামড়া গরিব-মিসকিনকে দান করে দিতে হয়।

আকিকার পশু সন্তানের পিতার নিজ হাতে যবাই করা উত্তম। নিজে অপারগ হলে অন্যের সাহায্যে যবেহ করানো যায়।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে আকিকা আদায়ের নিয়মাবলি নিয়ে আলোচনা করবে।

পাঠ ১০

কুরবানির ত্যাগের শিক্ষা

কুরবানি বলতে শুধু গরু, ছাগল, মহিষ, দুম্বা ইত্যাদি যবাই করা বোঝায় না। বরং এর দ্বারা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন বোঝায়। কুরবানি আল্লাহর নবি হযরত ইবরাহিম (আ.) ও হযরত ইসমাঈল (আ.) এর অতুলনীয় ত্যাগের স্মৃতি বহন করে। এর মাধ্যমে মুসলমানগণ ঘোষণা করেন যে, তাদের কাছে নিজ জানমাল অপেক্ষা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মূল্য অনেক বেশি। তারা পশুর গলায় ছুরি চালিয়ে এর রক্ত প্রবাহিত করে আল্লাহর কাছে শপথ করে বলে, "হে আল্লাহ! তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যেভাবে পশুর রক্ত প্রবাহিত করছি, প্রয়োজনে আমাদের শরীরের রক্ত প্রবাহিত করতেও কুণ্ঠিত হব না।" কে কত টাকা খরচ করে পশু ক্রয় করেছে, কার পশু কত মোটা তাজা, কত সুন্দর আল্লাহ তা দেখতে চান না। তিনি দেখতে চান কার অন্তরে কতটুকু আল্লাহর ভালোবাসা ও তাকওয়া আছে। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন :

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ؕ

অর্থ: "কখনো আল্লাহর নিকট পৌঁছায় না এগুলোর গোশত এবং রক্ত বরং পৌঁছায় তোমাদের তাকওয়া।" (সূরা হাজ্জ, আয়াত ৩৭)

আত্মত্যাগ ও আত্মসমর্পণের মূর্ত প্রতীক ছিলেন হযরত ইব্রাহিম (আ.) ও হযরত ইসমাঈল (আ.)। মানুষের জীবনে এ শিক্ষা গ্রহণ করলে তারা হয়ে উঠবে একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল, পরোপকারী ও আত্মত্যাগী। আত্মত্যাগী মানুষই সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ বয়ে আনতে পারে। নিজের সুখ শান্তির বাহিরে যারা সমাজের মানুষের সুখকে বড় করে দেখে, তারাই প্রকৃত মানুষ। কুরবানির ত্যাগের শিক্ষা আমাদেরকে পরোপকারে উৎসাহিত করবে ও মানবতাবাদী চেতনার বিকাশ ঘটবে।

কাজ : 'কুরবানির শিক্ষা মানুষকে আত্মত্যাগী ও পরোপকারী হতে সাহায্য করে।' শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে এ বিষয়ে বিতর্কের আয়োজন করবে। শিক্ষক মহোদয় বিচারকের ভূমিকা পালন করবেন।

হজের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব

হজ একান্তই ব্যক্তিগত ইবাদত। আল্লাহর প্রেমিক হাজিগণ আল্লাহর নৈকট্য ও ভালোবাসা লাভের জন্য হজ করে থাকেন। তা সত্ত্বেও সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এর যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা মুসলিম সম্প্রদায় হজের মৌসুমে বিশেষভাবে ধর্মীয় ও নৈতিক চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। যাঁরা হজে যান তাঁদের মন ধর্মীয় চেতনায় উদ্দীপ্ত থাকে, অনুরূপভাবে যাঁরা তাঁদের বিদায় সম্ভাষণ জানাতে আসে, তাঁদের মধ্যেও ধর্মীয় চেতনাশক্তি জাগ্রত হয়। হাজিগণ যে স্থান দিয়ে গমন করেন, তাঁদের 'লাব্বাইক' ধ্বনি শুনে সেখানকার অনেক মানুষের মনও হজের প্রতি আগ্রহী হয়।

বিভিন্ন দেশ হতে আগত হাজিদের শারীরিক অবকাঠামো, ভাষা ও সংস্কৃতি ভিন্ন কিন্তু মিকাতের (ইহরাম বাঁধার স্থান) কাছে এসে একই ধরনের কাপড় পরিধান করে। সবার মুখে একই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত করে আকাশ বাতাস

মুখরিত করে তোলে। মক্কা ও মদিনায় একত্র হয়ে একই ইমামের পেছনে নামায আদায় করে। সমবেত মুসলিম জনতা ভাষা, জাতি, দেশ ও গোত্রের কৃত্রিম বৈষম্য ভেঙে দিয়ে বিশ্বভ্রাতৃত্ব স্থাপনের বিরাট সুযোগ পায়। মানুষের মনে সাম্যের ধারণা জন্মায়। হজের এই মহাসম্মেলনে পৃথিবীর সব শ্রেণির মানুষই এসে সমবেত হয়। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের আদান-প্রদান ঘটে। ভাব বিনিময় হয়। বিশ্বশান্তি স্থাপনে এবং RwZmg‡ni cvi¯úwiK দ্বন্দ্ব, কলহ মিটিয়ে ভালোবাসা, eÜZ ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের বিশেষ সুযোগ পায়। হজের এ শিক্ষা মানবসমাজে ev¯ÍewqZ হলে, মানুষের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ, হানাহানি, মারামারি `i হয়ে ci¯ú‡ii মধ্যে ভালোবাসা, মমত্ববোধ ও সহনশীল দৃষ্টি ভঙ্গি ও mv¤ú`wqK m¤úxwZ সৃষ্টি হবে।

কাজ : 'বিশ্বভ্রাতৃত্ব গড়ে উঠতে হজের সামাজিক শিক্ষা গুরুতcY fwgKv রাখে।' শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে এ বিষয়ে বিতর্কের আয়োজন করবে। শিক্ষক মহোদয় বিচারকের ভূমিকা পালন করবেন।

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন

kb্যস্থান cরণ কর

১. যাকাত ফরয হওয়ার শর্ত ——।

২. যাকাতের মাসারিফ ——।

৩. ইসলামের —— ¯Í‡¤i মধ্যে সালাত অন্যতম।

৪. হজের অনেক —— রয়েছে।

৫. ইহরাম —— শব্দ।

বাম পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে ডান পাশের সাথে মিল কর

বাম পাশ	ডান পাশ
১. ৯ই যিলহজ	কুরবানির দিবস
২. ১০ই যিলহজ	আরাফার দিবস
৩. আকিকা করা	উত্তম
৪. mšÍvb জন্মের সপ্তম দিনে চারটি কাজ করা	g¯Ívnve
৫. আকিকা mšÍvb জন্মের সপ্তম দিনে করা	সুন্নাত

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. যাকাতের সংক্ষিপ্ত ধারণা বর্ণনা কর?

২. হজের ওয়াজিব কয়টি ও কী কী?

৩. যাকাত ফরয হওয়ার শর্তগুলো কী কী?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. যাকাতের ধর্মীয় ও নৈতিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।

২. সাম্য ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় হজের ভূমিকা বর্ণনা কর।

৩. ev¯Íe জীবনে আত্মত্যাগী হতে কুরবানির শিক্ষা বর্ণনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

1| ÔnRÕ k‡ãi A_ Kx ?

K) msKí Kiv L) whqviZ Kiv

M) ZvIqvd Kiv N) mvC Kiv|

2| nR I Dgivn ci ci Kivi gva¨‡g `ixfZ nq Ñ

i. `wi`¨Zv

ii. Afve

iii. cvc

†KvbwU mwVK?

K) i I ii L) i I iii

M) ii I iii N) i, ii I iii

3| n‡Ri dih KqwU?

K) wZb L) Pvi

M) cvP N) `k|

নিচের Ab‡"Q`wU **পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও**

dinv` mv‡ne GKRb e¨emvqx| wZwb cwZ ighvb gv‡m m¤ú‡`i wnmve K‡ib Ges wbw`ó cwigvY m¤ú` Mwie-`tLx‡`i gv‡S weZiY K‡ib|

4| dinv` mv‡n‡ei Kv‡Ri gva¨‡g kixq‡Zi †Kvb weavbwU Av`vq n‡q‡Q?

K) g¯—vnve L) mbvZ

M) IqvwRe N) dih|

5| dinv` mv‡n‡ei gvbwmKZvi d‡j wZwb ciKv‡j Kx cv‡eb?

K) ci¯<vi L) wbivcËv

M) wZi¯<vi N) AwaKvi|

সৃজনশীল প্রশ্ন

1. †bQvi mv‡ne e¨emv K‡i cPi m¤úwËi gwjK n‡q‡Qb| wZwb `B-GK eQi ciciB nReZ cvjb K‡ib| কিন্তু তিনি Zvi Mwie fvB-†evb I mgv‡Ri `wi`-Amnvq †jvK‡`i mv‡_ m¤úK iv‡Lb bv| G wb‡q mgv‡R Pj‡Q bvbv ai‡bi K_vevZv| Gme K_vevZv Zvi PvPv Avãj Kwi‡gi Kv‡b G‡j, wZwb †bQvi‡K ej‡jb, ÔmgvRb abx-Mwi‡ei ^elg¨ f‡j wM‡q mevi cwZ m`q nI|Õ

K. ÔBnivgÕ k‡ãi A_ Kx?

L. ÔevqZjvni nR আল্লাহর cvc¨|Õ ew‡S‡q wj‡Lv|

M. †bQvi mv‡n‡ei Kvhµ‡g Kvi Av‡`k h_vh_fv‡e cvjb nq wbÑ e¨vL¨v Ki|

N. Avãj Kwig mv‡n‡ei gvbwmKZv n‡Ri mvgwRK I mvs¯<wZK `wófw½‡Z gj¨vqb Ki|

2. dviwe mv‡ne GKRb agcivqY e¨w³| GjvKvq GKwU gmwR` wbgv‡Yi Rb¨ RvqMvi c‡qvRb n‡jv| mevB wg‡j GKwU PgrKvi RvqMv wbevPb Kij| RvqMvwU dviwe mv‡n‡ei dmj Drcv`‡bi GKgvÎ Aej¤^b| কিন্তু সবাই wg‡j Ab‡iva Kivq wZwb Zv gmwR‡`i Rb¨ wbt¯^v_fv‡e w`‡Z m¤§Z nb| Zvi G Kv‡R Zvi eo fvB dvnv` mv‡ne অসন্তুষ্ট nb Ges D³ RvqMv w`‡Z cPÊfv‡e evav c`vb K‡ib|

K. whjnR gv‡mi †Kvb Zwi‡L Avivdvq Ae¯’vb Ki‡Z nq?

L. ÔZvIqv‡d K`gÕ ej‡Z Kx eSvq?

M. dviwe mv‡n‡ei Kv‡Ri gva¨‡g Bev`‡Zi †Kvb wk¶wU cKvk †c‡q‡Q? e¨vL¨v Ki|

N. dvnv` mv‡n‡ei Kvhµg nhiZ Beiwng I nhiZ BmgvCj (Av.)-Gi NUbvi Av‡jv‡K we‡klY Ki|

তৃতীয় অধ্যায়
কুরআন ও হাদিস শিক্ষা

কুরআন ও হাদিস ইসলামি শরিয়তের প্রধান দুটি উৎস। ইসলামি শরিয়তের সকল বিধি-বিধান ও নিয়ম পদ্ধতি gjZ এ উৎসদ্বয় থেকেই গৃহীত। কুরআন মাজিদ ও হাদিস শরিফে মানব জীবনের সকল সমস্যার মৌলিক নীতিমালা বর্ণনা করা হয়েছে। এসব gjbxwZi আলোকেই ইসলামের সকল বিধি বিধান প্রণীত হয়েছে। কুরআন ও হাদিসের নীতিমালার বাইরে কোনো কিছু ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং ইসলাম m¤ú‡K জ্ঞান লাভ করতে হলে কুরআন মাজিদ ও হাদিস শরিফ m¤ú‡K জ্ঞান অর্জন করতে হবে। এ অধ্যায়ে আমরা আল-কুরআন ও হাদিসের কতিপয় বিষয় m¤ú‡K শিক্ষা লাভ করব।

এ অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী-

- আল-কুরআনের পরিচয় ও শিক্ষা বর্ণনা করতে পারবে।
- তাজবিদের নিয়মাবলি বর্ণনা করতে পারবে।
- নির্বাচিত পাঁচটি সুরার cUfwg (শানে নুযুল) বর্ণনা করতে পারবে।
- বিশুদ্ধ D"Pvi‡Y কুরআনের পাঁচটি সুরা অর্থসহ মুখস্থ বলতে ও gj বক্তব্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- বিশুদ্ধভাবে কুরআন পাঠে আগ্রহী হবে।
- Avqv Zj কুরসি ও সুরা হাশরের শেষ তিন আয়াত মুখস্থ বলতে এবং অর্থ লিখতে পারবে।
- নৈতিক ও আদর্শ জীবন গঠনের ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনের fwgKv ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- cv_bvgjK তিনটি হাদিস অর্থসহ বর্ণনা করতে পারবে।
- নৈতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে হাদিসের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবে।
- কুরআন ও হাদিসের শিক্ষা অনুযায়ী সামাজিক ও নৈতিক জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ হবে।

পাঠ ১
কুরআন মাজিদ

পরিচয়

কুরআন শব্দটি আরবি। এটি কারউন (قَرْءٌ) শব্দমূল থেকে উদ্ভত। কারউন অর্থ পড়া বা পাঠ করা। অতএব, কুরআন শব্দের অর্থ হলো পঠিত। আল-কুরআন পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি পঠিত কিতাব। প্রত্যেক দিনই লক্ষ-কোটি মুসলমান এ গ্রন্থ তিলাওয়াত করে থাকে। আমরা পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে এ গ্রন্থ থেকে বিভিন্ন সুরা ও আয়াত পাঠ করে থাকি। এ জন্য এ কিতাবের নাম রাখা হয়েছে আল-কুরআন।

ইসলামি পরিভাষায়, আল্লাহ তাআলা মানবজাতির হেদায়াতের জন্য হযরত জিবরাইল (আ.)-এর মাধ্যমে মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর ওপর যে কিতাব নাযিল করেছেন তাকেই আল-কুরআন বলা হয়। এটি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব। সর্বকালের সকল মানুষের জন্য এ কিতাব হেদায়াতের উৎস।

আল-কুরআন 'লাওহে মাহফুযে' বা সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ। এটি প্রথমে কদরের রাতে প্রথম আসমানের 'বায়তুল ইয্যাহ' নামক স্থানে এক সাথে নাযিল করা হয়। এরপর সেখান থেকে আল-কুরআন আমাদের প্রিয়নবি (স.)-এর ওপর নাযিল করা হয়। মহানবি (স.)-এর ৪০ বছর বয়সে হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকাকালে সর্বপ্রথম সুরা আলাকের ৫টি আয়াত অবতীর্ণ হয়। তারপর রাসুলুল্লাহ (স.)-এর জীবদ্দশায় প্রয়োজন অনুসারে অল্প অল্প করে নাযিল করা হয়। এভাবে ২৩ বছরে খন্ড খন্ড আকারে পুরো কুরআন নাযিল হয়।

আল-কুরআনের miwmgn দুইভাগে বিভক্ত। যথা- মাক্কি ও মাদানি। মহানবি (স.) আল্লাহর নির্দেশে নবুয়তের ত্রয়োদশ বর্ষে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন। নবি কারিম (স.)-এর এ হিজরতের c‡e নাযিল হওয়া miwmgn মাক্কি সুরা হিসেবে পরিচিত। এ miwmg‡n সাধারণত আকাইদ msµvšÍ welqmgn eYbv করা হয়েছে। যেমন- তাওহিদ, রিসালাত, আখিরাত, বেহেশত-দোযখ, কিয়ামত ইত্যাদি হলো মাক্কি সুরাগুলোর welqe¯'| অন্যদিকে মহানবি (স.)-এর মদিনায় হিজরতের পর নাযিলকৃত miwmgn‡K মাদানি সুরা বলা হয়। এ miwmg‡n সালাত, যাকাত, সাওম, হজ, জিহাদ, হালাল-হারাম, মানবিক ও নৈতিক gj¨‡eva m¤úwKZ বিধি-বিধান বর্ণনা করা হয়েছে।

আল-কুরআনের বেশ কিছু নাম রয়েছে। আল-কুরআনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের আলোকে এ bvgmgn রাখা হয়েছে। এগুলো আল-কুরআনের বিশেষ মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যের পরিচয় বহন করে। নিম্নে এর কতিপয় নাম উল্লেখ করা হলো-

ক. আল-ফুরকান (পার্থক্যকারী) : আল-কুরআন সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্যকারী। এ জন্য একে আল-ফুরকান বলা হয়।

খ. আল-হুদা (হেদায়াত, পথপ্রদর্শন) : কুরআন মাজিদের মাধ্যমে ন্যায় ও সত্যের দিকে পথ প্রদর্শন করা হয় বলে একে আল-হুদা নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

গ. আর রাহমাহ (রহমত, দয়া, করুণা) : পবিত্র কুরআন বিশ্ববাসীর জন্য রহমত ও করুণাস্বরূপ। তাই একে রাহমাহ বলা হয়েছে।

ঘ. আয-যিকর (উপদেশ, আলোচনা) : কুরআন মাজিদে বহু ঘটনার আলোচনা ও বহু উপদেশ রয়েছে। তাই একে যিকর নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

ঙ. আন-নুর (জ্যোতি, আলো) : পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে হালাল-হারামের রহস্য উদ্ভাসিত হয়, তাই একে 'নুর' বলা হয়।

কুরআন মাজিদ ৩০টি (ত্রিশটি) ভাগে বিভক্ত। এর প্রতিটি ভাগকে এক একটি পারা বলা হয়। এর সুরা সংখ্যা মোট ১১৪টি। এগুলোর মধ্যে ৮৬টি সুরা মাক্কি এবং ২৮টি সুরা মাদানি। আল-কুরআনে সর্বমোট ৭টি মনযিল, ৫৫৪টি রুকু ও ১৪টি সিজদার আয়াত রয়েছে। এর আয়াত সংখ্যা সর্বমোট ৬২৩৬টি, মতান্তরে ৬৬৬৬টি।

আল-কুরআনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

আল-কুরআন অত্যন্ত গুরুZcY মহাগ্রন্থ। আল-কুরআন আমাদের আল্লাহ তাআলার পরিচয় দান করে। আমরা আল্লাহ তাআলাকে চিনতাম না। তাঁর ক্ষমতা ও গুণাবলি m¤úK জানতাম না। আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহ করে আমাদের প্রিয়নবি (স.)-এর ওপর কুরআন মাজিদ নাযিল করেন। মহানবি (স.) আমাদের আল-কুরআন শিক্ষা দেন। ফলে আমরা আল্লাহ তাআলার পরিচয় লাভ করি। তাঁর আদেশ-নিষেধ জানতে পারি। কী কাজ করলে তিনি খুশি হন আর কোন কাজ করলে তিনি অসন্তুষ্ট হন তা-ও জানতে পারি। আল-কুরআন না থাকলে এগুলো সম্ভব হতো না। অতএব বোঝা গেল যে, মানব জীবনে আল-কুরআনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

আল-কুরআন মানব জাতির হেদায়াতের প্রধান উৎস। কোন পথে চললে মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ লাভ করবে আল-কুরআন তা আমাদের দেখিয়ে দেয়। cwc-cY¨, ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ ইত্যাদির পরিচয় দান করে। আল-কুরআনের নির্দেশনামতো চলে আমরা কল্যাণ লাভ করতে পারি। আখিরাতে আল-কুরআন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। দুনিয়াতে যে ব্যক্তি আল-কুরআনের নির্দেশ মেনে চলবে সে হবে মহাসৌভাগ্যশালী। সে পাবে চিরশান্তির জান্নাত। আর যে কুরআন মাজিদের আদেশ নিষেধ মানবে না তার স্থান হবে যন্ত্রণাদায়ক জাহান্নামে।

আল-কুরআন আমাদের নৈতিক ও মানবিক আদর্শ শিক্ষা দেয়। আল-কুরআন অনুসরণ করে আমরা উত্তম চরিত্রবান ও আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারি। ফলে সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হবে। অন্যায়, অত্যাচার, দুর্নীতি ইত্যাদি `ixfZ n‡e।

কুরআন মাজিদ সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব। এটি কোনো নির্দিষ্ট এলাকা বা নির্দিষ্ট জাতির জন্য নাযিল হয় নি। বরং এটি সর্বজনীন ও সর্বকালীন মহাগ্রন্থ। কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ আসবে সকলের হিদায়াতের জন্য এ কুরআন নাযিল হয়েছে।

আল-কুরআনের শিক্ষা

কুরআন মাজিদ জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস। এটি যাবতীয় জ্ঞানের ভাণ্ডার। এছাড়া মানুষের জীবনে যেসব সমস্যার উদ্ভব হয়ে থাকে তার সমাধানের ব্যাপারে এতে ইঙ্গিত রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ

অর্থ : "আমি এ কিতাবে কোনো কিছুই বাদ দেই নি।" (সুরা আল-আনআম, আয়াত ৩৮)

আল-কুরআনের সকল জ্ঞান ও শিক্ষাই m¯úó| সংক্ষিপ্ত ও প্রামাণ্য। এতে উল্লেখিত সকল প্রকার আদেশ-নিষেধ ও বিধি-বিধান সমগ্র বিশ্বের সকল মানুষের জন্য গ্রহণযোগ্য, যুগোপযোগী ও যুক্তিসংগত। এ কিতাবে কোনোরূপ সন্দেহের অবকাশ নেই। এটি সকল প্রকার ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে। আল-কুরআনের প্রথমেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন-

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ

অর্থ : "এটি সেই কিতাব, যাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।" (miv আল-বাকারা, আয়াত ২)

আল-কুরআন ইসলামি শরিয়াহ'র প্রধান উৎস। মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক জীবন কেমন হবে তা এ কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। মানুষ কীভাবে ইবাদত করবে, কীভাবে চরিত্র গঠন করবে তাও এ কিতাবে উল্লেখ রয়েছে।

প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ হযরত শাহ ওয়ালি উল্লাহ (র.)-এর মতে, আল-কুরআনে বহু জ্ঞানের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এগুলো মোট পাঁচভাগে বিভক্ত। যথা-

১. ইলমুল আহকাম বা বিধি-বিধান m¤úwKZ জ্ঞান।

২. ইলমুল মুখাসামা বা বিতর্ক বিদ্যা।

৩. ইলমুত তাযকির বি আলা ইল্লাহ বা আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ ও নিদর্শন m¤úwKZ জ্ঞান।

৪. ইলমুত তাযকির বি আইয়ামিল্লাহ বা আল্লাহ তাআলার সৃষ্টিজগতের অবস্থা, তাঁর প্রদত্ত পুরস্কার ও kw¯Í সংক্রান্ত জ্ঞান।

৫. ইলমুত তাযকির বিল মাউত ওয়ামা বাদাল মাউত বা মৃত্যু ও পরকাল m¤úwKZ জ্ঞান।

প্রকৃতপক্ষে আল-কুরআন মানবজাতির মহামুক্তির সনদ। এটি মানুষকে আলোর দিকে পরিচালনা করে। শান্তি ও কল্যাণের পথ দেখায়। সুতরাং আমরা আল-কুরআন পড়ব। এর অর্থ জানব এবং তদনুযায়ী আমল করব। আল-কুরআনের জ্ঞান শিক্ষা করে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করব।

কাজ : এ পাঠ পড়ে কুরআন মাজিদের শিক্ষা m¤ú‡K শিক্ষার্থী যা জানতে পেরেছে তা তার পাশের eÜ‡K বলবে।

পাঠ ২

তাজবিদ (اَلتَّجْوِيْدُ)

কুরআন মাজিদ তিলাওয়াতে অনেক সাওয়াব পাওয়া যায়। এটি সর্বশ্রেষ্ঠ নফল ইবাদত। এর দ্বারা বান্দা বিরাট সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হয়। শুধু তিলাওয়াতকারীই নয় বরং তিলাওয়াতকারীর মাতাপিতাও এতে সম্মানিত হন। হাদিসে এসেছে–যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তদনুযায়ী আমল করে, কিয়ামতের দিন তার পিতামাতাকে মুকুট পরানো হবে। এ gK‡Ui J¾j¨ m‡hi আলোর চেয়েও বেশি হবে। অন্য একটি হাদিসে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই উত্তম যে কুরআন শেখে এবং অপরকেও শিক্ষা দেয়।' (বুখারি)

তিনি আরও বলেছেন, "তোমরা কুরআন তিলাওয়াত কর। কেননা কিয়ামতের দিন তা নিজ পাঠকারীদের জন্য সুপারিশ করবে।" (মুসলিম)

অতএব বোঝা গেল কুরআন তিলাওয়াত অত্যন্ত dvhjZcY আমল। আমরা বেশি বেশি নিয়মিত কুরআন পড়ব এবং অন্যকেও কুরআন পড়তে উৎসাহিত করব।

তাজবিদের গুরুত্ব

সহিহ শুদ্ধভাবে কুরআন পাঠের রীতিকে তাজবিদ বলে। আল-কুরআন তিলাওয়াতের ফযিলত লাভের জন্য সহিহ-শুদ্ধভাবে কুরআন পড়তে হবে। আর এ জন্য তাজবিদের জ্ঞান অর্জন করা অত্যন্ত প্রয়োজন। তাজবিদ অনুসারে কুরআন তিলাওয়াত করা ওয়াজিব। তাজবিদ অনুসারে কুরআন না পড়লে পাঠকারী গুনাহগার হবে এবং তার নামায শুদ্ধ হবে না। তাজবিদ অনুযায়ী কুরআন পড়া m¤úK আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ۝

অর্থ : "আপনি ধীরে ধীরে ও m¯úó fv‡e কুরআন তিলাওয়াত করুন ।" (সুরা আল-মুয্যাম্মিল, আয়াত ৪)

একটি হাদিসে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, "ইলমে কুরআনে পারদর্শী ব্যক্তি ঐসব ফেরেশতার দলভুক্ত, যারা নেককার ও আল্লাহর হুকুমে লেখার কাজে e¨¯Í| আর যে ব্যক্তি কষ্টকর হওয়া সত্ত্বেও বারবার চেষ্টা করে কুরআন তিলাওয়াত করে, সে দ্বিগুণ সাওয়াব লাভ করবে।" (বুখারি ও মুসলিম)

সুতরাং আমরা নিয়মিত তাজবিদসহ কুরআন তিলাওয়াত করব। যদি কুরআন তিলাওয়াত করতে কষ্ট হয় তবু পড়তে চেষ্টা করব। কোনো অবস্থাতেই কুরআন তিলাওয়াত ত্যাগ করব না। আর তাজবিদ শিক্ষা করব। এতে আমরা বিরাট সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হতে পারব।

পাঠ ৩

নুন সাকিন ও তানবিনের বর্ণনা

নুন সাকিন : জযমযুক্ত নুনকে নুন সাকিন বলা হয়। অর্থাৎ যে নুনের ওপর জযম (ـْـ) থাকে তাকে নুন সাকিন বলে। যেমন- اَنْ-إِنْ-أُنْ

তানবিন : দুই যবর (ـًـ), দুই যের (ـٍـ) ও দুই পেশকে (ـٌـ) তানবিন বলা হয়। তানবিনের মধ্যে একটি জযম যুক্ত নুন উহ্য অবস্থায় থাকে। D"Pvi‡Yi সময় তা প্রকাশ পায়। যেমন- رَجُلٌ - এর D"PviY হবে رَجُلُنْ -এর মতো। অর্থাৎ ل (লাম) হরফের তানবিনের বদলে ل-এর ওপর পেশ ও নুনসাকিন পড়া হয়।

নুন সাকিন ও তানবিনের হুকুম

নুন সাকিন ও তানবিনের D"PviY একই রকম। এজন্য এ দুটির বর্ণনা ZvRwe`kv‡¯¿ একসাথে করা হয়। তাজবিদে নুনসাকিন ও তানবিনের হুকুম চারটি। অর্থাৎ চারটি নিয়মে নুনসাকিন ও তানবিনকে পড়তে হয়।

এগুলো হলো-

১. ইদগাম (اِدْغَامٌ)

২. ইখফা (اِخْفَاءٌ)

৩. ইযহার (اِظْهَارٌ)

৪. কালব (قَلْبٌ)

নিcg আমরা এগুলো m¤ú‡K জানব।

ইদগাম

ইদগাম শব্দের অর্থ মিলিয়ে পড়া, এক জিনিসকে অন্য জিনিসের সাথে মেলানো। এক হরফকে অন্য হরফের সাথে মিলিয়ে সন্ধি করে পড়া।

পরিভাষায় নুনসাকিন বা তানবিনের পর ইদগামের ছয়টি হরফ থেকে কোনো একটি হরফ থাকলে নুন সাকিন বা তানবিনের সাথে ঐ হরফকে সন্ধি করে মিলিয়ে পড়াকে ইদগাম বলা হয়।

ইদগামের ফলে উভয় হরফ একই সময়ে D"PwiZ হয়। ইদগামের ফলে নুন সাকিন বা তানবিনের পরবর্তী হরফটি তাশদিদ (ـــّـــ) যুক্ত হয়। যেমন- مَنْ رَّبُّكَ

ইদগামের হরফ মোট ছয়টি। যথা-

ي – ر- م – ل – و – ن

এগুলোকে একত্রে يَرْمُلُوْنَ বলা হয়। ইদগাম মোট দুই প্রকার। যথা :

ক. গুন্নাহসহ ইদগাম

খ. গুন্নাহ ছাড়া ইদগাম

ক. গুন্নাহসহ ইদগাম : নুনসাকিন বা তানবিনের পর ي – و- م –ن এই চারটি হরফের যেকোনো একটি আসলে নুনসাকিন বা তানবিনকে ঐ হরফের সাথে মিলিয়ে এক আলিফ সময় পরিমাণ গুন্নাহ করে পড়তে হয়। একে গুন্নাহসহ ইদগাম বলে। এর অপর নাম ইদগামে নাকিস। যেমন- حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ-مَنْ يَّقُوْلُ এখানে نْ নুন সাকিন ও তানবিন এর পর ইয়া (ي) এবং ن (নুন) হরফ আসায় নুনসাকিন ও তানবিনকে ইয়া ও নুন এর সাথে মিলিয়ে এক আলিফ সময় পরিমাণ গুন্নাহ করে পড়তে হয়।

খ. গুন্নাহ ছাড়া ইদগাম : নুন সাকিন বা তানবিনের পর ر - ل (রা, লাম) এ দুটি হরফের কোনো একটি হরফ আসলে নুন সাকিন বা তানবিনকে গুন্নাহ না করে ঐ হরফের সাথে মিলিয়ে পড়তে হয়। একে গুন্নাহ ছাড়া ইদগাম বলে। এর অন্য নাম ইদগামে কামিল। যেমন : مِنْ لَّدُنْكَ-غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

ওপরের উদাহরণ দুটিতে নুন সাকিন ও তানবিনের পরে ر (রা) এবং ل (লাম) হরফ এসেছে। ফলে নুন সাকিন ও তানবিনকে এদের সাথে মিলিয়ে পড়তে হবে। তবে এক্ষেত্রে গুন্নাহ করা যাবে না।

ব্যতিক্রম : ইদগামের নিয়মে আমরা কিছু ব্যতিক্রম দেখতে পাই। যেমন- صِنْوَانٌ-بُنْيَانٌ-دُنْيَا

এ kãmg‡n নুনসাকিনের পর ي ইয়া এবং و (ওয়াও) হরফ এসেছে। কিন্তু এখানে ইদগামের নিয়মে নুনসাকিনকে পরবর্তী হরফের সাথে মিলিয়ে তাশদিদসহ পড়া হয় না। এর কারণ হলো- ইদগামের উদ্দেশ্য হলো শব্দের D"PvivY‡K সহজ করা। এসব শব্দে মিলিয়ে পড়লে D"PvivY কঠিন হয়ে যায়। এজন্য এ শব্দগুলোতে ইদগাম হয় না।

ইখফা (اِخْفَاءٌ)

ইখফা অর্থ গোপন করে পড়া। ইখফার হরফ ১৫টি। যথা-

ت- ث - ج- د- ذ- ز - س- ش- ص- ض- ط- ظ- ف- ق- ك

নুনসাকিন বা তানবিনের পর ইখফার হরফ থেকে যেকোনো একটি হরফ এলে উক্ত নুনসাকিন বা তানবিনকে চন্দ্রবিন্দু D"PvivY করার মতো নাসিকা সংযোগে গোপন করে এক আলিফ সময় পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়াকে ইখফা বলে।

নুনসাকিনের মধ্যে ইখফার উদাহরণ :

مِنْ تَحْتِهَا - مُنْذِرِيْنَ - مِنْكُمْ - مِنْ سِجِيْلٌ - مَنْ فَعَلَ - عِنْدِىْ

তানবিনের মধ্যে ইখফার উদাহরণ :

ذَرَّةٍ شَرًّا - نِعْمَةٍ تُجْزٰى - ظِلًّا ظَلِيْلًا

ইযহার (اِظْهَارٌ)

ইযহার শব্দের অর্থ ¯úó করে পড়া, প্রকাশ করে দেওয়া ইত্যাদি। তাজবিদের পরিভাষায় নুন সাকিন বা তানবিনের পর ইযহারের কোনো একটি হরফ আসলে ঐ নুন সাকিন বা তানবিনকে গুন্নাহ না করে ¯úóভাবে নিজ মাখরাজ থেকে পড়াকে ইযহার বলে।

ইযহারের হরফ মোট ছয়টি। যথা- غ ع خ ح ه ء

এ হরফগুলোকে হরফে হালকি বলা হয়।

উদাহরণ مِنْهُمْ - مِنْ خَيْرٍ - عَزِيْزٌ عَلَيْهِ

কালব বা ইকলাব قَلْبٌ বা اِقْلَابٌ

কালব বা ইকলাব অর্থ পরিবর্তন করে পড়া। তাজবিদের পরিভাষায় নুনসাকিন বা তানবিনের পর ب (বা) হরফ আসলে ঐ নুনসাকিন বা তানবিনকে মিম (م) দ্বারা পরিবর্তন করে এক আলিফ পরিমাণ গুন্নাহসহ পড়াকে কালব বা ইকলাব বলে।

ইকলাবের হরফ মাত্র একটি । এটি হলো- ب (বা)। উদাহরণ: مِنْ بَعْدِ - سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ

উল্লেখ্য, কুরআন মাজিদে ইকলাবের অবস্থায় নুন সাকিন বা তানবিনের পাশে ছোট করে মিম হরফটি উল্লেখ থাকে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা নুন সাকিন ও তানবিনের নিয়ম চারটি লিখে একটি চার্ট তৈরি করবে এবং শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে

পাঠ ৪

মিমসাকিনের বর্ণনা

মিমসাকিন : জযমযুক্ত মিম (م) কে মিমসাকিন বলে। অর্থাৎ মিম হরফের ওপর জযম (ـْـ) থাকলে তাকে মিম সাকিন বলা হয়। যেমন- لَكُمْ

মিম সাকিন পড়ার নিয়ম তিনটি: যথা-

ক. ইযহার (اِظْهَارٌ)

খ. ইদগাম (اِدْغَامٌ)

গ. ইখফা (اِخْفَاءٌ)

ইযহার

ইযহার অর্থ ¯úó করে পড়া। মিম সাকিনের পর ب(বা) এবং م (মিম) ছাড়া অন্য যে কোনো হরফ আসলে ঐ মিম সাকিনকে ¯úó করে গুন্নাহ ব্যতীত নিজ মাখরাজ থেকে পড়াকে মিম সাকিনের ইযহার বলা হয়। যথা-

لَكُمْ دِيْنُكُمْ - اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ

ইদগাম

ইদগাম অর্থ মিলিয়ে পড়া। জযমযুক্ত মিম-এর পর হরকত যুক্ত মিম এলে উভয় মিমকে একসাথে মিলিয়ে এক আলিফ পরিমাণ গুন্নাহ করে পড়াকে ইদগাম বলে। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় মিমের ওপর তাশদিদ যুক্ত হয়। যেমন- فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ

ইখফা

ইখফা অর্থ গোপন করে পড়া। মিম সাকিনের পর ب (বা) আসলে ঐ মিম সাকিনকে এক আলিফ সময় পরিমাণ গুন্নাহ করে পড়তে হয়। একে মিম সাকিনের ইখফা বলে। যথা-

عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ - وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ

কাজা : মিম সাকিন পড়ার নিয়ম তিনটি শিক্ষার্থী খাতায় লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ৫

নাযিরা তিলাওয়াত

নাযিরা তিলাওয়াত হলো দেখে দেখে কুরআন মাজিদ তিলাওয়াত করা। নাযিরা তিলাওয়াতের ফযিলত অনেক। কুরআন মাজিদ তিলাওয়াতের ফযিলতের বর্ণনা আমরা জেনেছি। অতএব আমরা নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করব এবং এর পূর্ণ ফযিলত লাভ করতে চেষ্টা করব।

কুরআন তিলাওয়াতের আদব

কুরআন মাজিদ আল্লাহ তাআলার বাণী। আল্লাহ তাআলা যেমন মহান তেমনি তাঁর পবিত্র কালামও মহান। আল্লাহর কালামের মর্যাদা অন্য সব কালামের চেয়ে এত বেশি, যেমন আল্লাহতাআলার মর্যাদা mg¨Í সৃষ্টিজগতের চেয়ে বেশি। অতএব, m‡ev”P সম্মান ও আদবের সাথে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করতে হবে। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের কতিপয় আদব নিচে উল্লেখ করা হলো :

ক. cYi‡c ওযু করে পাক-পবিত্র স্থানে বসা।

খ. কেবলামুখী হয়ে নামাযের অবস্থার মতো বসা।

গ. তিলাওয়াতের আগে কয়েক বার দুরদ শরিফ পড়া।

ঘ. আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ বলে তিলাওয়াত শুরু করা।

ঙ. হিফয বা মুখস্থ করার নিয়ত না থাকলে ধীরে স্থিরে তাজবিদের সাথে তিলাওয়াত করা।

চ. সক্ষম হলে অর্থ বুঝে তিলাওয়াত করা।

ছ. অর্থ বুঝে না আসলে কুরআন মাজিদের প্রতি ভালোভাবে মনোযোগ দেওয়া।

জ. সুন্দর সুরে তিলাওয়াত করা।

ঝ. তিলাওয়াতের সময় কোনোরূপ কথাবার্তা, হাসি-ঠাট্টা না করা।

ঞ. আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য তিলাওয়াত করা।

ট. তিলাওয়াত শেষে খুব সম্মান ও তাযিমের সাথে কুরআন মাজিদকে পবিত্র উঁচুস্থানে রেখে দেওয়া।

আমরা আদবের সাথে নিয়মিত কুরআন পড়ব। পবিত্র কুরআনের প্রতি যেন কোনোরূপ বেয়াদবী না হয় সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ রাখব।

কাজ :

এ শ্রেণিতে নাযিরা তিলাওয়াতের পাঠ হলো- সুরা বাকারার ৯ম রুকু থেকে ১২তম রুকু পর্যন্ত ।

শিক্ষক প্রথমে দেখে দেখে তাজবিদসহ এ আয়াতগুলো তিলাওয়াত করাবেন। এ সময় শিক্ষার্থীরা মনোযোগ সহকারে শুনবে। কোনো কথা বলবে না, কোনোরূপ হাসি-তামাসা, হট্টগোল করবে না।

এরপর শিক্ষার্থীরা একেকজন করে তিলাওয়াত করবে। শিক্ষক তা শুনবেন। কারো কোনো ভুল হলে তা সংশোধন করে দেবেন। শিক্ষকের নির্দেশনামতো শিক্ষার্থীরা নিজেদের ভুলগুলো সংশোধন করে নেবে।

অতঃপর শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকে পুনরায় তিলাওয়াত করবে এবং শিক্ষক শুনবেন। শুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত শিক্ষক শিক্ষা দেবেন। এভাবে শিক্ষার্থীরা তাজবিদসহ শুদ্ধরূপে কুরআন তিলাওয়াত করতে শিখবে। এরপর বাড়িতে নিয়মিত তিলাওয়াতে Af¨¯Í হবে।

অর্থ ও cUfwgmn কুরআনের কতিপয় miv

পাঠ ৬

miv আল-কাদর (سُوْرَةُ الْقَدْرِ)

সুরা আল-কাদর আল-কুরআনের অত্যন্ত ghv`vmúb সুরা। এটি মক্কা নগরীতে অবতীর্ণ হয়। এর আয়াত সংখ্যা পাঁচটি। সুরা আল-কাদর কুরআন মাজিদের ৯৭তম সুরা। এ সুরায় 'লাইলাতুল কাদর'-এর ফযিলত বর্ণনা করা হয়েছে। এ সুরায় লাইলাতুল কাদর শব্দটি মোট তিনবার এসেছে। এর কাদর শব্দ থেকে এ সুরার নাম রাখা হয় সুরা আল-কাদর।

শানে নুযুল

একদা রাসুলুল্লাহ্ (স.) বনি ইসরাইলের এমন একজন লোক mvúK আলোচনা করছিলেন যিনি mg¯Í রাত ইবাদতে লিপ্ত থাকতেন এবং সারাদিন জিহাদ করতেন। এভাবে এক হাজার মাস যাবৎ অবিরাম আল্লাহ তাআলার ইবাদতে মগ্ন থাকেন। এ বিবরণ শুনে সাহাবিগণ we¯§q প্রকাশ করলেন। অতঃপর নিজেদের মধ্যে এ নিয়ে আফসোস করতে লাগলেন।

সাহাবিগণ ভাবলেন– আমরা এক হাজার মাস ইবাদত করার সুযোগ পাব না। অথচ ceeZxMY বহু বছর বেঁচে থাকতেন। বেশিদিন ইবাদত করার সুযোগ পেতেন। ফলে আমরা ইবাদতের সওয়াবে কোনোদিন তাদের সমান হতে পারব না। সাহাবিগণের আফসোসের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা এ সুরা নাযিল করেন। এতে তিনি জানিয়ে দেন যে, jvBjvZj কদরের এক রাতের ইবাদত হাজার মাস ইবাদত করার চেয়েও উত্তম।

শব্দার্থ

أَنْزَلْنَا	-	আমি অবতীর্ণ করেছি, নাযিল করেছি	تَنَزَّلُ	-	অবতীর্ণ হয়, নাযিল হয়, অবতরণ করে।
لَيْلَةِ	-	রাত, রজনী	الْمَلٰٓئِكَةُ	-	ফেরেশতাগণ
الْقَدْرِ	-	পরিমাণ, ভাগ্য, মর্যাদা, মহিমা	وَالرُّوْحُ	-	আত্মা, জিবরাইল (আ.) এর অপর নাম রুহুল কুদুস বা পবিত্র আত্মা
لَيْلَةُ الْقَدْرِ	-	মহিমান্বিত রাত	إِذْنِ	-	অনুমতি, অনুমোদন
مَا	-	কী, যা	حَتّٰى	-	পর্যন্ত, যতক্ষণ না
خَيْرٌ	-	ভালো, উত্তম	سَلَامٌ	-	শান্তি
أَلْفِ	-	হাজার, সহস্র	مَطْلَعِ	-	আবির্ভাব, উদয়
شَهْرٍ	-	মাস	الْفَجْرِ	-	প্রভাত, ফজরের সময়, ঊষা।

অনুবাদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ○

১. নিশ্চয়ই আমি এটি (আল-কুরআন) অবতীর্ণ করেছি মহিমান্বিত রাতে।

وَمَآ اَدْرٰكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ○

২. আর আপনি কি জানেন এ মহিমান্বিত রাতটি কী?

لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۙ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ○

৩. মহিমান্বিত রাত হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম।

تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ ۙ ○

৪. সে রাতে প্রত্যেক কাজের জন্য ফেরেশতাগণ ও রুহ (জিবরাইল ফেরেশতা) তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে অবতীর্ণ হয়।

سَلٰمٌ ۛ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۤ ○

৫. সে রাতের উষা উদয় হওয়া পর্যন্ত শান্তিই শান্তি (বিরাজ করে)।

ব্যাখ্যা

লাইলাতুল কাদর বা কাদরের রাত অত্যন্ত মর্যাদাবান ও মহিমান্বিত রাত। আল্লাহ তাআলা এ রাতেই পবিত্র কুরআন নাযিল করেন। এ রাতের ইবাদত হাজার মাস একাধারে ইবাদত করার চাইতে উত্তম। এক হাজার মাস ৮৩ বছর ৪ মাসের সমান। আমাদের আয়ুষ্কাল খুবই সীমিত। এ অবস্থায় এ রাতে ইবাদত করলে আমাদের নেকির পরিমাণ অনেক বেড়ে যায়। এটি আল্লাহ তাআলার বিশেষ নিয়ামত স্বরূপ। এ রাতে আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদেরকে রহমত, বরকত ও শান্তির সওগাত দিয়ে প্রেরণ করেন। এ রাতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সুখ-শান্তি ও রহমত বিরাজ করতে থাকে।

শিক্ষা : এ সুরা থেকে আমরা নিম্নোক্ত শিক্ষা পাই:

- jvBjvZj কদর অত্যন্ত মহিমান্বিত রাত।
- এ রাতের ইবাদত হাজার মাসের ইবাদত অপেক্ষা উত্তম।
- এ রাতে ফেরেশতাগণ শান্তি ও কল্যাণ নিয়ে দুনিয়ায় নেমে আসেন।
- এ রাতে সারাক্ষণ শান্তি ও রহমত বর্ষিত হয়।

আমরা যথাযথভাবে jvBjvZj কাদর উদযাপন করব। বেশি বেশি নফল ইবাদত বন্দেগি করব। এ রাতের সামান্য সময়ও আমরা ইবাদত না করে কাটাব না। তাহলে আমরা হাজার মাসের ইবাদত অপেক্ষা বেশি সওয়াব লাভ করব। আল্লাহ তাআলা আমাদের জীবনে শান্তি ও কল্যাণ দান করুন।

কাজ : শিক্ষার্থীরা এ সুরার শানে নুযুল পড়বে এবং তা তাদের খাতায় লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ৭

সুরা আল-বায়্যিনাহ (سُوْرَةُ الْبَيِّنَةِ)

সুরা আল-বায়্যিনাহ আল-কুরআনের ৯৮তম সুরা। এটি পবিত্র মদিনা নগরীতে নাযিল হয়। এর আয়াত সংখ্যা আটটি। এ সুরার প্রথম আয়াতে উল্লিখিত বায়্যিনাহ শব্দ থেকে এ সুরার নামকরণ করা হয়।

শানে নুযুল

রাসুলুল্লাহ (স.)-এর সময়ে মদিনায় ইয়াহুদি, খ্রিস্টান, পৌত্তলিক প্রভৃতি সম্প্রদায় বসবাস করত। এদের মধ্যে ইয়াহুদি ও খ্রিস্টানগণ তাদের কিতাবের মাধ্যমে মহানবি (স.)-এর আগমন m¤úK© জানতে পেরেছিল। এ সময় তারা বলত যে, শেষ নবি আগমন করলে আমরা অবশ্যই তাঁর প্রতি ইমান আনব। কিন্তু নবি কারিম (স.) -এর আবির্ভাবের পর তাদের অনেকেই ইমান আনল না। এমনকি মহানবি (স.) মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করে আসার পরও তারা ইসলাম গ্রহণ করল না। বরং তাদের মধ্যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ইসলাম গ্রহণ করেন। তাদের cevci এই অবস্থা বর্ণনা করে আল্লাহ তাআলা এ সুরা নাযিল করেন।

শব্দার্থ

اَلْبَيِّنَةُ	-	m¯úó প্রমাণ, অকাট্য দলিল	مُخْلِصِيْنَ	-	সরল, বিশুদ্ধ চিত্ত, যারা সকল দোষ থেকে মুক্ত
اَهْلِ الْكِتٰبِ	-	কিতাবিগণ, ইয়াহুদি ও খ্রিস্টানদের আহলে কিতাব বলা হয়।	حُنَفَآءَ	-	হানিফ, একনিষ্ঠ, যারা সঠিক পথের অনুসারী
كَفَرُوْا	-	তারা কুফুরি করেছে, তারা অস্বীকার করেছে	الدِّيْنُ	-	ধর্ম, জীবন বিধান
الْمُشْرِكِيْنَ	-	মুশরিকরা	خٰلِدِيْنَ	-	চিরস্থায়ী, স্থায়ীভাবে অবস্থানকারী
مُنْفَكِّيْنَ	-	যারা we"Qb থাকে, পৃথক থাকে, বিরত থাকে।	شَرُّ	-	নিকৃষ্ট, খারাপ
صُحُفًا	-	সহিফা, পবিত্র গ্রন্থ, আসমানি ছোট কিতাব	الْبَرِيَّةِ	-	সৃষ্টি
مُطَهَّرَةً	-	পবিত্র	خَيْرُ	-	উত্তম, ভালো, শ্রেষ্ঠ
كُتُبٌ	-	কিতাব, বিধি	خَشِيَ	-	বিধান- ভয় করে
تَفَرَّقَ	-	বিভক্ত হলো, পৃথক হলো	تَجْرِى	-	প্রবাহিত হয়
إِلَّا	-	ব্যতীত, ছাড়া	الْاَنْهٰرُ	-	bnimgn, b`xmgn
بَعْدِ	-	পরে	رَضِيَ	-	সন্তুষ্ট হয়েছেন, সন্তুষ্ট

অনুবাদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ○

১. কিতাবিদের মধ্যে যারা কুফরি করেছিল তারা ও মুশরিকরা তাদের নিকট m¯úó প্রমাণ না আসা পর্যন্ত নিজ মতে অবিচল ছিল।

رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۙ

২. আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন রাসুল পবিত্র গ্রন্থ তিলাওয়াত করেন।

فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ؕ

৩. যাতে (সে সহিফায়) রয়েছে সঠিক বিধান।

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ؕ

৪. যাদের কিতাব দেয়া হয়েছিল তারা তো তাদের নিকট m¨úó কিতাব আসার পরই বিভক্ত হলো।

وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۙ حُنَفَآءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ ؕ

৫. তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে, সালাত কায়েম করতে ও যাকাত দিতে। আর এটাই তো সঠিক দীন।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ اُولٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ؕ

৬. নিশ্চয়ই কিতাবিদের মধ্যে যারা কুফরি করে তারা ও মুশরিকরা জাহান্নামের আগুনে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে। তারাই সৃষ্টির অধম।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ○

৭. নিশ্চয়ই যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে তারাই সৃষ্টির মধ্যে উত্তম।

جَزَآؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهٗ ۚ

৮. তাদের প্রতিপালকের নিকট আছে তাদের প্রতিদান– স্থায়ী জান্নাত, যার তলদেশ দিয়ে b`xmgn প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, আর তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। এটা তার জন্য, যে তার প্রতিপালককে ভয় করে।

ব্যাখ্যা

এ সুরার প্রথম কয়েকটি আয়াতে মদিনার ইয়াহুদি ও খ্রিস্টানদের ইমান আনার অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। ইয়াহুদি খ্রিস্টানরা নবি (স.)-এর প্রতি ইমান আনার কথা বলত। কিন্তু তারা রাসুল (স.)-এর প্রতি ইমান আনে নি। অথচ ইমান আনা তাদের জন্য জরুরি ছিল। কেননা তারা ceeZx কিতাবে এ m¤ú‡K জেনেছিল। পরবর্তী AvqvZmg‡n ইমান আনার পুরস্কার এবং না আনার kw¯Í m¤ú‡K বর্ণনা করা হয়েছে। e¯‘Z যারা আল্লাহ ও রাসুলের (স.) প্রতি ইমান আনে তারাই সফলকাম। সমগ্র সৃষ্টিজগতের মধ্যে তারাই শ্রেষ্ঠ। জান্নাতের সকল নেয়ামত তারা উপভোগ করবে। অন্যদিকে যারা আল্লাহর সাথে কুফরি করে তারা তো সকল সৃষ্টির মধ্যে নিকৃষ্ট। তারা অকৃতজ্ঞ। তাদের স্থায়ী ঠিকানা হলো জাহান্নাম।

শিক্ষা : এ সুরার শিক্ষা নিম্নরূপ :

- ইয়াহুদি-খ্রিস্টানরা জানা সত্ত্বেও ইসলাম গ্রহণ করে নি।
- সকলের উচিত আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ইমান আনা।
- ইমানের পর একনিষ্ঠভাবে ইবাদত তথা সালাত, যাকাত ইত্যাদি আদায় করতে হবে।
- কাফির ও পাপীরা হলো নিকৃষ্ট সৃষ্টি। তাদের স্থান জাহান্নাম।
- নেককারগণ সবচেয়ে উত্তম সৃষ্টি। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে।
- আল্লাহ তাআলা নেককারদের ওপর সন্তুষ্ট।

আমরা আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি দৃঢ়ভাবে ইমান আনব। অতঃপর একনিষ্ঠভাবে তাঁদের আনুগত্য করব। তাহলেই আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রতি খুশি হবেন। আমাদের জান্নাত দান করবেন।

কাজ : শিক্ষার্থীরা এ সুরার শিক্ষাগুলো লিখে বাড়ি থেকে একটি চার্ট তৈরি করে নিয়ে আসবে এবং শ্রেণিতে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ৮

সুরা আল-যিলযাল (سُوْرَةُالزِّلْزَالِ)

আল-কুরআনের ৯৯তম সুরা আল-যিলযাল। এ সুরায় আখিরাতের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। সুরার প্রথম আয়াতে উল্লিখিত যিলযাল শব্দ থেকে এর নাম রাখা হয়েছে সুরা আল-যিলযাল। এটি মদিনা নগরীতে অবতীর্ণ হয়। এর আয়াত সংখ্যা আটটি।

শানে নুযুল

একদা জনৈক ব্যক্তি একজন কাফিরকে অতি অল্প পরিমাণ খাদ্য দান করে। অতঃপর সে বলল যে, এ সামান্য দানে কি সওয়াব হবে?

অপর এক ব্যক্তি ছোট ছোট গুনাহ করত। এগুলো থেকে বিরত থাকত না। বরং সে এগুলোকে অবহেলা করত। আর এগুলোর কোনো গুরুত্ব দিত না।

এ দু'অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা এ সুরা নাযিল করেন। আর সকলকে জানিয়ে দেন যে, পুণ্য বা পাপ তা যত ছোটই হোক না কেন কিয়ামতে তার জন্য জবাবদিহি করতে হবে। অতঃপর এগুলোর জন্যও পুরস্কার বা kw¯Í ভোগ করতে হবে।

শব্দার্থ

اِذَا	-	যখন	يَصْدُرُ	-	বের হবে, প্রকাশিত হবে
زُلْزِلَتِ	-	K‖¤úZ হবে	اَشْتَاتًا	-	ভিন্ন ভিন্ন ভাবে, পৃথক পৃথকভাবে
اَلْاَرْضُ	-	জমিন, পৃথিবী, মাটি	اَعْمَالٌ	-	আমলসমূহ
وَاَخْرَجَتِ	-	বের করে দেবে	مِثْقَالٌ	-	পরিমাণ
اَثْقَالَ	-	†ewSvmgn, fimgn	ذَرَّةٌ	-	we`, AY, ক্ষু`Zg Ask
قَالَ	-	বলবে	خَيْرٌ	-	উত্তম, ভালো
يَوْمَئِذٍ	-	সেদিন	شَرٌّ	-	মন্দ, খারাপ, নিকৃষ্ট
تُحَدِّثُ	-	বর্ণনা করবে, কথা বলবে	يَرَهٗ	-	সে তা দেখবে
اَخْبَارَ	-	msev`mgn, Leimgn			

অনুবাদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ۙ

১. যখন পৃথিবী আপন K¤ú‡b প্রবলভাবে cK‖¤úZ হবে।

وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا ۙ

২. আর পৃথিবী যখন তার (অভ্যন্তরস্থ) fvimgn বের করে দেবে।

وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا ۚ

৩. এবং মানুষ বলতে থাকবে এর (পৃথিবীর) কী হলো?

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا ۙ

৪. সেদিন পৃথিবী তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে।

بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا ۝

৫. কেননা আপনার প্রতিপালক তাকে (এজন্য) আদেশ করবেন।

يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا ۙ لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ ۝

৬. সেদিন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে বের হবে, যাতে তাদেরকে তাদের Awgjmgn দেখানো যায়।

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ۝

৭. কেউ অণু পরিমাণ সৎকাজ করলে তা সে দেখবে।

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ۝

৮. আর যে অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে, তাও সে দেখতে পাবে।

ব্যাখ্যা

এ সুরায় কিয়ামত বা মহাপ্রলয়ের বর্ণনা চমৎকারভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। মহান আল্লাহ এক সময় গোটা দুনিয়া ধ্বংস করে দেবেন। তিনি হযরত ইসরাফিল (আ.)-কে শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়ার আদেশ দেবেন। হযরত ইসরাফিল (আ.)-তখন শিঙ্গায় ফুঁক দেবেন। তাঁর শিঙ্গার শব্দে সারা পৃথিবীর mg¨Í নিয়ম-k•Lji ভেঙ্গে যাবে। পৃথিবী চরমভাবে কাঁপতে থাকবে। পৃথিবীর দালানকোঠা, পাহাড়-পর্বত, গাছপালা mg¨Í কিছুই সেদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। আসমান ভেঙ্গে যাবে। fcô তার ভেতরের সব কিছু বের করে দেবে। Keimgn থেকে মানুষ বের হয়ে আসবে। এসব কিছু দেখে মানুষ আশ্চর্যান্বিত হয়ে যাবে। এরপর সকল মানুষ হাশরের ময়দানে একত্র হবে। সেখানে তাদের দুনিয়ার কাজকর্মের হিসাব নেওয়া হবে। ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র কাজকর্মও সেদিন হিসাবের বাইরে থাকবে না। বরং ছোট পাপ করলেও তার kw¨Í পেতে হবে। অন্যদিকে অণু পরিমাণ cY¨ করলেও সেদিন মানুষ তার আমলনামায় দেখতে পাবে। এ পরিমাণ c‡Y¨il প্রতিদান দেওয়া হবে।

শিক্ষা : এ সুরার শিক্ষা নিম্নরূপ:

- কিয়ামতে পৃথিবীর অবস্থা হবে ভয়াবহ। mg¨Í কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে।
- মানুষ মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হবে।
- হাশরের ময়দানে মানুষ নিজ নিজ আমলনামা দেখতে পাবে।
- ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাপ বা cY¨ কোনো কিছুই এ আমলনামায় বাদ পড়বে না।

আমরা সর্বদা কিয়ামত, হাশর ও আখিরাতের কথা স্মরণ রাখব। সেখানে আল্লাহর সামনে আমাদের দাঁড়াতে হবে।

সকল কাজের হিসাব দিতে হবে। c‡c-cY¨ যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন সেদিন তাও আমাদের সামনে উপস্থিত করা হবে। সুতরাং আমরা ছোট বড় কোনো পাপকে অবহেলা করব না, বরং সকল পাপ থেকে বেঁচে থাকব।

কাজ : শিক্ষার্থী সুরা যিলযালের চারটি শিক্ষা তার পাশের সহপাঠীকে বলবে এবং তা খাতায় লিখবে।

পাঠ ৯

সুরা আল-ফিল

সুরা ফিল আল-কুরআনের ১০৫তম সুরা। এটি মক্কা নগরীতে অবতীর্ণ হয়। এর আয়াত সংখ্যা পাঁচটি। ফিল অর্থ হাতি। এ সুরায় nv¯Íevwnbxi করুণ পরিণতির কথা বর্ণনা করা হয়েছে বিধায় এ সুরার নাম রাখা হয়েছে সুরা ফিল।

শানে নুযুল

আরবের ইয়ামান প্রদেশের শাসনকর্তার নাম ছিল আবরাহা। সে ছিল খ্রিস্টান। সে সানআ নামক স্থানে একটি সুন্দর ও বহু মণিমুক্তা খচিত গির্জা তৈরি করে। অতঃপর মানুষকে তার গির্জায় উপাসনার জন্য আহ্বান করে। সে চাইল মানুষ যেন মক্কা শরিফে অবস্থিত পবিত্র কাবাগৃহ ছেড়ে তার গির্জায় উপাসনার জন্য আগমন করে। কিন্তু মানুষ কাবাগৃহকে খুব সম্মান করত। সুতরাং তারা তার আহ্বানে সাড়া দিল না। তারা আগের মতোই কাবাগৃহে উপাসনা করতে লাগল। এতে আবরাহা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। সে চিন্তা করল- কাবাগৃহ ধ্বংস না করলে তার উদ্দেশ্য সফল হবে না। এ জন্য সে ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে কাবাগৃহ ধ্বংসের জন্য মক্কা নগরীর উদ্দেশে যাত্রা করে। সে বহু সৈন্য সংগ্রহ করে এবং ১৩টি বিশালকায় শক্তিশালী হাতি নিয়ে অগ্রসর হয়।

আবরাহার আক্রমণের সংবাদ পেয়ে আব্দুল মুত্তালিব কুরাইশদের পাহাড়ে আশ্রয় নিতে বললেন। আব্দুল মুত্তালিব ছিলেন রাসুলুল্লাহ (স.)-এর দাদা ও কুরাইশদের সর্দার। তিনি জানতেন যে কাবা হলো আল্লাহর ঘর। সুতরাং এ ঘরের রক্ষার দায়িত্বও আল্লাহরই ওপর। আব্দুল মুত্তালিবের নির্দেশে কুরাইশগণ পার্শ্ববর্তী পাহাড়ে আশ্রয় নিল। পরদিন ভোরে আবরাহা তার বাহিনী নিয়ে কাবা অভিমুখে রওয়ানা হলো। এমন সময় আল্লাহ তাআলা সমুদ্রের দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি প্রেরণ করলেন। এগুলো ছিল একপ্রকার ছোট পাখি। এরা দুই পায়ে দুটি এবং ঠোঁটে একটি করে কংকর নিয়ে এলো। অতঃপর এগুলো আবরাহার বাহিনীর ওপর নিক্ষেপ করল। ফলে আবরাহার সৈন্যবাহিনী ধ্বংস হয়ে গেল। আর আবরাহা আহত অবস্থায় পালিয়ে গেল। পরে তার ক্ষতস্থানে পচন ধরে এবং ভয়ঙ্কর কষ্টের পর সে মারা যায়। এভাবে আল্লাহ তাআলা তাঁর ঘরকে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন।

nv¯Íevwnbxi ঘটনাটি ৫৭০ সালে সংঘটিত হয়। আমাদের প্রিয়নবি (স.) এ বছরই জন্মগ্রহণ করেন। এ অলৌকিক ঘটনা তাঁর জন্মের ৫০দিন c‡e ঘটেছিল। আল্লাহ তাআলা এ সুরা নাযিল করে এ বিশেষ ঘটনা সকলকে জানিয়ে দেন।

শব্দার্থ

اَلَمْ تَرَ	-	আপনি কি দেখেন নি?	اَرْسَلَ	-	তিনি প্রেরণ করেন।
كَيْفَ	-	কীভাবে, কীরূপে	طَيْرًا	-	পাখি
اَصْحَابِ	-	সঙ্গীগণ, সাথীগণ, অধিপতি, মালিক	اَبَابِيْلَ	-	আবাবিল, একপ্রকার ছোট পাখি যা ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে
الْفِيْلِ	-	হাতি	حِجَارَةٍ	-	পাথর
اَلَمْ يَجْعَلْ	-	তিনি কি করেন নি?	سِجِّيْلٍ	-	কংকর, নুড়ি পাথর
كَيْدَ	-	ষড়যন্ত্র, গোপন চক্রান্ত, কৌশল	عَصْفٍ	-	তৃণ, খড়-কুটো
تَضْلِيْلٍ	-	ব্যর্থতা, ব্যর্থ করে দেওয়া	مَاْكُوْلٍ	-	ভক্ষিত, যা ভক্ষণ করা হয়েছে।

অনুবাদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ○

১. আপনি কি দেখেন নি, আপনার প্রতিপালক n¡¯Í বাহিনীর প্রতি কিরূপ আচরণ করেছিলেন?

اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِىْ تَضْلِيْلٍ ○

২. তিনি কি তাদের কৌশল ব্যর্থ করে দেন নি ?

وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ○

৩. আর তিনি তাদের প্রতি ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি প্রেরণ করেন।

تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ○

৪. সেগুলো তাদের ওপর কংকর জাতীয় পাথর নিক্ষেপ করে।

فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ○

৫. অতঃপর তিনি তাদের ভক্ষিত তৃণসদৃশ করেন।

ব্যাখ্যা

ইয়ামানের বাদশাহ আবরাহা ছিল অনেক abm¤ú` ও সৈন্য-সামন্তের অধিকারী। তার ছিল বিশাল nv¯Íevwnbx| কিন্তু আল্লাহ তাআলার কুদরতের তুলনায় এসব abm¤ú`, ক্ষমতা কিছুই না। বরং আল্লাহ তাআলা যা চান তা-ই হয়। তিনি যাকে যেভাবে B"Qv লাঞ্ছিত, অপমানিত করতে পারেন।

আবরাহা গর্ব ও অহংকারবশত আল্লাহ তাআলার সাথে শত্রুতা করে। ফলে সে ধ্বংস হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা ছোট ছোট পাখির সাহায্যে তার বিশাল বাহিনী ধ্বংস করে দেন। e¯'Z এটা ছিল আল্লাহর কুদরত মাত্র। আল্লাহর সাথে শত্রুতা ও বিরোধিতাকারীদের তিনি এভাবেই ধ্বংস করে থাকেন।

শিক্ষা : এ সুরার শিক্ষা নিম্নরূপ:

- আল্লাহদ্রোহীদের আল্লাহ তাআলা দৃষ্টান্তমূলক kv¯Í দেন।
- তিনি তাদের mg¯Í কলাকৌশল ব্যর্থ করে দেন।

আমরা আল্লাহ তাআলার অসীম ক্ষমতা m¤ú‡K বিশ্বাস রাখব। তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলব। তাঁর দীনের সাথে কখনো শত্রুতা করব না।

কাজ : সুরা ফিল নাযিল হওয়ার cUfvg m¤ú‡K শিক্ষার্থী eÜ‡K বলবে এবং এ সুরার শিক্ষা নিয়ে তার সাথে আলোচনা করবে।

পাঠ ১০

সুরা কুরাইশ

সুরা কুরাইশ হলো মাক্কি সুরা। এর আয়াত সংখ্যা চারটি। এটি আল-কুরআনের ১০৬তম সুরা। এ সুরায় মক্কা নগরীর কুরাইশদের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এজন্য এর নাম রাখা হয়েছে সুরা কুরাইশ।

শানে নুযুল

পবিত্র কাবাগৃহ মক্কা নগরীতে অবস্থিত। এ গৃহের রক্ষণাবেক্ষণ ও সেবার দায়িত্ব ছিল কুরাইশ সম্প্রদায়ের ওপর। এজন্য কুরাইশগণ বহু সুযোগ সুবিধা লাভ করত। লোকজন তাদের সম্মান করত। তাদের নেতৃত্ব মেনে চলত। তাদের প্রতি কোনোরূপ অন্যায়-অত্যাচার করার সাহস পেত না। এ সুযোগে তারা সিরিয়া, ইয়ামান প্রভৃতি দেশে ব্যবসায়-বাণিজ্য করত। চোর-ডাকাত, ছিনতাইকারীরা তাদের বাধা দিত না। এমনকি শীত-গ্রীষ্মের cwZKj পরিবেশেও তারা সকলের সহযোগিতায় নির্বিঘ্নে ব্যবসায়-বাণিজ্য করতে পারত। তাছাড়া হজ উপলক্ষে বিপুল লোকজন মক্কা নগরীতে আসত, এতে করেও KivBkMY বহু অর্থ-m¤ú` লাভ করত।

কুরাইশদের এসব মানসম্মান ও abm¤ú` ছিল gjZ কাবা গৃহের বদৌলতে। সুতরাং তাদের উচিত ছিল এ গৃহের প্রভুর সেবা করা। অথচ তারা তা করত না। বরং তারা ছিল মুশরিক। তারা gwZcRv করত। আল্লাহর

একত্ববাদে বিশ্বাস করত না। রিসালাত ও আখিরাতেও তারা বিশ্বাস করত না। এমনকি রাসুলুল্লাহ (স.) যখন ইসলামের দাওয়াত শুরু করলেন তখনো তারা তাঁর বিরোধিতা করতে লাগল। এ জঘন্য ও অনৈতিক আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা এ সুরা নাযিল করে তাদের সতর্ক করে দেন।

শব্দার্থ

اِيْلَافِ	-	আসক্তি, অনুরাগ	الَّذِىْٓ	-	যিনি, যে
قُرَيْشٍ	-	কুরাইশ বংশীয় লোক	اَطْعَمَ	-	আহার দিয়েছেন
رِحْلَةَ	-	ভ্রমণ, সফর	هُمْ	-	তাদের
الشِّتَاءِ	-	শীতকাল	جُوْعٍ	-	ক্ষুধা
الصَّيْفِ	-	গ্রীষ্মকাল	اٰمَنَ	-	নিরাপদ করেছেন, নিরাপত্তা দিয়েছেন
هٰذَا	-	এই	خَوْفٍ	-	ভয়-ভীতি
الْبَيْتِ	-	ঘর, বাড়ি			

অনুবাদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

لِاِيْلَافِ قُرَيْشٍ ○

১. যেহেতু কুরাইশের আসক্তি রয়েছে।

اِيْلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ○

২. আসক্তি রয়েছে তাদের শীত ও গ্রীষ্মে সফরের।

فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ○

৩. অতএব, তারা এ ঘরের মালিকের ইবাদত করুক।

اَلَّذِىْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ○

৪. যিনি তাদের ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন আর তাদের নিরাপদ করেছেন ভয়-ভীতি থেকে।

ব্যাখ্যা

এ সুরায় কুরাইশদের নানা নিয়ামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর এসব নিয়ামতের পরিবর্তে তাদের কী করা উচিত এ m¤ú‡K দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

মক্কা নগরীতে কাবা গৃহ অবস্থিত। কাবা হলো আল্লাহর ঘর। এ জন্য আল্লাহ তাআলা মক্কার কুরাইশদের নানা সুবিধা প্রদান করেন। তিনি তাদের সম্মান, মর্যাদা ও নিরাপত্তা দান করেন। ক্ষুধা তৃষ্ণায় খাদ্য, পানীয় দান করেন। সুতরাং তাদের কর্তব্য হলো এসব নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা। যে ঘরের বদৌলতে তারা এসব লাভ করলো সে ঘরের মালিকের ইবাদত করা। কেননা তিনিই তাদের এসব দান করেছেন।

শিক্ষা : এ সুরার শিক্ষা নিম্নরূপ:

- আল্লাহ তাআলা আমাদের খাদ্য-পানীয় ও নিরাপত্তা দান করেন।
- তিনি সকল নিয়ামতের মালিক।
- সকলেরই উচিত তাঁর ইবাদত করা।

অতএব, আমরা সবসময় আল্লাহর ইবাদত করব। তাঁর প্রদত্ত নিয়ামতের জন্য তাঁর শুকরিয়া আদায় করব। তাহলে তিনি আমাদের প্রতি নিয়ামত আরও বাড়িয়ে দেবেন।

কাজ : সুরা কুরাইশের তিনটি শিক্ষা শিক্ষার্থীরা খাতায় লিখবে ও শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ১১

আয়াতুল কুরসি

আলোচ্য আয়াতটি পবিত্র কুরআনের সুরা আল-বাকারার ২৫৫নং আয়াত। এটি আল-কুরআনের সর্বাধিক ghv`vcY আয়াত।

কুরসি শব্দের অর্থ GKe¯'i সাথে অন্য e¯'i মিলানো। এ জন্য চেয়ার বা আসনকে কুরসি বলা হয়। কেননা আসনে অনেক কাঠকে একত্র করা হয়। কুরসি শব্দের অন্য অর্থ হলো সাম্রাজ্য, মহিমা, জ্ঞান ও সিংহাসন। এ আয়াতে আল্লাহ তাআলার পরিচয়, ক্ষমতা, মহিমা ও গৌরবের কথা অত্যন্ত স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এ জন্য এ আয়াতকে AvqvZj Kiwm বলা হয়।

ফযিলত

আয়াতুল কুরসি অত্যন্ত বরকতময় আয়াত। রাসুল (স.) এ আয়াতকে সবচেয়ে উত্তম আয়াত বলে অভিহিত করেছেন। মহানবি (স.) বলেছেন- 'যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয সালাতের পর আয়াতুল কুরসি নিয়মিত পাঠ করে, তার জন্য বেহেশতে প্রবেশের পথে একমাত্র মৃত্যু ব্যতীত আর কোনো বাধা থাকে না।' (নাসাই)

অর্থাৎ মৃত্যুর সাথে সাথেই সে বেহেশতের আরাম-আয়েশ উপভোগ করতে শুরু করবে।

অন্য হাদিসে মহানবি (স.) বলেন, যে ব্যক্তি প্রভাতে ও শয়নকালে Avqv Zj Kiwm পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে সর্বপ্রকার বিপদাপদ থেকে রক্ষা করবেন। (তিরমিযি)

অপর এক হাদিসে এসেছে, একদা, 'রাসুল (স.) উবাই ইবনে কা'বকে জিজ্ঞাসা করলেন- কুরআনের কোন আয়াতটি সবচাইতে শ্রেষ্ঠ ও গুরুত্বcY। উবাই (রা.) বললেন, তা হলো আয়াতুল কুরসি। উত্তর শুনে রাসুল (স.) তা সমর্থন করলেন এবং বললেন- হে আবুল মুনযির [উবাই (রা.)-এর ডাকনাম] এ উত্তম জ্ঞানের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।' (সহিহ মুসলিম)

শব্দার্থ

اِلٰهَ	-	ইলাহ, মাবুদ,	خَلْفَ	-	পেছনে
هُوَ	-	সে, তিনি	لَا يُحِيْطُوْنَ	-	তারা আয়ত্ত করতে পারে না, বেষ্টন করতে পারে না
الْحَيُّ	-	চিরঞ্জীব	شَيْئٍ	-	জিনিস, e¯Í
الْقَيُّوْمُ	-	wPi¯'vqx, সর্বসত্তার ধারক	عِلْمٌ	-	জ্ঞান
لَا تَأْخُذُهٗ	-	তাঁকে ¯úk করে না	شَاءَ	-	তিনি B"Qv করেছেন
سِنَةٌ	-	তন্দ্রা	وَسِعَ	-	তা we¯ÍZ হয়েছে, পরিব্যাপ্ত হয়েছে
نَوْمٌ	-	ঘুম, নিদ্রা	لَا يَئُوْدُهٗ	-	তাঁকে ক্লান্ত করে না, তাঁর জন্য কষ্টকর হয় না
السَّمٰوٰتِ	-	Avmgvbmgn	حِفْظُ	-	রক্ষণাবেক্ষণ
الْاَرْضِ	-	জমিন, পৃথিবী, f-cô	عَلِيٌّ	-	মহান, mD"P
يَشْفَعُ	-	সে সুপারিশ করবে	عَظِيْمٌ	-	শ্রেষ্ঠ, মহান
عِنْدَ	-	নিকট, কাছে			

অনুবাদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ

আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই।

اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ۚ

তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী।

لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ

তন্দ্রা বা নিদ্রা তাঁকে ¯úk করে না।

لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ؕ

আসমান ও জমিনে যা কিছু রয়েছে mg¯Í তাঁরই।

مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ

কে আছে এমন, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করবে?

یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ

তাদের সামনে ও পেছনে যা কিছু আছে সবই তিনি জানেন।

وَلَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ

তিনি যা B"Q\ করেন, তা ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কোনো কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না।

وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ

তাঁর কুরসি আসমান ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত।

وَلَا یَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ

আর এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না।

وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ ○

আর তিনি অতি মহান, সর্বশ্রেষ্ঠ।

তাৎপর্য

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলার পরিচয় অতি সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহ তাআলার গুণাবলি ও ক্ষমতা এ আয়াতে ¯úórূপে ফুটে উঠেছে।

আয়াতের প্রথমেই বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলাই একমাত্র ইলাহ, তিনি ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই। সকল ইবাদত ও প্রশংসা একমাত্র তাঁরই জন্য নির্ধারিত। তিনি অনাদি অনন্ত। তিনি চিরকাল ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন। তাঁর জ্ঞান অসীম, সকল কিছুই তাঁর জ্ঞানের আওতাধীন। তিনি মহান সত্তা। আসমান জমিনের বিশালতা তাঁর কাছে কিছুই না। তিনি ক্লান্তি, নিদ্রা, তন্দ্রা ইত্যাদির ঊর্ধ্বে। এককথায় তিনিই সর্বশক্তিমান, সকল শক্তির আধার, মহান, সর্বশ্রেষ্ঠ।

কাজ : আয়াতুল কুরসি পাঠের ফযিলত একটি কাগজে লিখে তা শিক্ষার্থী পড়ার টেবিলের সামনে ঝুলিয়ে রাখবে।

পাঠ ১২

সুরা হাশরের শেষ তিন আয়াত

সুরা হাশর পবিত্র কুরআনের ৫৯তম সুরা। এ সুরা হাশরের শেষ তিন আয়াত অর্থাৎ ২২, ২৩ এবং ২৪তম আয়াত নিম্নে অর্থসহ উল্লেখ করা হয়েছে।

ফযিলত : এ তিন আয়াতের ফযিলত অত্যন্ত বেশি। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন- যে ব্যক্তি সকালে তিনবার

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

(উচ্চারণ : আউযু বিল্লাহিস সামিইল আলিমি মিনাশ শাইতানির রাজিম।) পাঠ করার পর সুরা হাশরের শেষ আয়াত তিনটি তিলাওয়াত করবে আল্লাহ তাআলা তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা নিয়োগ করে দেবেন। তাঁরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য রহমতের দোয়া করতে থাকবে। সেদিন সে মারা গেলে শহীদের মৃত্যু লাভ করবে। আর সন্ধ্যাকালে যে ব্যক্তি এভাবে পাঠ করবে সেও এ ফযিলত লাভ করবে। (তিরমিযি)

শব্দার্থ

هُوَ	-	সে, তিনি	الْعَزِيْزُ	-	পরাক্রমশালী
الَّذِىْ	-	যে, যিনি	الْجَبَّارُ	-	প্রবল
عَالِمُ	-	জ্ঞানী	الْمُتَكَبِّرُ	-	অতি মহিমান্বিত
اَلْغَيْبِ	-	অদৃশ্য	سُبْحَانَ	-	পবিত্র, মহান
الشَّهَادَةِ	-	দৃশ্যমান, Dc¯’Z	يُشْرِكُوْنَ	-	তারা শিরক করে, অংশীদার স্থাপন করে।
الرَّحْمٰنُ	-	দয়াময়	الْخَالِقُ	-	সৃষ্টিকর্তা, স্রষ্টা
الرَّحِيْمُ	-	পরম দয়ালু	الْبَارِئُ	-	উদ্ভাবনকারী
الْمَلِكُ	-	অধিপতি	الْمُصَوِّرُ	-	রূপকার, রূপদাতা

الْقُدُّوْسُ	-	পবিত্র	الْاَسْمَآءُ	-	b\gmgn
السَّلٰمُ	-	শান্তি	الْحُسْنٰى	-	সুন্দর
الْمُؤْمِنُ	-	নিরাপত্তা দানকারী	يُسَبِّحُ	-	সে তাসবিহ পড়ে, মহিমা ঘোষণা করে
الْمُهَيْمِنُ	-	রক্ষক, রণাবেক্ষণকারী	الْحَكِيْمُ	-	প্রজ্ঞাময়, প্রজ্ঞাবান

অনুবাদ

	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○	দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।
১.	هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ	তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই।
	عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ	তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা।
	هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ○	তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু।
২.	هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ	তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই।
	اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ	তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি
	الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ	তিনিই নিরাপত্তা দানকারী, তিনিই রক্ষক,
	الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ؕ	তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অতীব মহিমান্বিত।
	سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○	তারা যা কিছু শরিক স্থির করে, আল্লাহ তা থেকে পবিত্র, মহান।
৩.	هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ	তিনিই আল্লাহ, সৃষ্টিকর্তা।
	الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ	উদ্ভাবনকর্তা, রূপদাতা।
	لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ؕ	তাঁর জন্যই রয়েছে উত্তম b\gmgn|
	يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ	আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা |KQ আছে mg¯ÍB তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে।
	وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○ ع	তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

ব্যাখ্যা

এ AvqvZmgn আল্লাহ তাআলার গুণবাচক নামে cwicY| আল্লাহ তাআলার এসব গুণবাচক নাম তাঁর ক্ষমতা ও পরিচয়ের স্বরূপ প্রকাশ করে। তিনি সর্বশক্তিমান। আসমান জমিন সবকিছুর মালিক। তিনি যা B"Qv করেন তাই হয়। তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। তিনিই একমাত্র ইলাহ বা মাবুদ। আসমান ও জমিনের সবই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। সুতরাং মানুষের উচিত একমাত্র তাঁরই দাসত্ব করা। সর্বাবস্থায় তাঁরই ইবাদত বন্দেগি করা।

কাজ : শিক্ষার্থীরা সুরা হাশরের শেষের আয়াত তিনটি মুখস্থ করে অর্থসহ খাতায় লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ১৩

আল-কুরআন ও নৈতিক শিক্ষা

আল-কুরআন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব। এটি জ্ঞান বিজ্ঞানের মূল উৎস। নৈতিক ও মানবিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও এ কিতাব বিশেষ fwgKv পালন করে। কুরআন মাজিদ হলো নৈতিকতার আধার। নীতি-নৈতিকতার সকল দিকই এ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। পবিত্র কুরআনে নানাভাবে নৈতিকতার শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। এ পাঠে আমরা নৈতিক শিক্ষা প্রদানে আল-কুরআনের নানা দিকের কথা জানব।

আল-কুরআন আল্লাহ তাআলার বাণী। এতে আল্লাহ তাআলার পরিচয়ও বর্ণনা রয়েছে। এর মাধ্যমে আমরা আল্লাহ তাআলার নানা গুণের পরিচয় পাই। যেমন- তিনি করুণাময়, অসীম দয়ালু, ক্ষমাশীল, ন্যায়পরায়ণ। মহান আল্লাহর ¸Ymg‡n গুণান্বিত হওয়া আমাদের কর্তব্য।

আল-কুরআন থেকে আমরা এসব গুণের পরিচয় লাভ করব। এরপর আমরা এগুলোর চর্চা করব। ফলে নীতি-নৈতিকতার দ্বারা আমরা আমাদের চরিত্র সুন্দর করতে পারব।

দুনিয়াতে আগমনকারী নবি-রাসুলগণের বর্ণনা রয়েছে আল-কুরআনে। এতে তাঁদের পরিচয়, তাঁদের স্বভাব-চরিত্র ইত্যাদির বিবরণ দেওয়া হয়েছে। নবি-রাসুলগণের সফলতা, কৃতিত্বের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। তাঁরা ছিলেন wb®úvc| নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি তাঁদের চরিত্রের fষণ ছিল। তাঁরা ছিলেন মানবজাতির জন্য আদর্শ। আর যারা তাঁদের অনুসরণ করেছে তারাই সফলতা লাভ করেছে। আর আল-কুরআনের শিক্ষার দ্বারাই আমরা তাঁদের অনুসরণ করতে পারি।

আমাদের প্রিয়নবি (স.) ছিলেন নবি-রাসুলগণের সর্দার। তিনি ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। সকল গুণের পরিcY সমন্বয় তাঁর চরিত্রে ঘটেছিল। আল-কুরআনে বলা হয়েছে-

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

অর্থ : নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহ (স.)-এর চরিত্রে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে। (সুরা আহযাব : ২১)

মহানবি (স.)-এর চরিত্র ও নৈতিকতার কথা কুরআন মাজিদে ¯úófv‡e উল্লেখ করা হয়েছে। একবার উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়িশা (রা.)-কে রাসুলুল্লাহ (স.)-এর চরিত্র m¤ú‡K জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন- كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْاٰنُ

অর্থ : আল-কুরআনই তো তাঁর (রাসুলের) চরিত্র।

অর্থাৎ আল-কুরআনের mg¯Í শিক্ষা ও নৈতিকতাই তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। এসব শিক্ষা অনুশীলন করে আমরাও প্রিয়নবি (স.) এর উত্তম চরিত্র ও নৈতিকতার অনুকরণ করতে পারি।

কুরআন মাজিদে ceeZx বহু জাতি ও মানুষের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। যারা তাদের পাপ ও অনৈতিক কাজের জন্য ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল তাদের m¤ú‡K বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। যেমন- আদ জাতি, ছামুদ জাতি, ফেরাউন, নমরুদ, কারুন ইত্যাদি। এসব জাতি ও ব্যক্তিদের বর্ণনা আমাদের অনৈতিকতা থেকে বেঁচে থাকার শিক্ষা দেয়। অতএব, তারা যেসব অনৈতিক কাজ করত তা থেকে আমরা বিরত থাকব। আর সর্বাবস্থায় নৈতিকতার অনুশীলন করব।

নৈতিক জীবনযাপনের জন্য অনেক নির্দেশনা আল-কুরআনে দেয়া হয়েছে। এগুলো আমাদের নৈতিক জীবনযাপনে উৎসাহিত করে। নিচে bxwZgjK K‡qKwU আয়াত উল্লেখ করা হলো:

১. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا ۝

অর্থ : সে-ই সফলকাম হবে যে নিজকে পবিত্র করবে। আর যে নিজকে কলুষিত করবে সেই ব্যর্থ হবে। (সুরা আশ্-শামস, আয়াত ৯-১০)

২. اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ۝

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। (সুরা আল-বাকারা, আয়াত ১৫৩)

৩. اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা ও সদাচারের নির্দেশ প্রদান করেন। (সুরা নাহল, আয়াত ৯০)

৪. وَاَنْ تَعْفُوْٓا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ط

অর্থ : আর ক্ষমা করে দেওয়াই তাকওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী। (সুরা আল-বাকারা, আয়াত ২৩৭)

৫. وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ ج اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا ۝

অর্থ : আর তোমরা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে, নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে (কিয়ামতে) জিজ্ঞাসা করা হবে। (সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত ৩৪)

এভাবে আল-কুরআনের বহু আয়াতে নৈতিক গুণাবলি অনুশীলনের জন্য আদেশ ও উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি অনৈতিক ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকার শিক্ষাও দেওয়া হয়েছে। আমরা অনৈতিকতা থেকে বিরত থাকার জন্য wb‡lagjK কয়েকটি আয়াত নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১. وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ○

অর্থ : তোমরা খাও ও পান কর। তবে অপচয় করো না। নিশ্চয়ই তিনি (আল্লাহ তাআলা) অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না। (সুরা আল-আরাফ, আয়াত ৩১)

২. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ۚ ○

অর্থ : অহংকারবশত তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ কোনো উদ্ধত, অহংকারীকে পছন্দ করেন না। (সুরা লুকমান, আয়াত ১৮)

৩. وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ۭ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ۭ

অর্থ : আর তোমরা একে অপরের পেছনে নিন্দা করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করা পছন্দ করবে? e¯‘Z তোমরা তো একে ঘৃণাই কর। (সুরা হুজুরাত, আয়াত ১২)

এছাড়া আরও অনেক আয়াতের দ্বারা মানবজাতিকে নৈতিকতার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। আমরা এসব শিক্ষা জানব এবং নিজেদের জীবনে ev¯Íevqb করব। ফলে আমাদের চরিত্র সুন্দর হবে। আমরা দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা লাভ করব।

কাজ :

ক. শিক্ষার্থীরা আল-কুরআনের bxwZgjK আয়াত পাঁচটি অর্থসহ একজন অন্যজনের কাছে মুখস্থ বলবে।

খ. শিক্ষার্থীরা bxwZgjK আয়াত পাঁচটি শিক্ষার্থী পড়ার টেবিলের সামনে ঝুলিয়ে রাখার জন্য সুন্দর করে একটি কাগজে লিখে রাখবে।

পাঠ ১৪

gbvRvZgjK wZbwU nw`m

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন মানবতার মহান শিক্ষক। তিনি সর্বদাই মানুষের কল্যাণ কামনা করতেন। কিসে মানুষের ভালো হবে, কী কাজ করলে মানুষ সফলতা লাভ করবে, তা দেখিয়ে দিতেন। দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ লাভের নানা পন্থা তিনি আমাদের দেখিয়ে গেছেন। এর একটি হলো মুনাজাত। তিনি জানতেন আল্লাহ তাআলার নিকট মুনাজাত করার মাধ্যমে আমরা সার্বিক কল্যাণ লাভ করতে পারি। এজন্য তিনি আমাদের বহু মুনাজাত শিক্ষা দিয়েছেন। হাদিসের কিতাবসমূহে gbvRvZgjK বহু হাদিস আমরা দেখতে পাই। এ পাঠে আমরা gbvRvZgjK তিনটি হাদিস শিখব।

হাদিস-১

اَللّٰهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلٰى طَاعَتِكَ-

অর্থ : হে আল্লাহ! হে অন্তরসমূহ ফিরানোর মালিক! Zwg আমাদের অন্তরmgn‡K তোমার আনুগত্যের দিকে ফিরিয়ে দাও। (সহিহ মুসলিম)

হাদিস-২

اَللّٰهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِيْ مِنَ النِّفَاقِ، وَ عَمَلِيْ مِنَ الرِّيَاءِ، وَ عَيْنِيْ مِنَ الْخِيَانَةِ، وَلِسَانِيْ مِنَ الْكَذِبِ، فَاِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُوْرُ-

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি আমার অন্তরকে মুনাফিকি থেকে, আমার আমলকে রিয়া থেকে, আমার চোখকে খিয়ানত থেকে, আর আমার জিহবাকে মিথ্যা থেকে পবিত্র কর। কেননা চোখের অপব্যবহার ও অন্তরে যা গোপন আছে সে সম্পর্কে তুমি অবশ্যই অবগত। (বায়হাকি)

হাদিস-৩

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ الصِّحَّةَ وَالْعِفَّةَ وَحُسْنَ الْخُلُقِ وَالرِّضٰى بِالْقَدْرِ-

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট সুস্থতা, পবিত্রতা, উত্তম চরিত্র এবং তাকদিরের ওপর সন্তুষ্ট থাকার মন মানসিকতা কামনা করি। (বায়হাকি)

উপরোক্ত gbvRvZgjK হাদিসগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো চর্চার মাধ্যমে আমরা দুনিয়া ও আখিরাতের cfZ কল্যাণ লাভ করতে পারি। অতএব, আমরা অর্থসহ এ মুনাজাতগুলো শিখব। এরপর এগুলোর মাধ্যমে আমরা আল্লাহর নিকট মুনাজাত করব। তাহলে আল্লাহ তাআলা আমাদের সর্বোত্তম সফলতা দান করবেন।

কাজ : শিক্ষার্থীরা gbvRvZgjK হাদিস তিনটি অর্থসহ মুখস্থ করে এবং এগুলো দ্বারা নিয়মিত আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করবে।

পাঠ ৫

হাদিস ও নৈতিক শিক্ষা

মানুষের জীবন ও সমাজকে সুন্দর করতে হলে নীতি-নৈতিকতা ও আদর্শ চরিত্রের অনুসরণ অপরিহার্য। উত্তম চরিত্র, নীতি-নৈতিকতা ও মানবিক gj¨‡eva ব্যতীত কোন ব্যক্তি, সমাজ ও জাতির উন্নতি হতে পারে না। আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন উন্নত ও মহান চরিত্রের অধিকারী। নৈতিকতা ও মানবিক gj¨‡ev‡ai জন্য তিনি সকলের নিকট প্রশংসিত ছিলেন। তাঁর নীতি-নৈতিকতা এবং আদর্শ চরিত্রের বিবরণ হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে।

উত্তম চরিত্র ও নৈতিকতা শিক্ষা দানের জন্য মহানবি (স.)-এর আবির্ভাব। মহানবি (স.) বলেছেন-

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ-

অর্থ : আমি উত্তম চরিত্রের cwicYZv দানের জন্যই প্রেরিত হয়েছি। (বায়হাকি)

হাদিসের আলোকে নৈতিক শিক্ষা

পবিত্র কুরআনে নৈতিকতা অর্জন m¤ú‡K we¯ÍwiZ বিবরণ আছে। মহানবি (স.)-এর হাদিসেও নৈতিকতা অর্জন m¤ú‡K we¯ÍwiZ বিবরণ রয়েছে। কী কী নৈতিক গুণ অর্জন করলে মানবজীবন সুন্দর ও সফল হবে মহানবি (স.)-এর পবিত্র হাদিসে এ m¤ú‡K যেমন তার বিবরণ রয়েছে তেমনি অনৈতিক কার্যাবলি বর্জনেরও জোর তাগিদ রয়েছে।

সততা, সত্যবাদিতা, শালীনতাবোধ, সৃষ্টির সেবা, আমানত রক্ষা, ক্ষমা, দয়া, পরোপকারিতা, ধৈর্য, ভ্রাতৃত্ববোধ, সমাজসেবা, দেশপ্রেম, পরমতসহিষ্ণুতা, পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি কর্তব্য এবং শিক্ষক ও বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধা, ছোটদের প্রতি স্নেহ, সহপাঠীদের প্রতি সুন্দর আচরণ ইত্যাদি নৈতিক গুণের বিবরণ হাদিস শরিফে রয়েছে। মহানবি (স.) নিজ জীবনে এসব নৈতিক গুণ ev¯Íevqb করে নিজেকে বিশ্ব ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ নৈতিক ও আদর্শ মানুষ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

অন্যদিকে তিনি (মহানবি স.) অনৈতিক আচার আচরণ যেমন- মিথ্যাচার, পরনিন্দা, গালি দেওয়া, হিংসা, ক্রোধ, লোভ, প্রতারণা, পিতা-মাতার অবাধ্যতা, অহংকার, অশ্লীলতা, পরশ্রীকাতরতা, ঘৃণা, চৌর্যবৃত্তি, সন্ত্রাস ইত্যাদি বর্জন করার জোর তাগিদ দিয়েছেন এবং এসবের কুফল ও ক্ষতিকর প্রভাব m¤ú‡K তিনি তাঁর হাদিসে gj¨evb দিকনির্দেশনা দিয়েছেন।

নৈতিকতা ও অনৈতিকতা m¤úwKZ কয়েকটি হাদিস নিম্নে বর্ণিত হলো–

দয়া-মায়া ও সৃষ্টির সেবা m¤ú‡K মহানবি বলেছেন-

اِرْحَمُوْا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ-

অর্থ: তোমরা জমিনের অধিবাসীদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করো, তাহলে আসমানের অধিপতি মহান আল্লাহ তোমাদের প্রতি সদয় হবেন। (তিরমিযি)

মহানবি (স.) আরও বলেন- اَلْخَلْقُ عِيَالُ اللهِ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَى عِيَالِهِ-

অর্থ : সমগ্র সৃষ্টিজগৎ আল্লাহর পরিবার। আল্লাহর কাছে সেই ব্যক্তিই প্রিয় যে তার পরিবারের প্রতি অনুগ্রহ করে। (বায়হাকি)

শালীনতা m¤ú‡K মহানবি (স.) বলেন- إِنَّ اللهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيَّ

অর্থ : নিঃসন্দেহে আল্লাহ অশালীন ও দুশ্চরিত্র ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন। (তিরমিযি)

আমানত m¤ú‡K মহানবি (স.) বলেন, لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَّا اَمَانَةَ لَهٗ

অর্থ : যার আমানতদারি নেই তার ইমানও নেই। (মুসনাদে আহমাদ)

শ্রমিকের পারিশ্রমিক দ্রুত আদায়ের তাগিদ দিয়ে মহানবি (স.) বলেন,

اَعْطُوا الاَجِيْرَ اَجْرَهٗ قَبْلَ اَنْ يَّجِفَّ عَرَقُهٗ-

অর্থ : শ্রমিকের ঘাম শুকিয়ে যাওয়ার c‡e তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও। (ইবনে মাজাহ)

মহানবি (স.) এভাবে অসংখ্য হাদীসের মাধ্যমে নৈতিক শিক্ষাকে যেমন জগতবাসীর নিকট Z‡j ধরেছেন তেমনি অনৈতিকতা ও অসৎচরিত্র থেকেও বেঁচে থাকতে মানব জাতিকে নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে- اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهٖ وَيَدِهٖ

অর্থ : সেই ব্যক্তি প্রকৃত মুসলমান যার জিহবা ও হাত থেকে অপর মুসলমান নিরাপদ থাকে। (বুখারি ও মুসলিম)

মহানবি (স.) বলেন- اِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَاِنَّ الْحَسَدَ يَاْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَاْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ

অর্থ : তোমরা হিংসা থেকে বেঁচে থাক। কারণ, আগুন যেমন শুকনা কাঠকে জ্বালিয়ে ছাই করে দেয় হিংসা তেমনি cY¨‡K ধ্বংস করে দেয়। (আবু দাউদ)

মহানবি (স.) বলেন- مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّيْ

অর্থ : যে ব্যক্তি প্রতারণা করে সে আমার উম্মত নয়। (মুসলিম)

মহানবি (স.) বলেন, মহান আল্লাহ তাঁর B”Qv অনুযায়ী সকল পাপই ক্ষমা করে দেন। কিন্তু পিতা-মাতার অবাধ্যতার পাপ তিনি ক্ষমা করেন না। (বায়হাকি)

মহানবি (স.)-এর পবিত্র হাদিস আমরা অধ্যয়ন করে নৈতিকতা ও সৎচরিত্র m¤ú‡K জানব এবং আমাদের জীবনে তা ev¯Íevqb করব। আবার অনৈতিক কাজ ও অসৎ চরিত্রের দিকগুলো সম্পর্কে মহানবি (স.)-এর হাদিস জানব। এসবের ক্ষতিকর প্রভাব m¤ú‡K জানব এবং সেসব বর্জন করে চলব। এতে আমাদের জীবন সুন্দর হবে। সবাই আমাদের ভালোবাসবে। আমরা জীবনে সফল হব। পরকালে আমরা মুক্তি ও জান্নাত লাভ করব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা মহানবি (স.)-এর হাদিসের আলোকে নৈতিক ও অনৈতিক কার্যাবলির তালিকা তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

Abkxjbgj K ck

kন্যস্থান ciণ কর

১. ইদগাম মোট ——প্রকার|

২. আরবের ইয়ামান প্রদেশের শাসনকর্তার নাম ছিল —— |

৩. AvqvZj Kiwm অত্যন্ত ——আয়াত|

৪. ——তো তার (রাসুলের) চরিত্র|

৫. যার আমানতদারি নেই তার ——নেই।

বাম পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে ডান পাশের সাথে মিল কর

বাম পাশ	ডান পাশ
১. যে ব্যক্তি প্রতারণা করে	১০৬ তম সুরা
২. সুরা হাশর পবিত্র কুরআনের	পাঁচটি
৩. সুরা কুরাইশ আল কুরআনের	৫৯তম সুরা
৪. সুরা আল ফিলের আয়াত সংখ্যা	আটটি
৫. সুরা আল যিলযালের আয়াত সংখ্যা	সে আমার উম্মত নয়

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. নুন সাকিন ও তানবিনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

২. সুরা হাশরের শেষ তিন আয়াতের প্রথম আয়াতটির অর্থ লিখো।

৩. gbvRvZgjK তিনটি হাদিসের যেকোনো একটির অর্থসহ ব্যাখ্যা লিখো।

বর্ণনাgলক প্রশ্ন

১. নৈতিক ও আদর্শ জীবন গঠনে কুরআনের ভূমিকা বর্ণনা কর।

২. নৈতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে হাদিসের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

৩. সুরা আল কদরের অর্থ ও শিক্ষা বর্ণনা কর।

eûwbevPwb ck

1| B`Mv‡gi nid KqwU?

K. `B L. Pvi

M. Qq N. c‡b‡iv|

2| cvc I A‰bwZK Kv‡Ri Rb¨ aŸsm Kiv n‡qwQj Ñ

i. Av` RwZ‡K

ii. Qvg` RwZ‡K

iii. ewb BmivBj‡K

†KvbwU mwVK?

K. i I ii L. i I iii

M. ii I iii N. i, ii I iii

নিচের Ab‡"Q`wU **পড় এবং ৩, ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও**

mv`x c_g ighv‡bi w`‡b KiAvb wZjvIqv‡Zi mgq bb mwKb ev Zvbwe‡bi ci nid Avm‡j H bb mwKb ev Zvbweb‡K wgg (م) Øviv cwieZb K‡i GK Awjd ¸bvnmn c‡ob| Avi wØZxq ighv‡b wZjvIqv‡Zi mgq wgg mwK‡bi ci ev (ب) Avm‡j H wgg mwKb‡K Pvi Awjd ¸bvnmn c‡ob|

3| mv`xi c_g ighv‡bi wZjvIqvZ‡K Kx wn‡m‡e AvL¨wqZ Kiv hvq?

K. Bhnvi L. B`Mvg

M. BLdv N. BKjve|

4| mv`xi wØZxq ighv‡bi wZjvIqv‡Z Pvi Awjd ¸bvni ¯'‡j KZ Awjd cwigvY ¸bvnmn cov DwPZ wQj ?

K. GK L. `B

M. wZb N. cvP|

5| mv`xi c_g ighv‡bi wZjvIqv‡Zi Rb¨ ciKv‡j cv‡eÑ

i. শান্তি

ii. ¯^w¯Í

iii. gw³

†KvbwU mwVK ?

K. i L. ii I iii

M. i I iii N. i, ii I iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। তাসিন ও তাসনিম দুই বন্ধু। তারা উভয়েই রমযান মাসের শেষ বিশ দিন ইবাদতে ব্রতী হওয়ার সংকল্প করেন। ফলে তাসিন রমযানের বিশ তারিখ হতে নিকটবর্তী মসজিদে ইতিকাফের মাধ্যমে ইবাদত বন্দেগিতে রত থাকেন। অপরপক্ষে তাসনিম ইতিকাফে যোগদান না করলেও কুরআন খতম করার মানসিকতা নিয়ে প্রতি রাতে তাড়াতাড়ি ও A¯úó f\‡e কুরআন তিলাওয়াত করেন।

ক. আন্-নুর শব্দের অর্থ কী?

খ. "আযিযুন আলাইহি" বাক্যটি ইযহারের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা কর।

গ. তাসনিমের কুরআন তিলাওয়াতে শরিয়তের কোন বিধানটি j•NZ হয়েছে? c\V¨c¯Í‡Ki আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. তাসিন রমযানের শেষ দশ দিনের বিশেষ পদ্ধতিতে ইবাদত করার gj রহস্য সুরা আল-কদরের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

২। আলম ও সালাম দুই ভাই। আলম সাহেব নিয়মিত নামায আদায় করেন না। তবে তিনি আগামী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মানসে বিভিন্ন মসজিদে নামায আদায়ের মাধ্যমে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেন। অপরপক্ষে সালাম সাহেব নিয়মিত নামায আদায়ের পাশাপাশি ছোট ছোট পাপ থেকেও বিরত থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করেন।

ক. ইসলামি শরিয়তের প্রধান উৎস কয়টি?

খ. "গাফুরুন রাহিমুন" বাক্যটি ইদগামের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা কর।

গ. আলম সাহেবের বিভিন্ন মসজিদে নামায আদায়ের মাধ্যমে কী প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সালাম সাহেবের প্রচেষ্টাটি সুরা যিল্‌যালের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

PZ_ Aa¨q

AvLjvK (اَلْاَخْلَاقُ)

মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্মের মধ্য দিয়ে যে আচার-আচরণ ও স্বভাব-চরিত্রের প্রকাশ পায় তাকে আখলাক বলে। আখলাক (اَخْلَاقٌ) আরবি শব্দ 'খুলুকুন" (خُلُقٌ) এর বহুবচন। যার অর্থ চরিত্র বা স্বভাব। মানব জীবনের ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং আন্তর্জাতিক সকল দিকই আখলাকের অন্তর্ভুক্ত।

প্রত্যাশা করা যায়, এ অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী-

১। সদাচরণের ধারণা ও কতিপয় সদাচরণের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ইসলামের দৃষ্টিতে বর্ণনা করতে পারবে।

২। অসদাচরণের ধারণা ও এগুলো পরিহারের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।

৩। ঘুষ ও চৌর্যবৃত্তির ধারণা ও প্রতিকারের উপায় বিশ্লেষণ করতে পারবে।

৪। সন্ত্রাসের ধারণা ও প্রতিকারের উপায় বর্ণনা করতে পারবে।

৫। ইসলামের দৃষ্টিতে এইচআইভি এবং এইডস প্রতিরোধের উপায় বর্ণনা করতে পারবে।

পাঠ ১

আখলাকের প্রকার : আখলাক দুই ভাগে বিভক্ত।

১। আখলাকে হামিদাহ (اَلْاَخْلَاقُ الْحَمِيْدَةُ)

মানবজীবনের উত্তম গুণাবলিকে আখলাকে হামিদাহ বা প্রশংসনীয় চরিত্র বলে। যেমন– ধৈর্য, সততা, দেশপ্রেম, সমাজ সেবা প্রভৃতি। এ সকল চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি সমাজে নন্দিত ও সম্মানিত।

২। আখলাকে যামিমা (اَلْاَخْلَاقُ الذَّمِيْمَةُ)

মানবজীবনের নিকৃষ্ট চরিত্রকে আখলাকে যামিমা বা নিন্দনীয় চরিত্র বলে। যেমন– অহংকার, ঘৃণা, মিথ্যাচার, সুদ, ঘুষ, অশ্লীলতা প্রভৃতি। এ সকল চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি সমাজে ঘৃণিত ও নিন্দিত।

আখলাকের গুরুত্ব

ইসলামের দৃষ্টিতে আখলাকের গুরুত্ব সর্বাধিক। আখলাকই উন্নত জাতির জীবনীশক্তি। যে জাতির চরিত্র যত ভালো থাকে, সে জাতি তত শক্তিশালী। যে জাতির চরিত্র ঠিক নেই, সে জাতি পৃথিবীতে টিকে থাকতে পারে না। সকল নবিই

নিজ নিজ জাতিকে উত্তম চরিত্রের শিক্ষা দিয়েছেন। আর উন্নত চরিত্রকে cYZ¥ দানের জন্য শেষ নবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে আল্লাহ তাআলা পাঠিয়েছেন। মহানবি (স.) বলেন,

بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

অর্থ : "উত্তম চরিত্রকে cYZ¥ দানের জন্য আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে।" (হাকিম)

উত্তম চরিত্র ব্যক্তিকে সুন্দর ও উন্নত করে। আর সমাজের সকল মানুষ চরিত্রবান ব্যক্তিকে ভালোবাসে ও শ্রদ্ধা করে। অপরদিকে চরিত্রহীন ব্যক্তি সকলের নিকট ঘৃণিত ও নিন্দনীয়। যার চরিত্র যত উন্নত ধর্মের দিক থেকেও সে তত অগ্রসর।

নবি কারিম (স.) বলেন- اَلْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ

অর্থ : "উত্তম চরিত্রই হলো সকল নেক কাজের gj কথা।" (মুসলিম)

চরিত্র মানুষের flY| চরিত্রবলেই মানুষ সর্বত্র সমাদৃত হয়। ভালো চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি অধিকতর ইমানদার হয়।

মহানবি (স.) বলেন – اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا

অর্থ : "চরিত্রের বিচারে যে লোক উত্তম, মুমিনদের মধ্যে সেই cYZg ইমানের অধিকারী।" (Awe দাউদ ও দারিমি)

কিয়ামতের দিন পরিমাপদন্ডে উত্তম চরিত্রের ওজন হবে অত্যন্ত ভারী।

নবি কারিম (স.) বলেন, "মুমিনের পরিমাপদন্ডে কিয়ামতের দিন উত্তম চরিত্র অপেক্ষা ভারী জিনিস আর কিছুই নেই।" (তিরমিযি)

উত্তম চরিত্র মানুষের পাপকে খন্ডন করে দেয়। নবি কারিম (স.) বলেন, "উত্তম চরিত্র পাপকে এমনভাবে বিগলিত করে যেমনভাবে সূর্যতাপ বরফকে বিগলিত করে।" (তাবারনি, বায়হাকি)

উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি আখিরাতে তার উত্তম চরিত্রের বিনিময়ে অত্যধিক মর্যাদা লাভ করবে। মহানবি (স.) বলেন, "বান্দা তার উত্তম চরিত্রের বলে আখিরাতে বিশেষ মর্যাদা ও সম্মানিত স্থানে উন্নীত হবে, যদিও সে ইবাদতের দিক থেকে দুর্বল থাকে।" (তাবারানি)

আমরা উত্তম চরিত্র অর্জন করব। নিন্দনীয় স্বভাব পরিহার করব। আমরা দুনিয়াতে সকলের কাছে প্রিয় হব। পরকালে অশেষ মর্যাদা লাভ করব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে আখলাখে হামিদার (সদাচরণের) সুফলগুলোর একটি তালিকা তৈরি করবে।

পাঠ ২

কতিপয় আখলাকে হামিদাহ (اَلْاَخْلَاقُ الْحَمِيْدَةُ)

ধৈর্য

ধৈর্য এর আরবি প্রতিশব্দ 'সবর' (اَلصَّبْرُ)। যার অর্থ ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, দৃঢ়তা, আত্মনিয়ন্ত্রণ, বিরত রাখা ইত্যাদি। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় জীবনের সকল ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর ওপর ভরসা করে সহিষ্ণুতার সাথে আল্লাহর বিধান মোতাবেক সকল কর্তব্য পালন করাকে ধৈর্য বলে। কুরআন ও হাদিসের আলোকে ধৈর্য বিশ্লেষণ করলে এর তিনটি বিশেষ দিক ¯úó হয়ে ওঠে।

১। অবৈধ ও হারাম e¯‘ থেকে নিজের নফস বা প্রবৃত্তিকে বিরত রাখতে ধৈর্যধারণ করতে হয়।

২। আল্লাহ তাআলার ইবাদত ও আনুগত্যে ধৈর্যধারণ করতে হয়।

৩। যেকোনো বিপদ-আপদে ধৈর্যধারণ করতে হয়।

তাৎপর্য

ধৈর্য মানবজীবনের একটি মহৎ গুণ। এটি মানবজীবনের সফলতার চাবিকাঠি। ধৈর্যের অনুশীলন ছাড়া ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে সাফল্য অর্জন করা যায় না। ধৈর্যধারণ করা খুবই কঠিন কাজ তথাপি সমাজের মানুষের কল্যাণের জন্য তা করা অপরিহার্য। সমাজ জীবনে শান্তি শৃঙ্খলা ও কল্যাণময় জীবনযাপনের জন্য ধৈর্যের (সবরের) গুরুত্ব অপরিসীম। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ ধৈর্যশীলদের অফুরন্ত প্রতিদান দেওয়ার ওয়াদা করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ○

অর্থ : "অবশ্যই ধৈর্যশীলগণকে তাদের প্রতিদান অগণিতভাবে দেওয়া হবে।" (miv যুমার, আয়াত -১০)

ধৈর্যের বিপরীত হচ্ছে অধৈর্য। অধৈর্য মানুষকে ব্যর্থতার দিকে ঠেলে দেয়। এ কারণে জীবনে চলার পথে মানুষকে অবশ্যই ধৈর্যশীল হতে হবে।

মানুষের জীবনে আসে সুখ-দুঃখ, বিপদ-আপদ, সফলতা-বিফলতা ও জয়-পরাজয়। এসব ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণের প্রয়োজন হয়। বিপদে যেমন সুদিনের আশায় ধৈর্যধারণ করতে হয়, তেমনি সুদিনে আত্মহারা না হয়ে ধৈর্যধারণ করতে হয়। সুখশান্তি প্রাপ্তিতে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করতে হবে, জীবনে যাঁরা বড় হয়েছেন তাঁরা সবাই ছিলেন ধৈর্যশীল। বিখ্যাত নবি হযরত ইবরাহিম (আ.) ছিলেন ধৈর্যের gZ প্রতীক। যালিম শাসক নমরুদের gwZcRvi বিরোধিতা করায় তিনি AwMK‡Ê নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। তিনি আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে সাহায্য চান নি। এমনিভাবে হযরত AvBqe (আ.)ও কঠিন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তাঁর দেহে পচন ধরেছিল। শরীর থেকে গোশত খসে পড়েছিল। আত্মীয়স্বজন তাঁকে ত্যাগ করেছিল। তাঁর সন্তানাদি মারা গিয়েছিল। তাঁর ঘরবাড়ি সব ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এমন কঠিন মুহূর্তেও তিনি ধৈর্যহারা হন নি। আমাদের নবি হযরত মুহাম্মদ (স.)ও ধৈর্যের চরম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর ধৈর্য ছিল অতুলনীয়। তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল তবু ধৈর্য হারান নি। সকল বিপদেই তিনি ছিলেন অটল ও অবিচল।

শরিয়তের বিধান পালন করতেও ধৈর্যের প্রয়োজন হয়। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়, রমযান মাসের সিয়াম পালন, প্রচুর অর্থ ব্যয় করে হজ m¤úv`b, mwÂZ m¤úª`i চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত হিসাবে প্রদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রচুর ধৈর্যধারণ করতে হয়।

এমনিভাবে ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়জীবনের বিভিন্ন ¯Íi ধৈর্যধারণের fwgKv LeB গুরুত্বcY|

আমরা সকল বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করব। বিপদ মুক্তির জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করব। আমরা ধৈর্যশীল হব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে ধৈর্যধারণের সুফলগুলোর একটি তালিকা তৈরি করবে এবং উপস্থাপন করবে।

পাঠ ৩

ভ্রাতৃত্ব (اَلْاُخُوَّةُ)

পরিচয়

উখ্ওয়াত শব্দের আভিধানিক অর্থ ভ্রাতৃত্ব। ci¯úiiমধ্যে হৃদ্যতা ও আন্তরিকতার m¤úK‡K ভ্রাতৃত্ব বলে। মানুষের মাঝে এ হৃদ্যতা ও আন্তরিকতা বিভিন্নভাবে গড়ে ওঠে।

ভ্রাতৃত্বকে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে–

১। ঔরসজাত ভ্রাতৃত্ব, ২। বিশ্বভ্রাতৃত্ব এবং ৩। ইসলামি ভ্রাতৃত্ব।

ঔরসজাত ভ্রাতৃত্ব

একই পিতার ঔরসে বা একই মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করার কারণে যে ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি হয় তাকে ঔরসজাত ভ্রাতৃত্ব বলে।

বিশ্বভ্রাতৃত্ব

পৃথিবীর সকল মানুষের আদি পিতা হযরত আদম (আ.) ও আদি মাতা হযরত হাওয়া (আ.)। এ কারণে বিশ্বের সকল মানুষই ভাই ভাই। ধীরে ধীরে মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। আবহাওয়া এবং ভৌগোলিক পরিবেশের কারণে মানুষের আকার-আকৃতি, স্বভাব-প্রকৃতি এবং বর্ণ ও ভাষার মধ্যে ভিন্নতা দেখা দেয়। আর এভাবে মানুষ বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তবু তারা ci¯úi ভাই ভাই। কারণ তারা সবাই এক আদম (আ.) হতে সৃষ্টি। মহান আল্লাহ বলেন,

يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ط

অর্থ : "হে মানুষ! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে, পরে তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারে।" (আল-হুজুরাত, আয়াত ১৩)

রাসুল (স.) বলেছেন, "তোমরা প্রতেকেই আদম (আ.) হতে এবং আদম মাটি হতে সৃষ্টি। (বুখারি)

এ আয়াত ও হাদিসের পরিপ্রেক্ষিতে সকল মানুষ ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ।

ইসলামি ভ্রাতৃত্ব

আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত ধর্ম ইসলাম, ইসলামের মূলবাণী, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই হযরত মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর রাসুল। যারা এই কালিমায় বিশ্বাসী তারা যে কোনো বর্ণ, গোত্র, ভাষা ও অঞ্চলের অধিকারী হোক না কেন, তারা ইসলামি ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

অর্থ : "নিশ্চয়ই মুমিনগণ ভাই ভাই।" (আল-হুজুরাত, আয়াত ১০)

হাদিসে রাসুল (স.) বলেন,

اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ

অর্থ: "মুসলমান মুসলমানের ভাই।" (বুখারী ও মুসলিম)

ইসলামি ভ্রাতৃত্বের তাৎপর্য

ইসলামের দৃষ্টিতে সকল মানুষ সমান। ইসলামে DP-wbP, সাদা-কালো, ধনী-দরিদ্রের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই। আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার পর বিশ্বের সকল মুসলমান ci¯úïi ভাই। একই `xbm‡Î আবদ্ধ। মহানবি (স.) বলেন, "অনারবগণের ওপর যেমন আরবগণের শ্রেষ্ঠত্ব নেই, তেমনি আরবগণের ওপরও অনারবগণের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই।" ইসলামি ভ্রাতৃত্ব এতই সুদৃঢ় যে, আল্লাহর রাসুল (স.) পৃথিবীর সকল ইমানদারগণকে একটি দেহের সাথে Zjbv করেছেন। দেহের কোনো একটি অঙ্গো অসুখ হলে যেমন পুরো দেহ অসুস্থ হয়ে পড়ে, তেমনি পৃথিবীর কোনো একপ্রান্তে একজন মুসলিম বিপদে পতিত হলে সকল মুসলমানের অন্তর ব্যথিত হয়। কোনো মুসলমান ভাইকে কষ্ট দেওয়া যাবে না। এমনটি যদি কখনো ci¯úïi মধ্যে কোনো কলহ সৃষ্টি হয় তখন অপর মুসলমান ভাইয়েরা তা মিটিয়ে দিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে। কোনো মুসলমান নিজের জন্য যা পছন্দ করে, অপর মুসলমান ভাইয়ের জন্যেও তা পছন্দ করবে অন্যথায় সে প্রকৃত মুসলমান হতে পারবে না। প্রিয় নবি (স.) বলেন, "মুমিনগণ ci¯úi মিলে একটি ইমারতস্বic, এর এক অংশ অপর অংশকে মজবুত করে রাখে।" (বুখারি ও মুসলিম)

আমরা ci¯úi ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ থাকব। সুখেদুঃখে একে অপরের সঙ্গো শরিক থাকব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে ইসলামি ভ্রাতৃত্বের সুফলগুলো লিখে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ৪
নারীর মর্যাদা

পরিচয়

ইসলামে নারীকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া হয়েছে । পৃথিবীর আদি পুরুষ হযরত আদম (আ.) এবং আদি নারী বিবি হাওয়া (আ.)। আর এ দুইজন থেকে পৃথিবীর সকল নর-নারীর সৃষ্টি। ইসলামে নর ও নারী উভয়ের সমমর্যাদা স্বীকৃত। মাতা, কন্যা, ভগ্নী, ¯¿x প্রভৃতি হিসেবে সমাজে নারীদের যে বিশেষ অধিকার ও স্থান রয়েছে তা যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত করলে নারীর মর্যাদা সমুন্নত হবে।

ইসলামে নারীর মর্যাদা

ইসলাম একমাত্র ধর্ম যাতে নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো বৈষম্য না করে নারীকে পুরুষের সমমর্যাদা দেওয়া হয়েছে। প্রাচীন আরব সমাজে নারীর অবস্থা ছিল করুণ। সেখানে কন্যাসন্তান জন্ম নিলে পিতা-মাতা অসন্তুষ্ট হতো। কোনো কোনো সম্প্রদায় কন্যাসন্তানকে জীবিত কবর দিত।

কুরআন মাজিদে এ m¤ú‡K বর্ণিত হয়েছে- "সেই সমাজের কাউকে তার কন্যাসন্তান জন্ম হওয়ার সুসংবাদ দেওয়া হলে সারাদিন তার মুখ কালো হয়ে থাকত। সে ক্ষুব্ধ হতো এবং মনে মনে দুঃখ অনুভব করত। এ সুসংবাদের লজ্জার দরুণ অন্য লোকদের থেকে মুখ লুকিয়ে চলত। সে চিন্তা করতো অপমান সহ্য করে মেয়েকে বাঁচিয়ে রাখবে; নাকি মাটির তলায় পুঁতে ফেলবে; কতই না খারাপ সিদ্ধান্ত তারা গ্রহণ করত।" (সুরা নাহল, আয়াত ৫৮)

মহানবি (স.)-এর আবির্ভাবের পর নারী ফিরে পায় পুরুষের সমমর্যাদা। ইসলামে বলা হয়েছে-

اَلْجَنَّةُ تَحْتَ اَقْدَامِ الْاُمَّهَاتِ-

অর্থ : "মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত।" (নাসায়ি)

নবি কারিম (স.)-এর একটি হাদিসে পিতা অপেক্ষা মায়ের অধিকার বেশি বলে উল্লেখ আছে। আল্লাহর সৃষ্টি হিসেবে নারী পুরুষের সমান মর্যাদার অধিকারী। আল্লাহ তাআলা বলেন-

অর্থ : "নিশ্চয়ই আমি নষ্ট করে দেই না তোমাদের মধ্য থেকে কোনো আমলকারীর আমলকে, সে পুরুষই হোক আর নারীই হোক, তোমরা একে অপরের অংশ।" (সুরা আলে ইমরান, ১৯৫)

ইসলামে স্বামীর সংসারে ¯¿xi বিশেষ মর্যাদা স্বীকৃত। আল্লাহ তাআলা বলেন-

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ؕ

অর্থ : "তারা (¯¿xiv) তোমাদের f|Y আর তোমরা (স্বামীরা) তাদের f|Y|Ó (সুরা আল্-বাকারা, আয়াত ১৮৭)

মহান আল্লাহ আরও ঘোষণা করেন,

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

অর্থ : "নারীদের তেমনি ন্যায়সংগত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের ওপর পুরুষদের।" (সুরা আল্-বাকারা, আয়াত ২২৮)

নারীদের অধিকার m¤ú‡K সচেতন থাকার ব্যাপারে মহানবি (স.) বিদায় হজের ভাষণে বলেন,

অর্থ : "তোমরা নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। কেননা তোমরা আল্লাহর সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে তাদের গ্রহণ করেছ।" (মুসলিম)

m¤úwË লাভের বেলায়ও ইসলাম নারীকে পিতা ও স্বামীর উভয়ের m¤úwËi অধিকারিণী করেছে। প্রয়োজনীয় বিদ্যার্জন এবং অর্থ উপার্জনে ইসলাম নারীদের অনুমতি দান করেছে।

আমরা এ পাঠে জানলাম

১। নারীর মর্যাদা।

২। নারীর অধিকার আদায়ের ব্যাপারে মহানবি (স.)-এর তাগিদ।

আমরা নারীসমাজকে যথাযথ মর্যাদা দেব। তাদের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে সচেতন থাকব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে নারীদের ইসলাম কীভাবে মর্যাদা দিয়েছে তার একটি তালিকা তৈরি করবে।

পাঠ ৫

সমাজসেবা (خِدْمَةُ الْمُجْتَمَعِ)

পরিচয়

সমাজের ewÂZ জনগোষ্ঠীর কল্যাণে স্বে"Qvq গৃহীত কাজকে সমাজসেবা বলে। ব্যাপক অর্থে মানবকল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য গৃহীত সকল KgmwPB সমাজসেবা নামে পরিচিত।

তাৎপর্য

সমাজে নানা শ্রেণি ও পেশার লোক বাস করে। তারা সকলে সমান নয়। তাদের সুযোগ-সুবিধাও সমান নয়। কেউ বিপুল m¤ú‡`i অধিকারী আবার কেউ কপর্দকহীন। m¤ú`kvjx ব্যক্তিগণ অভাবী জনগোষ্ঠীর উন্নয়নেও তাঁদের m¤ú` ব্যয় করবে। সমাজের অবহেলিত মানুষের কল্যাণে প্রতিষ্ঠান গড়বে। এটাই ইসলামের নির্দেশ। মহান আল্লাহ বলেন-

وَفِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ○

অর্থ : "এবং তাদের (ধনীদের) ab-m¤ú‡` রয়েছে Af¨veM¨Í ও ewÂ‡Zi হক।" (আল্ যারিয়াত,আয়াত ১৯)

অর্থশালী ব্যক্তি সমাজের অবহেলিত মানুষের কল্যাণে এমন প্রতিষ্ঠান গড়বে, যে প্রতিষ্ঠানে অভাবী লোকেরা কাজ করে তাদের আর্থিক সমস্যার সুরাহা করবে। বাঁচার অবলম্বন খুঁজে পাবে। গ্রামের উন্নয়নের বিরাট বাধা n‡"Q গ্রামের মানুষের নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা ও কুসংস্কার। অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতা একটি বড় অভিশাপ। এসব

বাধা দূর করার জন্য গ্রামে-গঞ্জে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলাসহ Kj¨vYgjK প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা mgvR‡mevgjK কাজ।

সমাজকে অশিক্ষা ও নিরক্ষরতার হাত থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে আল্লাহ তাআলা KiAvb মাজিদে বলেন-

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ ۝

অর্থ : "পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি K‡i‡Qb|Ó (mi~v আলাক, আয়াত ১)

হাদিসে বলা হয়েছে– طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ ـ

অর্থ : "জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরয।" (ইবনে মাজা ও বায়হাকি)

সরকারি ও বেসরকারি উভয় প্রকার উদ্যোগে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হলে সমাজ থেকে নিরক্ষরতা `i হবে। সমাজ ms‡kvabgjK প্রতিটি কার্যক্রমই সমাজসেবার অন্তর্ভুক্ত। সমাজে কোনো wek•Ljv বা গোলযোগ সৃষ্টি হলে তা `i করতে হবে। কারণ wek•Ljv সমাজের পরিবেশকে নষ্ট করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন

وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ

অর্থ : "ফিত্না (wek•Ljv) হত্যা অপেক্ষা গুরুতর।" (সুরা আল্-বাকারা, আয়াত ১৯১)

সামাজিক নিরাপত্তা রক্ষা করা, ci¯ú‡ii কলহ ও দ্বন্দ্ব মেটানো সমাজসেবার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তাআলা বলেন-

"মুমিনদের দুই দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও।" (সুরা আল্ হুজুরাত, আয়াত ৯)

me¯Í‡ii জনগণের উপকারে আসে এমন সব কাজের অভ্যাস ছোটবেলা থেকেই করা দরকার। যেমন– ভাঙা iv¯Ív মেরামত করা, bZb iv¯Ív নির্মাণে সাহায্য করা, পুল-সাঁকো নির্মাণ করা, রুগ্‌ণ ব্যক্তির সেবা করা, আহত ব্যক্তিকে চিকিৎসাকেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়া, iv¯Īvi পাশে ছায়াদার বৃক্ষ রোপণ করা, বৃক্ষ সংরক্ষণ করা ইত্যাদি।

জনসেবা দ্বারা আল্লাহ তাআলার সাহায্য লাভ করা যায়। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, "আল্লাহ বান্দাকে ততক্ষণ সাহায্য করেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইকে সাহায্য করতে থাকে।" (মুসলিম)

আরবিতে একটি প্রবাদ বাক্য আছে سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ-

অর্থ : "জাতির নেতা তিনিই যিনি তাদের সেবক।"

সমাজ সেবা মানবিক দায়িত্ব। আমরা সমাজের সেবা করব। সমাজকে ভালো করে গড়ে তুলব। me¯Í‡ii মানুষের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করব। মানব সেবার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে সমাজসেবা করব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে mgvR‡mevgjK কাজের একটি তালিকা তৈরি করে শ্রেণিশিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ৬

দেশপ্রেম (حُبُّ الْوَطَنِ)

পরিচয়

জন্মভূমির প্রতি মানুষের অন্তরে একটি স্বাভাবিক আকর্ষণ সৃষ্টি হয় এবং ভালোবাসা জন্মায়। ক্রমান্বয়ে এ আকর্ষণ বা ভালোবাসা ‖e¯Í‖Z লাভ করে সমগ্র দেশ, দেশের মাটি ও দেশের জনগনের প্রতি। মাতৃভূমি তথা দেশের প্রতি এ প্রীতি ও দরদের আকর্ষণকেই দেশপ্রেম বলে।

দেশপ্রেম মানবজীবনের একটি মহৎ গুণ। দেশপ্রেমের g‡jB আছে দেশের fখন্ডকে ভালোবাসা।

দেশের জনগণকে ভালোবাসা, দেশের স্বাধীনতা ও স্বকীয়তা রক্ষা এবং দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, প্রথা, রীতি-নীতি, ধর্মীয় gj¨‡e‖a I সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান করা কর্তব্য।

¸iZ

দেশপ্রেমের গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলাম দেশপ্রেমের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। মহানবি (স.) তাঁর Rb¨f‖g মক্কাকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসতেন, মক্কার অধিবাসীদের ভালোবাসতেন। তাদের হিদায়াতের জন্য তিনি অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করেন। কাফিরদের অত্যাচারে সাহাবিগণকে মহানবি (স.) আবিসিনিয়ায় হিজরতের অনুমতি প্রদান করলেও তিনি মক্কায় অবস্থান করেন। পরবর্তীতে কাফিরদের কঠিন ষড়যন্ত্রের কারণে এবং আল্লাহ তাআলার নির্দেশে তিনি যখন মদিনায় হিজরত করেন, তখন মক্কার দিকে বার বার ফিরে তাকান, আর কাতর কণ্ঠে বলেন-

“হে আমার স্বদেশ! তুমি কত সুন্দর! আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমার আপন গোত্রীয় লোকেরা যদি ষড়যন্ত্র না করত, আমি কখনো তোমাকে ছেড়ে যেতাম না।”

সাহাবিগণও স্বদেশ মক্কাকে খুব ভালোবাসতেন। মদিনায় হিজরতের পর হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত বিলাল (রা.) কঠিন জ্বরে আক্রান্ত হন। তখন তাঁরা মক্কার তৃণলতা, পাহাড়-পর্বত এবং পানির স্মরণ করে কবিতা আবৃত্তি করতে থাকেন। রাসুলুল্লাহ (স.) সাহাবিগণের এ অবস্থা দেখে বলেন,

“হে আল্লাহ! আমরা মক্কাকে †hic ভালোবাসি, তদ্রপ অথবা তার চেয়েও অধিকভাবে আপনি আমাদের অন্তরে মদিনার প্রতি ভালোবাসা দান করুন।” (বুখারি)

দেশপ্রেম মানুষকে দেশ রক্ষায় উদ্বুদ্ধ করে। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় দেশপ্রেমিক নিজের জানমাল উৎসর্গ করতেও কুণ্ঠাবোধ করে না।

রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, “দেশরক্ষায় একদিন এক রাতের প্রহরা (রিবাত) ক্রমাগত এক মাসের রোযা এবং সারারাত ইবাদতে কাটিয়ে দেওয়া অপেক্ষাও উত্তম।” (মুসলিম)

বলা হয়–

حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الْاِيْمَانِ

অর্থ : “দেশপ্রেম ইমানের অঙ্গ।”

দেশপ্রেম মানুষকে দায়িত্ব সচেতন করে তোলে। দেশের উন্নতিসাধনে সজাগ রাখে। দেশের m¤ú` সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ করে।

আমরা আমাদের দেশকে ভালোবাসব, দেশের উন্নতি করব। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে কীভাবে দেশকে ভালোবাসা যায় তা আলোচনা করবে।

পাঠ ৭

পরমতসহিষ্ণুতা

পরিচয়

পরমত বলতে বুঝায় অপরের মত, পথ বা আদর্শ, সেটা ধর্মীয় হতে পারে এবং আদর্শিকও হতে পারে। আবার রাজনৈতিকও হতে পারে। অন্যের মতামতকে অবজ্ঞা না করে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া বা অন্যের মত বা আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাকে পরমতসহিষ্ণুতা বলে।

অন্যের ধর্মীয় মতামত বা রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি সহনশীল ও সম্মানজনক মনোভাব পোষণ করাকে পরমতসহিষ্ণুতা বলে। পরমতসহিষ্ণুতা মানবচরিত্রের প্রশংসনীয় গুণ। এ গুণটির কারণেই সমাজে শান্তি, k•Ljv ও সম্প্রীতি বজায় থাকে। এ গুণটির কারণেই মানুষ তার নিজস্ব পরিবেশে সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে পারে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মধ্যে m™ve বজায় থাকে। সৌহার্দ ও m¤úxwZi সৃষ্টি হয়। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যেও m™ve বজায় থাকে।

গুরুত্ব

পারিবারিক শান্তি লাভ

একটি সুস্থ ও সুন্দর পারিবারিক জীবনের জন্য পরমতসহিষ্ণুতার গুরুত্ব অপরিসীম। পারিবারিক জীবনের সুখ শান্তি এর উপর নির্ভরশীল। পরিবারের অন্য সদস্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন বা mnvbfywZi মনোভাব পোষণ করার মাধ্যমে পারিবারিক শান্তি লাভ করা যায়।

সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠা

পারিবারিক সুখ-শান্তির মতো সামাজিক সুখ-শান্তিও পরমতসহিষ্ণুতার ওপর নির্ভরশীল। সমাজে বিভিন্ন মতাদর্শের লোক থাকতে পারে, তাদের সাথে সমঝোতা ও সহমর্মিতা প্রদর্শন করতে হবে। তাদের মতের প্রতি সহিষ্ণুতার মনোভাব পোষণ করলে শান্তি বজায় থাকবে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের মতামত ও আদর্শের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। তাহলেই সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠা m¤¢e|

রাষ্ট্রীয় শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা

পরমতসহিষ্ণুতার ওপর রাষ্ট্রীয় শান্তিশৃঙ্খলা নির্ভরশীল। একটি দেশে নানা ধর্ম, বর্ণ ও মতের লোক বসবাস করে। তাদের মধ্যে cvi¯úwiK †mŠnv`, m¤úxwZ, mg‡SvZv ও সহাবস্থানের জন্য পরমতসহিষ্ণুতা অপরিহার্য।

আন্তর্জাতিক স্থীতিশীলতা

পরমতসহিষ্ণুতার কারণেই আন্তরাষ্ট্রীয় m¤úK গড়ে ওঠে। এর অভাবে cvi¯úwiK সহাবস্থান কঠিন হয়ে যায়। আন্তরাষ্ট্রীয় m¤úK লাভের প্রধান ceশর্ত পরমতসহিষ্ণুতার আদর্শ। ভিন্ন দেশ ও সমাজের আদর্শ, রীতিনীতি ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান থাকলে আন্তর্জাতিক m¤úK স্থাপন ও cvi¯úwiK স্বার্থরক্ষা সম্ভব হয়।

কাজ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে পরমতসহিষ্ণুতার সুফলগুলোর একটি তালিকা পোস্টারে লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ৮

আখলাকে যামিমা (اَخْلَاقٌ ذَمِيْمَةٌ)

পরিচয়

যে খারাপ কাজ বা আচরণ মানুষকে হীন ও নিন্দনীয় করে তোলে তাকে আখলাকে যামিমা বা নিন্দনীয় চরিত্র বলে। যেমন– অহংকার, ঘুষ, অশ্লীলতা, পরশ্রীকাতরতা, ঘৃণা, চৌর্যবৃত্তি ইত্যাদি।

অপকারিতা

আখলাকে যামিমার কারণে ঐসব ব্যক্তি সমাজ জীবনে নিন্দনীয় হয়। তারা মানুষের ভালোবাসা থেকে e¨wÂZ হয়। তাদের দ্বারা সমাজের শান্তি-k•Lj¨ বিঘ্নিত হয়। অন্যায় ও অসৎ কাজের প্রসার ঘটে। তারা আল্লাহ ও রাসুলের অপ্রিয় হয়। পরকালে জান্নাত থেকে e¨wÂZ হয়।

তাই আমাদের সকলকে আখলাকে যামিমা বা নিন্দনীয় চরিত্র থেকে `‡i থাকতে হবে। এর ফলে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকবে, পরিবেশ হবে সুন্দর, মানুষের সম্মান ও ভালোবাসা লাভ করা সম্ভব হবে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে আখলাকে যামিমার অপকারিতা m¤ú‡K একটি তালিকা তৈরি করবে।

পাঠ ৯

অহংকার

পরিচয়

অহংকার শব্দের অর্থ অহমিকা, আমিত্ব, গর্ব, দর্প, দম্ভ, বড়াই, নিজেকে বড় ভাবা ইত্যাদি। নিজেকে অন্যের Zjbvq বড় গণ্য করা এবং অন্যকে Z"Qও নিকৃষ্ট মনে করাকে অহংকার বলা হয়। যে অহংকার করে তাকে অহংকারী বলে। অহংকারী ব্যক্তি বিভিন্ন দিক থেকে নিজেকে অন্যদের ওপর প্রাধান্য দেয় এবং নিজেকে অন্যদের Zjbvq উত্তম মনে করে।

অহংকারের কাজ তিনটি

১। অন্তরে অহংকার পোষণ করা।

২। চালচলন ও কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অহংকার প্রকাশ করা।

৩। কথাবার্তায় অহংকার প্রকাশ করা।

মানুষ বংশ, m¤ú`, সৌন্দর্য, শক্তি, সামর্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে অহংকার করে থাকে। যেমন ধনী ও m¤ú`kvjxi মধ্যে অর্থের গৌরব, ¯¿x‡jvK‡`i মধ্যে সৌন্দর্যের বড়াই এবং ক্ষমতাবানদের মধ্যে ক্ষমতার দম্ভ, বিদ্বান লোকদের মধ্যে বিদ্যার গর্ব ইত্যাদি।

অপকারিতা

অহংকারের কুফল অনেক এবং এর অপকারিতা বর্ণনাতীত। অহংকারের কারণেই ইবলিস অভিশপ্ত হয়ে জান্নাত থেকে বিতাড়িত হয়েছে। এ m¤ú‡K মহান আল্লাহর বাণী :

فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِيْنَ ○

"তুমি এ স্থান হতে নেমে যাও। এ স্থানে থেকে অহংকার করবে তা হতে পারে না। সুতরাং বের হয়ে যাও। নিশ্চয়ই তুমি অধমদের অন্তর্ভুক্ত।" (miv আল আরাফ, আয়াত ১৩)

অহংকারী ব্যক্তি দুনিয়া ও আখিরাতে ঘৃণিত। আল্লাহর কাছে অপছন্দণীয় ।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ○

অর্থ : "নিশ্চয় আল্লাহ কোনো উদ্ধত অহংকারীকে পছন্দ করেন না।" (সুরা লুকমান, আয়াত ১৮)

মহানবি (স.) এ বিষয়ে বলেন,

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبْرٍ -

অর্থ : “যার অন্তরে সামান্য পরিমাণ অহংকার আছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।” (মুসলিম)

প্রতিটি মানুষের কোনো না কোনো অভাব আছে। সুতরাং অহংকার করা তার জন্য শোভা পায় না। অহংকার শুধু তাঁরই শোভা পায়, যার কোনো অভাব নেই। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন,

“আল্লাহ তাআলা বলেছেন, অহংকার আমার f lY|Ó (মুসলিম)

আমরা অহংকার বর্জন করব। কেননা মানুষের কোনো জিনিস নিয়েই অহংকার করার অবকাশ নেই।

আমরা এ পাঠে শিখলাম, অহংকার পতনের মূল। অহংকারী অভিশপ্ত। আমরা অহংকার করব না।

কাজ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে কী কী কাজ করলে অহংকার করা হয় এর একটি তালিকা তৈরি করে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ১০

অশ্লীলতা

পরিচয়

অশ্লীলতা অর্থ জঘন্যতা, কদর্যতা, নির্লজ্জতা, অভদ্রতা ও যৌন বিষয়ক কুৎসিত আচরণ। অশ্লীলতার দ্বারা নির্লজ্জ ও কুরুচিcÝ কথা ও কাজকে বুঝানো হয়। এছাড়া যেসব কুকর্ম ধৃষ্টতাসহকারে প্রকাশ্যে করা হয় সেগুলোকেও অশ্লীল বলা হয়।

কুফল

অশ্লীলতা একটি বড় অপরাধ। এটা সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট করে। সমাজকে কলুষিত করে। wb®úwc ও কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের চরিত্র হনন করে যুবক-যুবতীদের কুK‡gi প্রতি প্রলুব্ধ করে।

আল্লাহ তাআলা অশ্লীলতাকে হারাম ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ বলেন,

“বলুন, আমার প্রতিপালক নিষিদ্ধ করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা।” (আল্ আরাফ, আয়াত ৩৩)

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

“প্রকাশ্য কিংবা গোপন অশ্লীল আচরণের নিকটেও যাবে না।” (আল্ আনআম, আয়াত ১৫১)

অশ্লীল আচরণকারী সকলের নিকট ঘৃণিত। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন-

“যার মধ্যে অশ্লীলতা আছে, তা তাকে ত্রুটিযুক্ত করে। আর যার মধ্যে লজ্জাশীলতা আছে, তা তাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে।” (তিরমিযি)

অশ্লীলতা মানুষের পারলৌকিক জীবনকে দুঃসহ করে তোলে। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন-

اَلْجَنَّةُ حَرَامٌ عَلٰى كُلِّ فَاحِشٍ اَنْ يَدْخُلَهَا

অর্থ : “প্রত্যেক অশ্লীল আচরণকারীর জন্য জান্নাতে প্রবেশ হারাম।” (কানযুল উম্মাল)

অশ্লীলতা ত্যাগ করা মুমিন বান্দার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبَآئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ

অর্থ : "তারাই (মুমিন) যারা গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কার্য থেকে বেঁচে থাকে।" (সুরা আস-শূরা, আয়াত ৩৭)

প্রতিকার

১. ইসলামের নীতি ও আদর্শের অনুশীলন,

২. পারিবারিক ও সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলা এবং

৩. সচেতনতার পাশাপাশি আইনি প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে দৃষ্টান্তমূলক kw¯Íi ব্যবস্থা করা।

অশ্লীল কথা, কর্ম ও অপরাধকে সবাই ঘৃণা করে। অশ্লীলতা, অসভ্যতা ও বর্বরতার প্রতীক। অশ্লীল আচরণ ও কর্ম থেকে আমরা বিরত থাকব, অন্যকেও বিরত থাকতে অনুপ্রাণিত করব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে অশ্লীলতার প্রতিকার m¤ú‡K Ab‡"Q` লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ১১

পরশ্রীকাতরতা (اَلْحَسَدُ)

পরশ্রীকাতরতা অর্থ অন্যের উন্নতি ও সৌভাগ্য দেখে ঈর্ষা প্রকাশ করা। অর্থাৎ কারো ধন-দৌলত, সম্মান, ভালো ফল বা D"P মর্যাদা দেখে ঈর্ষান্বিত হওয়া এবং তার ধ্বংস কামনা করাকে পরশ্রীকাতরতা বলা হয়।

কুফল

পরশ্রীকাতরতা একটি মারাত্মক মানসিক ব্যাধি। এ ব্যাধি বহু কারণে সৃষ্টি হয়। যেমন শত্রুতা, অহংকার, নিজের অসদুদ্দেশ্য নষ্ট হওয়ার আশংকা, নেতৃত্বের লোভ ইত্যাদি। এসব কারণে এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির প্রতি হিংসা বিদ্বেষ করে থাকে। ইসলাম এ কাজগুলো হারাম ঘোষণা করেছে। পরশ্রীকাতরতার অপকারিতা সীমাহীন। হযরত আদম (আ.)-এর পদমর্যাদা দেখে ইবলিস তার প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়। ফলে সে অভিশপ্ত হয় এবং আল্লাহ তাআলার দয়া থেকে e¨vÂZ হয়।

মানব সৃষ্টির পর ঈর্ষার কারণেই সর্বপ্রথম পাপ সংঘটিত হয়। আদম (আ.)-এর পুত্র কাবিল পরশ্রীকাতরতার বশবর্তী হয়ে তারই আপন ভাই হাবিলকে হত্যা করে। পরশ্রীকাতরতা মানুষের cY¨ কাজগুলোকে ধ্বংস করে দেয়। এ m¤ú‡K মহানবি (স.) বলেছেন,

اِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ

অর্থ : "আগুন যেমন শুকনা কাঠকে জ্বালিয়ে ছাই করে দেয় পরশ্রীকাতরতা তেমনই পুণ্যকে ধ্বংস করে দেয়।" (মুসনাদি শিহাব)

পরশ্রীকাতরতা মানুষের শান্তি বিনষ্ট করে। মনে অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে রাখে। পরশ্রীকাতর ব্যক্তি আল্লাহ এবং মানুষের কাছে ঘৃণিত। কেউ তাকে ভালোবাসে না। কেউ তাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে না। সমাজের লোকেরা তাকে এড়িয়ে চলে। পরশ্রীকাতরতা সমাজে ঝগড়া-ফাসাদ, মারামারি ও অশান্তি সৃষ্টি করে। মানুষের মনে অহংকার সৃষ্টি হয়। অহংকার মানুষের পতন ঘটায়।

আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজিদে পরশ্রীকাতরতা থেকে বেঁচে থাকার শিক্ষা দিয়েছেন। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে ,

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ○

অর্থ : "আর হিংসুকের (পরশ্রীকাতরতার) অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই যখন সে হিংসা করে।" (mi¥ ফালাক, আয়াত ৫)

আল্লাহ তায়ালা হিংসা বর্জনকারীকে ভালোবাসেন। হিংসা বর্জনকারী জান্নাত লাভ করবেন। প্রিয় নবি (স.) একবার তার এক সাহাবিকে জান্নাতি বলে ঘোষণা দেন। তিনি কী আমল করেন এ m¤ú‡K জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি (সাহাবি) বলেন আল্লাহ তায়ালা যাকে কোনো উত্তম e¯‘ দান করেছেন আমি তার প্রতি কখনই হিংসা পোষণ করি না। (ইবনে মাজাহ)

আমাদের প্রতিজ্ঞা

আমরা পরশ্রীকাতর হব না। নিজের পতন নিজে ডেকে আনব না। হিংসা করব না। সমাজের শান্তি বিনষ্ট করব না

কাজ : শিক্ষার্থীরা পরশ্রীকাতরতার কুফলের একটি তালিকা তৈরি করে শ্রেণিকক্ষের বোর্ডে ঝুলিয়ে দেবে।

পাঠ ১২

ঘৃণা (اَلْبُغْضُ)

পরিচয়

ঘৃণা অর্থ অবজ্ঞা, অপছন্দ, উপেক্ষা, Zw"Qj¨, Z"Q জ্ঞান করা। কাউকে Z"Q মনে করে তাকে সহ্য করতে না পারা এবং তার থেকে দূরে সরে থাকাকেই পরিভাষায় ঘৃণা বলে।

অহংকার, শত্রুতা, পদমর্যাদার লিপ্সা প্রভৃতি কারণে ঘৃণার উদ্রেক ঘটে। ঘৃণা করা অন্যায় তবে ক্ষেত্রবিশেষ ঘৃণা একটি মানবীয় গুণ। যেমন মন্দ কাজে ঘৃণা করা প্রশংসনীয়। সমাজে চুরি, ডাকাতি, হাইজ্যাক, সুদ, ঘুষ, মদ, জুয়া, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, হেরোইন সেবন ইত্যাদি ঘৃণিত কাজ। এগুলোকে ঘৃণা করা একজন মুমিনের বৈশিষ্ট্য। তবে মনে রাখতে হবে পাপ কাজকে ঘৃণা করব পাপীকে নয়।

কুফল

অনেক ক্ষেত্রে ঘৃণা একটি মহা গুরুতর ব্যাধি। এতে eÜ‡Zi মধ্যে ফাটল ধরে। সমাজে অশান্তি সৃষ্টি হয়। ঘৃণাকারী কখনো মনে শান্তি লাভ করতে পারে না। এতে তার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ক্ষতি সাধিত হয়।

মহানবি (স.) বলেন, دَبَّ اِلَيْكُمْ دَاءُ الْاُمَمِ قَبْلَكُمْ اَلْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ

অর্থ: "পূর্ববর্তী উম্মাতের দুটি রোগ তোমাদের মধ্যে সংক্রমিত হয়েছে, হিংসা এবং ঘৃণা।" (বায়হাকি)

রাসুলুলাহ (স.) আরও বলেন, "তোমরা একে অপরকে হিংসা করো না, একে অপরকে ঘৃণা করো না, একে অন্যের ক্ষতি করার জন্য কৌশল করো না বরং তোমরা আল্লাহর বান্দা হিসেবে ci¯úi ভাই ভাই হয়ে যাও।" (বুখারি ও মুসলিম)

ঘৃণা বা তাচ্ছিল্য শয়তানের বৈশিষ্ট্য। শয়তান হযরত আদম (আ.)-এর প্রতি Zw"Qj¨ করার কারণেই অভিশপ্ত হয়েছে। আমরা কাউকে ঘৃণা করব না।

আমরা ঘৃণার কুফল উপলব্ধি করব। সকলের প্রতি উদার হব। ভালো কাজে প্রশংসা করব। অর্থ, বিদ্যা বা সামাজিক মর্যাদার মাপকাঠিতে কাউকে ঘৃণা বা হেয় করব না। তবে মন্দ কাজকে ঘৃণা করব। মন্দ কাজকে ঘৃণা না করলে সমাজে তা ধীরে ধীরে বৈধ বলে পরিগণিত হয়।

কাজ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে ঘৃণার কুফলগুলোর একটি তালিকা তৈরি করবে এবং শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ১৩

চৌর্যবৃত্তি

পরিচয়

চৌর্য অর্থ অপহরণ, Pwi| চৌর্যবৃত্তি অর্থ চোরের ব্যবসায় বা পেশা অথবা চোরের কাজ। কারো gwjKvbvf³ m¤ú` সংরক্ষিত স্থান থেকে গোপনে হাতিয়ে নেয়ার নাম চুরি বা চৌর্য।

চুরির কুফল

নিরাপত্তাহীনতা :

চুরির জন্য m¤ú` ও জীবন নিরাপত্তাহীনতার শিকার হয়। কারণ কখনো কখনো চোর ধরা পড়ে যাওয়ার আশঙ্কায় মালিককে খুনও করে।

সামাজিক শান্তি বিনষ্ট :

চৌর্যবৃত্তির কারণে মানুষ শান্তিতে ঘুমুতে পারে না। m¤ú` পাহারা দিতে নির্ঘুম রাত কাটাতে হয়। সর্বদা m¤ú` চুরি হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় সামাজিক শান্তি ও mw¯Í বিনষ্ট হয়।

সামাজিক অপরাধ বৃদ্ধি :

চুরির দ্বারা সমাজে আরও নতুন নতুন অপরাধ সৃষ্টি হয়। চোর শুধু তার কাজ চুরির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে না বরং সে চুরি, ছিনতাই, অপহরণ, খুন এবং মাঝে মাঝে সম্ভ্রমহানির ঘটনাও ঘটায়।

চৌর্যবৃত্তি একটি ঘৃণিত কাজ :

সমাজের নিন্দনীয় কাজগুলোর অন্যতম চৌর্যবৃত্তি। সমাজে চোরকে মানুষ ঘৃণার চোখে দেখে। চোরকে মানুষ আত্মীয় হিসাবে পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করে। পরিবার ও সমাজের লোকেরা তাকে ঘৃণার চোখে দেখে।

পরকালীন শাি Í :

চুরি একটি অত্যন্ত জঘন্য ধরনের নিষিদ্ধ কাজ। এর ফলে ব্যক্তি প্রকৃত মুমিন থাকতে পারে না। আল্লাহ তার জন্য পরকালেও ভয়াবহ kw¯Íi অঙ্গীকার করেছেন।

চুরি প্রতিরোধে ইসলামের ভমিকা :

চুরির জন্য পরকালে kw¯Íi অঙ্গীকার ছাড়াও এ অনৈতিক অপরাধ প্রতিরোধের জন্য ইসলাম পার্থিব দণ্ডবিধানও দিয়েছেন।

প্রতিকার:

১। মৌলিক প্রয়োজন মেটানো

কেউ যাতে অন্ন, eস্ত্র বা মৌলিক চাহিদার অভাবে চুরি না করে তার জন্য সেসবের ব্যবস্থা করতে হবে। তার কাজের ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

২। দৃষ্টান্তমূলক kw¯Íi ব্যবস্থা

অভাব না থাকা সত্ত্বেও স্বভাবগত কারণে কেউ যদি চুরি করে তাহলে সব দেশ এবং সব সমাজেই সেজন্য kw¯Íi বিধান রয়েছে, ইসলাম ধর্মেও তার জন্য কঠিন kw¯Íi বিধান রয়েছে। আল্লাহ বলেন,

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا جَزَاءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ؕ

অর্থ : "পুরুষ চোর আর মহিলা চোর তাদের হাত কেটে দাও। তারা যা করেছে এ হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে তার দৃষ্টান্তমূলক kw¯Í।" (mit মায়িদা, আয়াত ৩৮)

৩। নৈতিকতাবোধ জাগ্রতকরণ

সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মানুষের অন্তরে চৌর্যবৃত্তির প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করা। চোরকে সামাজিকভাবে বয়কট করার মাধ্যমে নৈতিকতাবোধ জাগ্রত করা।

ধর্মীয় প্রতিকার

চুরি শুধু সামাজিক অপরাধই নয়, ধর্মীয় বিবেচনায় একটি হারাম কাজ। দুনিয়ায় ঘৃণা ও kw¯Í ছাড়াও আখিরাতে এর জন্য কঠোর kw¯Íi বিধান রয়েছে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে চৌর্যবৃত্তির প্রতিকারের উপায়গুলোর একটি তালিকা তৈরি করবে।

পাঠ ১৪

ঘুষ (اَلرِّشْوَةُ)

পরিচয়

ঘুষ অর্থ উৎকোচ। এর আরবি প্রতিশব্দ 'রেশওয়াত'। অবৈধ সহায়তার জন্য প্রদত্ত গোপন পারিতোষিকই ঘুষ। কর্তব্যরত কোনো ব্যক্তির নিকট থেকে কাজ আদায় করার উদ্দেশ্যে কিছু দেওয়া ঘুষের অন্তর্ভুক্ত।

কোনো ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করে উপঢৌকন গ্রহণ করাও ঘুষ। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, "যে ব্যক্তি কারো জন্য সুপারিশ করল, আর এ সুপারিশের প্রতিদানস্বরূপ তাকে কিছু উপহার দেওয়া হলে, সে যদি তা গ্রহণ করে, তবে সে সুদের দরজাসমূহের একটি বড় দরজায় উপস্থিত হবে।" (কিতাবুল কাবায়ির)

কুফল

ঘুষ একটি সামাজিক অপরাধ। ঘুষ লেনদেনের মাধ্যমে অন্যের অধিকার ক্ষুণ্ন হয়। ঘুষ গ্রহীতাকে সকলে ঘৃণা করে। ঘুষ গ্রহণ এবং দেওয়া দুটিই পাপ কাজ। ঘুষ গ্রহীতা ও দাতার ওপর আলাহ তাআলার অভিশাপ বর্ষিত হয়। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন,

لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الرَّاشِيْ وَالْمُرْتَشِيْ ـ

অর্থ: "ঘুষ দাতা ও ঘুষ গ্রহীতার ওপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হয়।" (ইব্ন মাজাহ্)

ঘুষ দেওয়া ও নেওয়া উভয়ই অমার্জনীয় অপরাধ। ঘুষদাতা ও গ্রহীতা উভয়ই জাহান্নামি। রাসুল (স.) বলেন,

اَلرَّاشِيْ وَالْمُرْتَشِيْ كِلَاهُمَا فِي النَّارِ-

অর্থ : "ঘুষ দাতা ও গ্রহীতা উভয়ই জাহান্নামি।" (তাবারানি)

কোনো কর্মচারী তার বেতনের অতিরিক্ত জনগণ থেকে কোনো কিছু গ্রহণ করা অবৈধ। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, "কোনো ব্যক্তিকে যদি আমরা কোনো কাজে নিয়োগ করি এবং এ জন্য তাকে বিনিময় দান করি, আর সে বিনিময়ের অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করে, তবে তা খিয়ানত হিসাবে গণ্য হবে।" (আবু দাউদ)

ঘুষ প্রতিরোধে ইসলামি বিধান

ইসলাম ঘুষকে হারাম ঘোষণা করেছে। মুমিনদের ঘুষ আদান প্রদান না করার বিশেষ নির্দেশ দিয়েছে।

মহান আল্লাহ ঘুষের সম্পদকে হারাম ও অপবিত্র ঘোষণা করেছেন। মুমিনদের দায়িত্ব হলো এ নিষিদ্ধ অপবিত্র কাজে অংশগ্রহণ না করা।

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর বাণী,

"বলুন মুহাম্মদ (স.)। হারাম ও অপবিত্র জীবিকা এবং পবিত্র জীবিকা সমান নয়। যদিও হারামের আধিক্য তোমাদের বিস্মিত করে। কাজেই হে বুদ্ধিমানগণ, আল্লাহকে ভয় কর।" (সুরা মায়িদা, আয়াত ১০০)

কিয়ামত দিবসে ঘুষ গ্রহীতার পরিণতি হবে খুবই লজ্জাজনক। মহানবি (স.) বলেছেন- "যার হাতে আমার জীবন তাঁর কসম! ব্যক্তি যা ঘুষ হিসেবে গ্রহণ করবে কিয়ামতের দিন সে তা নিয়েই উপস্থিত হবে।"

সর্বোপরি মহানবি (স.) ঘুষদাতা ও গ্রহীতার জন্য জাহান্নামের সংবাদ দিয়েছেন।

আমরা সমাজকে ঘুষের অভিশাপ থেকে মুক্ত করব। নিজেরা কখনো ঘুষ আদান-প্রদান করব না।

সামাজিক অপরাধ হিসাবে এ অভিশপ্ত কাজ প্রতিরোধ করব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে ঘুষের সামাজিক কুফলগুলোর একটি তালিকা তৈরি করবে এবং শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ১৫

সন্ত্রাস

পরিচয়

সন্ত্রাস হলো ফিতনা-ফাসাদের আধুনিক রূপ। সন্ত্রাস শব্দের অর্থ অতিশয় ত্রাস বা ভয়ের পরিবেশ। অর্থাৎ ভয় দেখিয়ে বা জোর খাটিয়ে মানুষের কাছ থেকে কিছু আদায় করা বা আদায়ের পরিবেশ সৃষ্টির নীতিকে সন্ত্রাস বলে।

সন্ত্রাসের কুফল

সন্ত্রাসের ফলে সমাজে wek•Ljv সৃষ্টি হয়। সামাজিক জীবন wech¯Í হয়। মানুষের স্বাভাবিক শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন ব্যাহত হয়। সন্ত্রাস কবলিত জনপদে মানুষের জীবনের নিরাপত্তা থাকে না। যখন তখন কেউ অপমৃত্যুর শিকার হতে পারে। সন্ত্রাসের কারণে মানুষের m¤ú‡`i নিরাপত্তা থাকে না। সম্ভ্রমের নিরাপত্তা থাকে না। cvi¯úwiK m¤úK নষ্ট হয়। বিদ্বেষ বেড়ে যায়। AvBb-k•Ljv ও প্রশাসন স্থবির হয়ে পড়ে। ফলে জাতীয় উন্নতি ও অগ্রগতি মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়।

সন্ত্রাস প্রতিরোধে ইসলামের বিধান

ইসলাম সন্ত্রাস প্রতিরোধে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ থেকে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে। আর এ যুদ্ধকে মুমিনদের ইমান রক্ষার যুদ্ধ বলে ঘোষণা দিয়েছে। আল্লাহর বাণী,

وَقَاتِلُوهُمْ حَتّٰى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ

অর্থ : "আর কাফির ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। যতক্ষণ না ফিতনা-বিশৃঙ্খলা wbgj হয়।" (miv আনফাল, আয়াত ৩৯)

সন্ত্রাস দমনে ইসলাম সাধারণত তিন প্রকার ব্যবস্থা নিয়েছে।

1. kw¯ÍgjK e¨e¯'v

সন্ত্রাস ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কাজকে আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত অপছন্দ করেন। মহান আল্লাহ সন্ত্রাসকে হত্যার চেয়ে জঘন্য আখ্যা দিয়েছেন। আল্লাহর বাণী,

وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ج

অর্থ: "আর ফিতনা (বিশৃঙ্খলা ও সন্ত্রাস) হত্যার চেয়ে জঘন্য।" (সুরা আল-বাকারা, আয়াত ১৯১)

যারা আল্লাহর এ নিষেধাজ্ঞার পরও wek•Ljv, wechq বা সন্ত্রাস সৃষ্টির কাজ অব্যাহত রাখবে, তাদের বিরুদ্ধে পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলা kw¯ÍgjK ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন, "যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায় এটাই তাদের kw¯Í যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা k‡j বিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। দুনিয়ায় এটাই তাদের jvÃbv Ges পরকালেও তাদের জন্য রয়েছে gnvkw¯Í।Ó (miv মায়িদা, আয়াত ৩৩)

২. কারণ উদঘাটন ও নিরসন

ইসলাম সন্ত্রাসের কারণ উদঘাটন ও তা নিরসনের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। এ জন্য ইসলামে দারিদ্র্য, অশিক্ষা, বেকারত্ব ও নৈতিক অবক্ষয় রোধে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতি জোর দিয়েছে।

৩. নৈতিকতাবোধ জাগ্রতকরণ

জীবনের সকল পর্যায়ে ইসলামি বিধান কার্যকর করে নৈতিকতাবোধ জাগ্রত করে সন্ত্রাস দূর করা যায়।

নৈতিকতাবোধ জাগ্রত করার জন্য সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। সন্ত্রাসী কাজকে ঘৃণা করা এবং সন্ত্রাসীকে সামাজিকভাবে বয়কট করার মাধ্যমে নৈতিকতাবোধ জাগ্রত করা যায়।

কাজ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে সন্ত্রাসের কুফলগুলোর একটি তালিকা তৈরি করবে এবং শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ১৬

এইচআইভি এবং এইডস

বর্তমান শতাব্দীর এক মহাআতঙ্কের নাম এইডস। আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের যুগেও এইডস বিশ্বব্যাপী জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি। এ রোগটি ১৯৮১ সালে সর্বপ্রথম আমেরিকায় সমকামীদের মধ্যে ধরা পড়ে। যে ভাইরাস থেকে এ রোগটি হয় তার নাম Human Immune Deficiency Virus, এর সংক্ষিপ্ত নাম HIV– এটি একটি ঘাতক ব্যাধি। HIV দ্বারা কোনো ব্যক্তি আক্রান্ত হলে তাকে "এইচআইভি বহনকারী" হিসেবে চিহ্নিত Y করা হয়। এ ভাইরাস শরীরে প্রবেশ করে রক্তের রোগ প্রতিরোধকারী T4 কোষগুলোকে ধ্বংস করে দেয়। এক পর্যায়ে আক্রান্ত ব্যক্তি রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। আক্রান্ত ব্যক্তি ক্রমান্বয়ে gZ¨i কোলে ঢলে পড়ে ।

এইচআইভি যেভাবে ছড়ায়

বয়স, জাতি, লিঙ্গ, সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে সবাই এইচআইভি দ্বারা সমানভাবে আক্রান্ত হতে পারে। এইচআইভি মানুষের শরীরে বিভিন্ন ধরনের তরল পদার্থের মাধ্যমে ছড়িয়ে থাকে। তরল পদার্থগুলো হলো রক্ত, বীর্য, মাতৃদুগ্ধ ইত্যাদি। যদি এইচআইভি আক্রান্ত পুরুষ বা মহিলার শরীরের তরল পদার্থ কোনো সুস্থ ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করে, তবে তিনি এইচআইভি দ্বারা আক্রান্ত হতে পারেন ।

এইচআইভি এবং এইডস যেসব কারণে ছড়ায় তার মধ্যে প্রধান কারণগুলো হলো–

(ক) অবৈধ যৌন আচরণ

(খ) মাদক ও নেশা জাতীয় দ্রব্য সিরিঞ্জের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করানো

(স.) অপরিশোধিত রক্ত শরীরে প্রবেশ করানো

cwZ‡iv‡ai Dcvqmgn

১। সুস্থ বৈবাহিক জীবনযাপণ করা।

২। নারী-পুরুষের অবৈধ মেলামেশা এড়িয়ে চলা।

৩। মাদক ও নেশা জাতীয় সকল জিনিস বর্জন করা।

৪। অপরিশোধিত রক্ত শরীরে প্রবেশ না করানো।

আমরা ইসলামি বিধিবিধান মেনে চলব। সামাজিক অপরাধসমূহ এড়িয়ে চলব। আমরা নিজেকে এবং সমাজকে সকল অপরাধ ও রোগসংক্রমণ থেকে রক্ষা করব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে এইচআইভি এবং এইডস প্রতিরোধের উপায়গুলোর একটি তালিকা তৈরি করবে।

Abkxjbgj K ck

kন্যস্থান cরণ কর

১. সন্তানের বেহেশত —— পদতলে|

২. ধৈর্য মানবজীবনের একটি —— |

৩. —— একটি বড় অভিশাপ|

৪. জাতির নেতা তিনিই যিনি তাদের —— |

৫. যার অন্তরে সামান্য পরিমাণ অহংকার আছে সে —— প্রবেশ করবে না।

বাম পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে ডান পাশের সাথে মিল কর

বাম পাশ	ডান পাশ
১. আল্লাহ কোনো উদ্ধত অহংকারীকে	মানসিক ব্যাধি
২. অশ্লীল আচরণকারী	গুরুতর
৩. পরশ্রীকাতরতা একটি মারাত্মক	ভাই ভাই
৪. ফিত্না (wek•Ljv) হত্যা অপেক্ষা	সকলের নিকট ঘৃণিত
৫. নিশ্চয়ই মুমিনগণ	পছন্দ করেন না

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সদাচরণ বলতে কী বুঝ?

২. দেশপ্রেম বলতে কী বুঝায়?

৩. অশ্লীলতা কী? সংক্ষেপে লিখো।

eYbvgjK ck

১. ইসলামের দৃষ্টিতে এইচআইভি এবং এইডস প্রতিরোধের উপায় বর্ণনা কর।

২. ইসলামে নারীর মর্যাদা m¤ú‡K বর্ণনা দাও।

৩. সন্ত্রাস কার্যক্রম প্রতিকারের উপায় কী? বর্ণনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

1| åvZZ‡K Kq fv‡M fvM Kiv hvq?

K `B L. wZb

M. cvP N. mvZ|

2| mgvR‡mevi Aন্তf³ n‡jvÑ

i. mvgwRK wbivcËv রক্ষা

ii. ci¯úi‡ii Ø›Ø †gUv‡bv

iii. mন্তাb‡K wkক্ষv `vb|

†KvbwU mwVK ?

K. i L. ii

M. iii N. i I ii|

নিচের Ab‡"Q`wU **পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও**

শাহরিয়ার সাহেব একজন বড় কর্মকর্তা। তিনি সহকর্মীদের ছোট ছোট ভুলের কারণে অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করেন।

৩। শাহরিয়ার সাহেবের কাজটি কিসের প্রতীক?

K. NYvi L. AnsKv‡ii

M. Ab¨v‡qi N. Amf¨Zvi|

৪। শাহরিয়ার সাহেবের কাজের ফলে–

i. RvbvZ nvivg n‡e

ii. ci‡jŠwKK Rxeb `tmn n‡e

iii. mK‡ji wbKU NwYZ n‡e|

†KvbwU mwVK?

K. i L. ii I iii

M. iii N. i, ii I iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

1| ivqnvb mv‡ne K·evRv‡ii GKRb wewkó wk¶vbivMx I mgvR‡meK| wZwb GKwU †emiKwi wekwe`¨vj‡qi cwiPvjK| D³ wekwe`¨vjqwU‡Z wb‡qvM weÁwß cKwkZ n‡j ivqnvb mv‡n‡ei eÜ AveŸvm mv‡n‡ei ¯¿x cfvIK c‡` Av‡e`b K‡ib| c‡i ivqnvb mv‡n‡ei Ab‡ivaµ‡g AveŸvm

mv‡n‡ei ¯¿x D³ c‡` wb‡qvM jvf Ki‡j AveŸvm mv‡ne m¯¿xK ivqnvb mv‡n‡ei evmvq nwRi n‡q KZÁZv cKvk K‡ib Ges GKwU ¯^‡Yi wPswo gvQm`k †kv-wcm Dcnvi wn‡m‡e c`vb K‡ib| GK`v ivqnvb mv‡n‡ei †QvU †g‡qi evÜex Awe`v †eov‡Z G‡m bv e‡j D³ †kv-wcmwU wb‡q hvq|

K. nhiZ Av`g (Av.)-Gi ghv`v †`‡L †K ঈর্ষান্বিত n‡qwQj?

L. wnsmvi GKwU mvgwRK Kdj e¨vL¨v Ki|

M. ivqnvb mv‡n‡ei wØZxq KvRwU AvLjv‡K hwggvi †Kvb Kv‡Ri অন্তর্ভুক্ত? cvV¨eB‡qi Av‡jv‡K e¨vL¨v Ki|

N. Awe`vi KvRwUi cwiYvg বিশেষণ Ki|

2|

wPÎ bs 1: iv¯Ív ms¯‹vi n‡jv Mvgevmxi k‡g| 1 RjvB, 2012 c_g Av‡jv|

wPÎ bs 2: †ivMxi Abf~wZ- GLv‡b eo Wv³vi e‡mb, †ivMx †`‡L †Kv‡bv UvKv †bb bv| IaI wd cvB| (সংক্ষেপিত)

K. ôDËg PwiÎB n‡jv mKj †bK Kv‡Ri gj K_vÕÑevYxwU Kvi?

L. Bmjwg åvZZ‡eva ej‡Z Kx eSvq|

M. 1 bs Qwe‡Z Mv‡gi ewm›`v‡`i KvRwU‡Z Kx cKvk †c‡q‡Q? e¨vL¨v Ki|

N. 2 bs QwewU †h welqe¯‘i cwZ Bw½Z K‡i Zv cvV¨eB‡qi Av‡jv‡K বিশ্লেষণ Ki|

cÂg Aa¨vq

আদর্শ জীবনচরিত

মহান আল্লাহ তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের জন্য মানুষ সৃষ্টি করেছেন। মানুষ সৃষ্টির gj উদ্দেশ্য হলো মহান আল্লাহর ইবাদত করা, আল্লাহর বিধিনিষেধ মান্য করা। আর এসব বিধিনিষেধ যথাযথভাবে অনুসরণ করার জন্য অবশ্যই একটি অনুসরণীয় নীতিমালা প্রয়োজন। যাকে আমরা আদর্শ বলতে পারি। মহান আল্লাহর পক্ষ হতে আগত নবিগণের জীবনচরিত আমাদের আদর্শ। এর মধ্যে হযরত মুহাম্মদ (স.) এর জীবন চরিত হলো সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। এমনিভাবে যারা নবি ও রাসুলগণের জীবনী অনুকরণ করে ধন্য হয়েছেন তাদের জীবনের ভালো দিকগুলোকেও আমরা আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করব।

এ অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী-

- আদর্শ জীবন চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- কতিপয় মনীষীর জীবন চরিত বর্ণনা করতে পারবে।
- মনীষীগণের গুণাবলি যেমন, সমাজসেবা, সাম্য, গণতান্ত্রিক gj¨‡ev, ভ্রাতৃত্ববোধ, সহমর্মিতা, পরমতসহিষ্ণুতা, সৌহার্দ, মানবিকতা, আধ্যাত্মিকতা, ত্যাগ, ক্ষমা, অপসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি, ন্যায় বিচার, দানশীলতা, পরোপকারিতা, দেশপ্রেম, সুশাসন প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি তাঁদের অবদান ও শিক্ষা ব্যাখ্যা ও gj¨vqb করতে পারবে।
- ev¯Íe জীবনে মনীষীগণের গুণাবলি অনুসরণ করে আদর্শ জীবন গঠনে উদ্বুদ্ধ হবে।
- দলগতকাজে গণতান্ত্রিক gj¨‡ev রক্ষা করতে পারবে এবং সামগ্রিকভাবে নেতৃত্ব প্রদানে আগ্রহী হতে পারবে।

পাঠ ১

হযরত সুলাইমান (আ.)

পরিচয়

হযরত সুলাইমান (আ.) আল্লাহর প্রসিদ্ধ নবি ছিলেন। তিনি হযরত দাউদ (আ.)-এর কনিষ্ঠ পুত্র। তিনি আনুমানিক খ্রিস্টce ৯৭০-৯৭৫-এর মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন। যে চারজন বাদশা mg¯Í পৃথিবীর শাসক ছিলেন হযরত সুলাইমান (আ.) তাদের একজন। তিনি পরিণত বয়সে উপনীত হওয়ার পর তাঁর পিতা হযরত দাউদ (আ) ইন্তিকাল করেন। এরপর আল্লাহ তাআলা হযরত সুলাইমান (আ.)-কে নবি হিসেবে হযরত দাউদ (আ.) -এর স্থলাভিষিক্ত করেন এবং mg¯Í পৃথিবীর রাজত্ব দান করেন।

অলৌকিক ক্ষমতা লাভ

নবি হিসেবে হযরত সুলাইমান (আ.)-এর বিশেষ মর্যাদা ছিল। আল্লাহ তাঁকে পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, জীব-জন্তু ও জ্বিন-ইনসানের ভাষা বুঝার ক্ষমতা দিয়েছিলেন। আল্লাহ তাআলা বলেন–

"সে (সুলাইমান) বলল : হে মানুষ! আমাকে পক্ষীকুলের ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং আমাকে সবকিছু (জ্ঞান) দেওয়া হয়েছে। নিশ্চয়ই এটা m¯úó অনুগ্রহ। (সুরা নামল, আয়াত ১৬)

তিনি ছিলেন সুবিশাল we¯ÍY রাজ্যের রাজা। শাসনকার্য সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে m¤úv`b করার জন্য তিনি রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে যেতেন। খুব দ্রুত যাতায়াত করার জন্য মহান আল্লাহ তাকে বাতাসে ভর করে চলাচল করার ক্ষমতা দান করেছিলেন। বাতাসকে তার অনুগত করে দিয়েছিলেন। তাঁর যখন যে স্থানে যাওয়ার প্রয়োজন হত তিনি বাতাসকে আদেশ করলে বাতাস তাঁকে তাঁর বিশাল সিংহাসন ও লোকবলসহ gn‡Z সে স্থানে পৌঁছে দিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ۚ

অর্থ : "আমি বায়ুকে সুলাইমানের অধীন করেছিলাম। সে সকালে এক মাসের পথ অতিক্রম করত ও সন্ধ্যায় এক মাসের পথ অতিক্রম করত। (সুরা সাবা, আয়াত ১২)

আল্লাহ তাআলা জ্বিনদের মধ্য হতে একদলকে হযরত সুলাইমান (আ.)-এর অধীন করে দিলেন। তারা হযরত সুলাইমানের জন্য সমুদ্র হতে মুক্তা সংগ্রহ করে আনত। এ ছাড়া অন্যান্য কাজও করত। যেমন, m-D"P প্রাসাদ, †Pŝev"Pvi ন্যায় বড় পেয়ালা ইত্যাদি নির্মাণ করতো। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ ۙ

"এবং (আমি অনুগত করে দিলাম) শয়তানদের, যারা সকলেই ছিল প্রাসাদনির্মাণকারী ও ডুবুরি।" (সুরা সাদ, আয়াত ৩৭)

তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যে গোয়েন্দার কাজ করতে আল্লাহ পাক তাঁকে 'হুদহুদ' নামক একটি পাখি দিয়েছেন। সে পাখিটি তাঁকে রানি বিলকিস ও তার রাজত্বের সংবাদ দিয়েছে। এ সবই তাঁর অলৌকিক শক্তির নিদর্শন।

বিচার শক্তি

হযরত সুলাইমান (আ.)-এর জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও ধী-শক্তি ছিল খুবই প্রখর। আল্লাহ তাআলা তাকে খুব mাক্ষভাবে বিচারকার্য পরিচালনা করার ক্ষমতা দিয়েছিলেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি খুব বুদ্ধিমান ও প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন।

একদা দুজন নারী একটি শিশুর মাতৃত্ব দাবি করল। এর মীমাংসা করার জন্য তারা হযরত দাউদ (আ.)-এর নিকট এলো। সেখানে হযরত সুলাইমান (আ.) ও উপস্থিত ছিলেন। হযরত সুলাইমান (আ.) বললেন শিশু হলো একটি অথচ দাবিদার দুজন। তাহলে শিশুটি কেটে দুভাগ করে দুজনকে দিয়ে দেওয়া হোক। একথা বলে হযরত সুলাইমান (আ.) একটি ছুরি হাতে নিলেন। শিশুটিকে মাটিতে শুইয়ে দু'ভাগ করার জন্য উদ্যত হলেন। তখনই একজন নারী কাঁদতে কাঁদতে বললেন। আল্লাহর দোহাই! শিশুটিকে কাটবেন না আমি আমার দাবি ত্যাগ করলাম। শিশুটিকে জীবিত রাখুন এবং তাকে অপরজনের নিকট দিয়ে দিন। হযরত সুলাইমান (আ.) বুঝলেন এ নারীই শিশুটির প্রকৃত মাতা। তখন তিনি তাকে শিশুটি দিয়ে দিলেন এবং অন্যজনকে মিথ্যা বলার দায়ে kw¯Í দিলেন।

বালক বয়সে হযরত সুলাইমান (আ.)-এর আরও একটি ঘটনা হলো– একদা দুজন লোক হযরত দাউদ (আ.)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বিচারপ্রার্থী হলো। তাদের একজন ছিল রাখাল অপরজন কৃষক। কৃষক তথা শস্যক্ষেতের মালিক ছাগলের রাখালের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল যে, রাখালের ছাগল রাতে ছাড়া পেয়ে তার mg¯Í ফসল বিনষ্ট করে ফেলেছে। সত্যতা যাচাই করার পর হযরত দাউদ (আ.) রায় দিলেন যে, ছাগলের মালিক তার mg¯Í ছাগল শস্যক্ষেতের মালিককে অর্পণ করুক। মামলার বাদী-বিবাদী উভয়ে রায় শুনে দরবার হতে যাওয়ার পথে হযরত সুলাইমান (আ.)-এর সাথে দেখা হলে তিনি সব শুনে বললেন-আমি রায় দিলে তা ভিন্ন হতো উভয় পক্ষের উপকার হতো। হযরত সুলাইমান (আ.) তাঁর পিতার নিকট তা ব্যক্ত করার পর তাঁর পিতা বললেন এর চাইতে উত্তম রায় কী হতে পারে? হযরত সুলাইমান (আ.) বললেন আপনি mg¯Í ছাগল শস্যক্ষেতের মালিককে দিয়ে দিন। সে এগুলোর দুধ, পশম দ্বারা উপকৃত হোক। আর শস্যক্ষেত ছাগলের মালিকের নিকট অর্পণ করুন। সে তাতে চাষাবাদ করে শস্য উৎপাদন করবে। যখন শস্যক্ষেত ছাগলে বিনষ্ট করার ceবস্থায় ফিরে যাবে তখন তা তার মালিককে বুঝিয়ে দেবে। হযরত দাউদ (আ.) এ রায় পছন্দ করলেন এবং তা কার্যকর করতে বললেন। আল্লাহ তাআলা বলেন-

فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ۚ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ

"এবং আমি সুলাইমানকে এ বিষয়ের মীমাংসা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম এবং তাদের প্রত্যেককে আমি দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান।" (সুরা আম্বিয়া, আয়াত ৭৯)

বাইতুল মুকাদ্দাস পুনর্নির্মাণ

হযরত সুলাইমান (আ.)-এর পিতা হযরত দাউদ (আ.) বাইতুল মুকাদ্দাস পুনর্নির্মাণের কাজ সমাপ্ত করার আগে ইন্তিকাল করেন। ইন্তিকালের আগে তিনি দোয়া করেছিলেন যে, হে আল্লাহ! আমার সন্তানের দ্বারা তা নির্মাণ করাও। আল্লাহ তাআলা তাঁর দোয়া কবুল করলেন। জেরুজালের ক্ষমতা গ্রহণ করে হযরত সুলাইমান (আ.) বাইতুল মুকাদ্দাসের নির্মাণকাজ শুরু করেন। এ মসজিদ নির্মাণে ৩০ হাজার শ্রমিকের ৭ বছর সময় লেগেছিল বলে কথিত আছে। gjZ জ্বিন জাতিরাই এ মসজিদ পুনর্নির্মাণ করেছিল।

রাজত্বকাল ও ইন্তিকাল

হযরত সুলাইমান (আ.) ৪০ বছর নবুয়তি দায়িত্ব পালন করেন এবং সমগ্র বিশ্বের রাজত্ব করেন। তার শাসনকাল ছিল খ্রিস্টce ৯৬০-৯২০ সাল পর্যন্ত। তাঁর ইন্তিকালের ঘটনা বিস্ময়কর। বাইতুল মুকাদ্দাস নির্মাণের কাজে নিয়োজিত শ্রমিকরা ছিল অবাধ্য একদল জ্বিন। তারা হযরত সুলাইমান (আ.)-এর ভয়ে কাজ করত। কিন্তু তাঁর ইন্তিকালের আগে বাইতুল মুকাদ্দাসের কাজ শেষ হবে না আর তাঁর ইন্তিকালের সংবাদ জানলে জ্বিনরাও কাজ করবে না। ফলে বাইতুল মুকাদ্দাস AmxúY থেকে যাবে। তাই হযরত সুলাইমান (আ.) D™Z এ পরিস্থিতিতে আল্লাহর নির্দেশে ব্যবস্থা নিলেন যে, মৃত্যুর পূর্বক্ষণে তিনি মৃত্যুর জন্য c¯'Z হয়ে তাঁর স্ব"Q কাচের নির্মিত মেহরাবে (বিশেষ কক্ষে) প্রবেশ করলেন। তিনি নিয়ম অনুযায়ী ইবাদতের উদ্দেশ্যে লাঠি ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। যথাসময়ে তাঁর আত্মা দেহ থেকে বেরিয়ে গেল। কিন্তু লাঠির ওপর ভর করে তাঁর দেহ অনড় থাকায় বাইরে থেকে মনে হতো তিনি ইবাদতরত আছেন। জ্বিনেরা তাঁকে জীবিত মনে করে দিনের পর দিন কাজ করতে থাকে। এমতাবস্থায় এক বছর অতিক্রান্ত হয়। এর মাঝে বাইতুল মুকাদ্দাসের কাজও সমাপ্ত হয়। অন্য দিকে আল্লাহর B"Qvq হযরত সুলাইমান (আ.)-এর লাঠি উঁই পোকায় খেয়ে ফেলে।

লাঠি পড়ে গেলে হযরত সুলাইমান (আ.)-এর দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তখন সবাই জানতে পারল যে, তাঁর মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৫৩ বছর। আল্লাহর বাণী-

"যখন আমি তার (সুলাইমানের) মৃত্যু ঘটালাম তখন জ্বিনদিগকে তার মৃত্যুর বিষয়ে জানাল কেবল মাটির পোকা যা, তার লাঠি খেয়েছিল। (সুরা সাবা, আয়াত ১৪)

তাঁকে জেরুজালেমের কুব্বাতুস্‌সাখারে দাফন করা হয়। জ্ঞানবুদ্ধির আলোকে মানবিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় যে উদাহরণ হযরত সুলাইমান (আ.) আমাদের শিখিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে অনুকরণীয়।

কাজ : শিক্ষার্থীরা হযরত সুলাইমান (আ.)-এর একটি m² wePvi m¤ú‡K Ab‡"Q` লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ২

হযরত মুসা (আ)

আগমন বার্তা

প্রাচীনকালে মিসরীয় বাদশাহদের 'ফিরআউন' বলা হতো। হযরত মুসা (আ.)-এর সমসাময়িক ফিরআউনের নাম ছিল ওয়ালিদ ইবনে মুসায়াব। তাঁকে 'দ্বিতীয় রামসিস' (Ramses II)ও বলা হয়। ফিরআউন স্বপ্নে দেখে যে, 'বাইতুল মুকাদ্দাস' থেকে এক ঝলক আগুন এসে মিসরকে গ্রাস করে ফেলেছে তার অনুসারী 'কিবতি' সম্প্রদায়কে জ্বালিয়ে w`‡"Q| কিন্তু বনি ইসরাঈলদের কোনো ক্ষতি করছে না। ফিরআউন তার রাজ্যের সকল স্বপ্ন বিশারদ থেকে একসাথে এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চায়। তারা বলল, ইসরাঈল বংশে এমন এক পুত্রসন্তানের আগমন হবে যে আপনাকে ও আপনার রাজত্বকে ধবংস করে দেবে। স্বপ্নের ব্যাখ্যা শুনে ফিরআউন ভীষণ উত্তেজিত ও দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল। ফিরআউন সেনাবাহিনীকে আদেশ দিল যে, বনি ইসরাঈল গোত্রে কোনো পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করলে তাকে যেন হত্যা করা হয়। এভাবে অসংখ্য ইসরাঈলি পুত্রসন্তান ফিরআউনের সেনাবাহিনীর হাতে নিহত হয়।

জন্ম

এমন দুঃসময়ে মৃত্যু পরওয়ানা কাঁধে নিয়ে হযরত মুসা (আ) খ্রিস্টce ১৩৫১ সনে জন্মগ্রহণ করলেন। কিন্তু আল্লাহর অশেষ মহিমায় ফিরআউনের সৈন্যবাহিনী এ সংবাদ জানতে পারল না। অপরদিকে হযরত মুসা (আ)-এর জননী খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। এমতাবস্থায় আল্লাহর ইশারায় হযরত মুসা (আ)-কে তাঁর মাতা সিন্দুকে ভরে নীল নদে ভাসিয়ে দেন। আল্লাহর কী মহিমা! সিন্দুকটি ভাসতে ভাসতে ফিরআউনের রাজ প্রাসাদের ঘাটে গিয়ে ভিড়ল। ফিরআউনের ¯¿x হযরত আসিয়া (আ) সিন্দুকটি খুললেন। ফুটফুটে একটি সুন্দর শিশু দেখে তাঁকে কোলে তুলে নিলেন। নিঃসন্তান হযরত আসিয়া (আ) শিশুটি লালন-পালন করতে লাগলেন। শিশু মুসা অন্য কারো দুধ পান না করায় তাঁর মাকেই ধাত্রী নিয়োগ করা হলো। মহান আল্লাহর কুদরতে মুসা (আ) তার মায়ের তত্ত্বাবধানেই ফেরআউনের ঘরে লালিত-পালিত হতে লাগলেন। আল্লাহ বলেন-

فَرَجَعْنٰكَ اِلٰٓى اُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ

"তখন আমি তোমাকে (মুসা) তোমার মায়ের নিকট ফিরিয়ে দিলাম যাতে তার চক্ষু শীতল হয় এবং সে দুঃখ না পায়।" (সুরা ত্বহা, আয়াত ৪০)

শিশুকালে ফিরআউন একবার মুসা (আ.)-কে কোলে তুলে নেয়। তখন শিশু মুসা (আ.) ফিরআউনের দাড়ি ধরে তার মুখে চড় মারেন। এতে ফিরআউন রাগান্বিত হয়ে তাকে হত্যা করতে চাইল এবং বলল এই সেই শিশু যে আমার রাজত্ব ধবংস করবে। তখন হযরত আসিয়া (আ.) এক ভয়ংকর অগ্নিপরীক্ষার মাধ্যমে শিশু মুসাকে ফিরআউনের রোষানল থেকে রক্ষা করেন। তখন অগ্নি মুখে নেওয়ায় তার মুখে জড়তা তৈরি হয়।

মাদায়িনে হিজরত

একদা হযরত মুসা (আ.) দেখতে পেলেন একজন কিবতি জনৈক ইসরাঈলিকে অত্যাচার করছে। তিনি অত্যাচারিত লোকটিকে বাঁচানোর জন্য অত্যাচারী কিবতি লোকটিকে একটি ঘুষি মারলেন। এতে লোকটি মারা যায়। হযরত মুসা (আ.) হতবাক হয়ে যান এবং ফিরআউনের ভয়ে মিসর ত্যাগ করে মাদায়িনে হিজরত করেন। সেখানে হযরত শুয়াইব (আ.)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। হযরত মুসা (আ.) তাঁর সান্নিধ্যে দশ বছর অতিবাহিত করেন। হযরত শুয়াইব (আ.) তাঁর কর্মদক্ষতা, চারিত্রিক মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁর জ্যেষ্ঠ কন্যা সফুরাকে তাঁর সাথে বিবাহ দেন।

নবুয়ত লাভ

খ্রিস্টce ১২৮৮ সালে মুসা (আ.) তাঁর পরিবারসহ মাদায়িন থেকে মিসরের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। তুর পাহাড়ের পাদদেশে আসার পর সন্ধ্যা হয়ে যায়। রাত্রি যাপনের জন্য তিনি পাহাড়ের নিকটে 'তুয়া' নামক পবিত্র উপত্যকায় তাঁবু স্থাপন করেন এবং সেখানে নবুয়ত প্রাপ্ত হন। আল্লাহ তাআলা বলেন-

"আমি তোমাকে মনোনীত করেছি, অতএব, যা প্রত্যাদেশ হয় তা শুনতে থাকো।" (সুরা ত্বহা : ১৩) আল্লাহ তাআলা হযরত মুসা (আ.)-এর সাথে সরাসরি ও ফেরেশতাদের মাধ্যমে কথাবার্তা বলতেন। আর এ কারণে তাঁকে 'কালিমুল্লাহ' বলা হতো।

দীনের দাওয়াত

নবুয়ত লাভের পর হযরত মুসা (আ.) আল্লাহর পক্ষ থেকে দীন প্রচারের জন্য আদিষ্ট হন। যেহেতু তাঁর মুখে জড়তা ছিল তাই তাঁর আবেদনের প্রেক্ষিতে আল্লাহ হযরত হারুন (আ.)-কে নবুয়ত দান করেন এবং তাকে মুসা (আ.)-এর সহযোগী করে দেন। হযরত মুসা (আ.) হযরত হারুন (আ.)-কে নিয়ে ফেরআউনের কাছে যান এবং দীনের দাওয়াত দেন। আল্লাহ তাআলা বলেন-

"ফিরআউনের নিকট যাও নিশ্চয়ই সে mxgv j•Nb করেছে। অতঃপর বলো, তোমার পবিত্র হওয়ার আগ্রহ আছে কি? আর আমি কি তোমাকে তোমার প্রতিপালকের পথ দেখাব? যাতে তুমি তাকে ভয় করো।" (সুরা আন্-নাযিয়াত, আয়াত ১৭- ১৯)

হযরত মুসা (আ.) ফিরআউনকে তাঁর মু'জিজাগুলো দেখালেন এবং তাকে আল্লাহর প্রতি ইমান আনার কথা বললেন। ফিরআউন এতে কর্ণপাত করল না। উপরন্তু সে হযরত মুসা (আ)-কে হত্যার সিদ্ধান্ত নিল।

সত্যের জয় মিথ্যায় ক্ষয়

হযরত মুসা (আ.) ফিরআউনের ষড়যন্ত্র বুঝে ফেললেন। তাই তিনি তার অনুসারীদের নিয়ে চলে hw"Q‡jb| ফিরআউন হযরত মুসা (আ.) ও তার দলবলের মিসর ত্যাগের খবর শুনে সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাদের পিছে ছুটল। হযরত মুসা (আ.) তাঁর দলবল নিয়ে নীল নদের তীরে এসে থমকে দাঁড়ালেন। অন্যদিকে ফিরআউন তার সৈন্যবাহিনীসহ তাদের খুব কাছাকাছি চলে এলো। তখন মুসা (আ.)-এর অনুসারীরা ভয় পেয়ে গেল। মুসা (আ.) তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, নিশ্চয় আমার রব আমাদেরকে পথ দেখাবেন। আল্লাহর নির্দেশে হযরত মুসা (আ.) তাঁর লাঠি দ্বারা নদীতে আঘাত করলেন। নদীর পানিতে iv¯Ív তৈরি হলো। বনি ইসরাঈলের ১২টি দলের জন্য ১২টি পথ হয়ে গেল। হযরত মুসা (আ.) ও তাঁর অনুসারীরা নিরাপদে নদী অতিক্রম করলেন। ফিরআউন ও তার সৈন্যবাহিনী হযরত মুসা (আ.) ও তাঁর অনুসারীদের নদী পার হতে দেখে তাঁদের অনুসরণ করল। যখন তারা নদীর মাঝখানে পৌঁছল তখনি iv¯Ív নদীর পানিতে মিশে গেল। ফলে ফিরআউন তার দলবলসহ ডুবে মরল। আল্লাহর নবিকে ধ্বংস করতে গিয়ে নিজেরাই ধ্বংস হলো। আর এভাবে সত্যের জয় হলো।

তাওরাত লাভ

আল্লাহ তাআলা হযরত মুসা (আ.)-কে তাওরাত কিতাব দেওয়ার অঙ্গীকার করলেন। তিনি আল্লাহর আদেশে তাওরাত কিতাব আনতে তুর পাহাড়ে গেলেন। সেখানে ত্রিশ দিন থাকার B"Qv করলেন কিন্তু আল্লাহর B"Qvq আর দশ দিন বেশি অবস্থান করলেন। তুর পাহাড়ে হযরত মুসা (আ.) রোযা, ইতিকাফ ও কঠোর সাধনায় মগ্ন থাকতেন। তিনি তুর পাহাড়ে থাকাকালীন সময়ে তাঁর ভাই হযরত হারুন (আ.)-কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন। এমতাবস্থায় তাঁর অনুসারীদের অনেকেই 'সামেরি' নামক এক ব্যক্তির ধোঁকায় পড়ে গো-বৎস cRv শুরু করে। হযরত মুসা (আ.) তাওরাত কিতাব নিয়ে এসে তাদের এ অবস্থা দেখে ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত হলেন। তখন তাওবা হিসেবে গো-বৎস cRwi‡`i একে অপরকে হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হলো। যার ফলে সত্তর হাজার বনি ইসরাঈল নিহত হয়। হযরত মুসা (আ.) ও হযরত হারুন (আ.) আল্লাহর নিকট খুব কান্নাকাটি করেন। অবশেষে আল্লাহ তাদের মাফ করে দেন।

হযরত মুসা (আ.) ১২০ বছর বয়সে সিনাই উপত্যকায় ইন্তিকাল করেন। তাঁকে তুর পাহাড়ের পাদদেশে সমাহিত করা হয়। আমরা হযরত মুসা (আ.) এর মতো নির্ভীক হয়ে সত্যের পথে মানুষকে ডাকব। সৎ ও ন্যায়ের পথ অনুসরণেই জীবনের সাফল্য নিহিত।

কাজ : শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে হযরত মুসা (আ.)-এর মুজিযার একটি তালিকা তৈরি করে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ৩

হযরত ঈসা (আ.)

পরিচয়

মানুষের মুক্তির পয়গাম নিয়ে মহান আল্লাহর পক্ষ হতে যেসব নবি ও রাসুল আগমন করেছেন হযরত ঈসা (আ.) তাদের অন্যতম। wdwjw¯Í‡bi ‘বাইত লাহম’ (বেথেলহাম) নামক গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতার নাম মারিয়াম বিনতে হান্না বিনতে ফাখুজ। হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর হুকুমে পিতা ছাড়াই জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম সাল হতেই খ্রিস্টাব্দ গণনা করা হয়। পবিত্র কুরআনে তাঁকে ‘মাসিহ বিন মারিয়াম’ কালিমাতুল্লাহ ও iÛjুাহ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়েছে। তার ওপর আসমানি কিতাব ইঞ্জিল অবতীর্ণ হয়েছে।

মু'জিজা

আল্লাহ তায়ালা তাকে মু'জিজা (অলৌকিক) ক্ষমতা দান করেন। তিনি দোলনায় থাকাবস্থায় বাক শক্তি লাভ করেন। আল্লাহ তা'আলা মুজিজা হিসাবে তাঁকে মৃতকে জীবিত করা, জন্মান্ধকে চক্ষুদান করা, শ্বেত কুষ্ঠ রোগীকে আরোগ্য করার শক্তি দান করেছিলেন। তিনি আল্লাহর হুকুমে মাটির তৈরি পাখিতে ফুৎকার দিয়ে জ্যান্ত বানিয়ে ফেলতেন। আল্লাহ বলেন-

“আমি তোমাদের জন্য মাটি দ্বারা একটি পাখির আকৃতি তৈরি করব। অতঃপর তাতে ফুৎকার দেব। ফলে আল্লাহর হুকুমে সেটি পাখি হয়ে যাবে। আমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ ব্যাধিগ¯Í‡K নিরাময় করব এবং আল্লাহর হুকুমে মৃতকে জীবিত করব।” (miv আলে-ইমরান, আয়াত ৪৯)

হত্যার ষড়যন্ত্র

হযরত ঈসা (আ.) ইহুদিদেরকে তাদের অপকর্ম হতে বাধা দিলে তারা তাঁর ওপর খুব ক্ষিপ্ত হয় এবং তাকে অনেক কষ্ট দেয়। পাশাপাশি হত্যার ষড়যন্ত্রও করে। এ হীন উদ্দেশ্যে তারা হযরত ঈসা (আ.)-এর ঘর অবরোধ করে এবং তাঁকে হত্যা করার জন্য ‘তাইতালানুস’ নামক জনৈক নরাধমকে পাঠায়। কিন্তু মহান আল্লাহ হযরত ঈসা (আ.)-কে জীবিত অবস্থায় আসমানে তুলে নেন। আর ‘তাইতালানুস’ নামক ঐ ব্যক্তিকে হযরত ঈসা (আ.)-এর আকৃতি দান করেন। সে হযরত ঈসা (আ.)-কে কোনো কিছু করতে না পেরে বাইরে চলে আসে। অপেক্ষমাণ লোকজন তাকে হযরত ঈসা (আ.) মনে করে পাকড়াও করে। অতঃপর সবাই মিলে তাকে ক্রুশ বিদ্ধ করে হত্যা করে। এ মর্মে আল্লাহ বলেন-

“তারা (তাঁকে ঈসা) হত্যাও করে নি ক্রুশবিদ্ধও করে নি বরং তারা এরূপ ভ্রান্তিতে পতিত হয়েছিল, যারা তার m¤ú‡K মতবিরোধ করেছিল, তারা নিশ্চয়ই এ সম্বন্ধে সংশয় যুক্ত ছিল। এ m¤ú‡K অনুমানের অনুসরণ ব্যতীত তাদের কোনো জ্ঞানই ছিল না। এটা নিশ্চিত যে তারা তাকে হত্যা করে নি। বরং আল্লাহ তাকে তার কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন আর আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।” (সুরা নিসা, আয়াত ১৫৭-১৫৮)

পুনরায় `wনয়ায় আগমন

শেষ যামানায় পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার আগে হযরত ঈসা (আ.) পুনরায় দুনিয়াতে আগমন করবেন। এসে তিনি ৪৫ বছর পৃথিবীতে অবস্থান করবেন এবং দাজ্জালকে হত্যা করবেন। জিযিয়া প্রথা (অমুসলিম থেকে আদায়কৃত নিরাপত্তা কর) তুলে দেবেন। ক্রুশ ভেঙে ফেলবেন। mg¯Í kKi মেরে ফেলবেন। আল্লাহর ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবেন। এ সময় পৃথিবীর লোকজনের আর্থিক অবস্থা এত উন্নত হবে যে, দান-সদকা নেওয়ার মতো কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। হযরত ঈসা (আ.) মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর উম্মত হয়ে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে ইসলামের দিকে আহ্বান করবেন। এরপর তিনি স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করবেন এবং তাঁকে রাসুল (স.)-এর রওজা মুবারকে তাঁর পাশে দাফন করা হবে। কিয়ামতের দিন তাঁরা দুজন একই স্থান হতে উঠবেন।

åvন্ত wekvm

খ্রিস্টানরা নিজেদেরকে হযরত ঈসা (আ.)-এর উম্মাত মনে করে। অধিকাংশ খ্রিস্টান বিশ্বাস করে যে, হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর পুত্র, মারিয়াম (আ.) আল্লাহর ¯¿x এবং হযরত ঈসা (আ.)-কে ইহুদিরা ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করেছে। তবে কিছুসংখ্যক খ্রিস্টান যারা হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি ইমান এনেছিল ও তাঁকে সাহায্য করেছিল তাদেরকে পবিত্র কুরআনে 'হাওয়ারি' (সাহায্যকারী) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আর যারা হযরত ঈসা (আ)-কে আল্লাহর পুত্র বলে মনে করে তাদের উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহ্ বলেন-

قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ۝ اللّٰهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُولَدْ ۝

"বলো, তিনিই আল্লাহ্, এক অদ্বিতীয়। আল্লাহ্ মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকেও জন্ম দেন নি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয় নি।" (সুরা ইখলাস, আয়াত ১-৩)

হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসুল। তাঁকে আল্লাহর বিশেষ কুদরতে পিতা ব্যতীত সৃষ্টি করা হয়েছে। তাঁর সৃষ্টিকে হযরত আদম (আ.)-এর সৃষ্টির সাথে তুলনা করা হয়েছে। হযরত ঈসা (আ.) সংসারত্যাগী ছিলেন। কোনো ঘরও বাঁধেন নি এবং বিয়েও করেন নি। সারা জীবন তাওহিদ (আল্লাহর একত্ববাদ) প্রচার করে অতিবাহিত করেছেন। কী অবাক ব্যাপার! তাঁর উম্মাতেরা তাঁকে আল্লাহর পুত্র বলে প্রকাশ্যে শিরকে লিপ্ত n‡"Q| আল্লাহ তাআলা হযরত আদম (আ.)-কে পিতামাতা ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তাঁর জন্য হযরত ঈসা (আ.)-কে শুধু পিতা ছাড়া সৃষ্টি করা মোটেও কঠিন ব্যাপার নয়।

তাই হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র বলার কোনো কারণ নেই। হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্ম আল্লাহর ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ। সুতরাং সকলের উচিত তাঁর ব্যাপারে সঠিক আকিদা পোষণ করা যে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসুল। তিনি স্বাভাবিকভাবেই মৃত্যুবরণ করবেন। আমরা আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার করব না এবং হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর রাসুল হিসেবেই বিশ্বাস করব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে দলগতভাবে হযরত ঈসা (আ.)-এর মু'জিজার একটি তালিকা তৈরি করে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ৪

হযরত মুহাম্মদ (স.)

হযরত মুহাম্মদ (স.) মদিনায় ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মদিনায় অবস্থানকালে মাতৃfwg মক্কার প্রতি দরদ অনুভব করেন। তাই তিনি ষষ্ঠ হিজরি সনে ১৪০০ সাহাবিকে সঙ্গে নিয়ে মক্কা অভিমুখে বায়তুল্লাহ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। মক্কার A`‡i হুদায়বিয়া নামক স্থানে বাধাপ্রাপ্ত হন। তখন হযরত মুহাম্মদ (স.) ও মক্কার কাফিরদের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ঐতিহাসিকগণ এটাকে হুদায়বিয়ার সন্ধি বলে আখ্যায়িত করেছেন। পবিত্র কুরআনে এ সন্ধিকে "ফাতহুম মুবিন" (m¤úó বিজয়) বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

মক্কা বিজয়ের প্রেক্ষাপট

কারণ

হুদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে কুরাইশরা মুসলমানদেরকে স্বতন্ত্র ও শক্তিশালী জাতি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। সন্ধিতে দশ বছর cwi¯úwiK যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ থাকার কথা উল্লেখ ছিল। হুদায়বিয়ার m¤úw`Z চুক্তির শর্তানুযায়ী আরবের বনু খুযা'আ গোত্র মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সাথে এবং বনু বকর গোত্র কুরাইশদের সাথে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। বনু বকর গোত্র হুদাইবিয়ার সন্ধি ভঙ্গ করে কুরাইশদের সাথে মিলে ষড়যন্ত্র শুরু করে। তারা একরাতে মহানবি (স.)-এর সাথে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ বনু খুযা'আ গোত্রের ওপর আক্রমণ করে। এতে বনু খুযা'আ গোত্রের কয়েক ব্যক্তি নিহত হয়। আহত হয় আরও অনেকে। বনু খুযা'আ গোত্রের লোকজন ঘটনাটি মহানবি (স.)-কে জানায়। তাঁর কাছে সাহায্যের আবেদন করে। মহানবি (স.) চুক্তি অনুযায়ী তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। `Z মারফত কুরাইশদের কাছে তিনি এ ঘটনার কৈফিয়ত তলব করেন। তিনি তাদের জানালেন-

ক. তোমরা খুযা'আ গোত্রকে ¶wZciY দাও;

খ. অথবা বনু বকর গোত্রের সাথে মিত্রতা চুক্তি বাতিল কর;

গ. অথবা হুদায়বিয়ায় m¤úw`Z চুক্তি বাতিল কর।

কুরাইশরা শেষটাই গ্রহণ করল। হুদায়বিয়ার সন্ধি বাতিল হয়ে গেল।

ফলে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর জন্য হুদায়বিয়া চুক্তির বাধ্যবাধ্যকতা আর রইল না। পরে কুরাইশরা বিষয়টির গুরুত্ব বুঝতে পারল। তখন আপস-মীমাংসার জন্য কুরাইশরা আবু সুফিয়ানকে মদিনায় পাঠাল। এ পর্বে আবু সুফিয়ান ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলো। অপরদিকে মহানবি (স.) মক্কা অভিযানের c¯'wZ নিতে লাগলেন।

মক্কা বিজয়

হিজরি অষ্টম বছরের রমযান মাসে দশ হাজার সাহাবি নিয়ে মহানবি (স.) মক্কা অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন। মহানবি (স.) মক্কার A`‡i 'মাররুজ জাহরান' নামক স্থানে তাঁবু গেড়ে অবস্থান নেন। অপ্রত্যাশিতভাবে

উপনীত এ বিশাল বাহিনী দেখে আবু সুফিয়ানসহ মক্কাবাসী হতবাক হয়ে যায়। তারা বাধা দেওয়ার সাহস হারিয়ে ফেলে। বিনা বাধায় মহানবি (স.) জন্মfwg মক্কা জয় করেন। স্বীয় জীবন ও ইসলাম রক্ষা করার জন্য মহানবি (স.) একদিন মক্কা ছেড়ে মদিনায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। আজ বিজয়ী বীর বেশে তিনি জন্মfwg মক্কায় প্রবেশ করলেন। সকলেই তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করল। তিনি আজ মক্কার GK"Q Î অধিপতি। সত্যের বিজয় হলো আর মিথ্যার পরাজয় হলো। সত্যের পথে থাকলে বিজয় একদিন আসবেই।

মহানবি (স.)-এর উদারতা

মক্কার যে সকল লোক একদিন মহানবি (স.) এর জীবন নাশ করতে চেয়েছিল আজ তারাই তাঁর সম্মুখে অপরাধী ও দয়া ভিখারি হিসেবে উপস্থিত। মহানবি (স.) তাদের জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা আজ আমার কাছ থেকে কেমন ব্যবহার প্রত্যাশা করো।' তারা বললো- اَخٌ كَرِيْمٌ وَابْنُ اَخٍ كَرِيْمٍ অর্থ- 'আপনি আমাদের দয়ালু ভাই ও দয়ালু ভাইয়ের পুত্র, আপনার নিকট `qvcY ব্যবহারই আমরা চাই।'

তখন মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) বললেন- اِذْهَبُوْا فَاَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ - لَاتَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ অর্থ- 'আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই, যাও তোমরা মুক্ত ও স্বাধীন।'

দয়ালু নবি সকলকে ক্ষমা করে দিলেন। এমনকি একসময়ের ইসলামের সবচাইতে বড় শত্রু আবু সুফিয়ানকেও ক্ষমা করে দিলেন। উহুদ যুদ্ধে এ আবু সুফিয়ানই কুরাইশ বাহিনীর (অমুসলিম বাহিনীর) নেতা ছিল। তার নেতৃত্বেই কাফির বাহিনীর হাতে ৭০ জন মুসলমান সৈনিক শাহাদাত বরণ করেছিলেন। মহানবি (স.)-এর একটি দাঁত মোবারক ঐ যুদ্ধে শহীদ হয়। এত কিছুর পরও মহানবি তাকে ক্ষমা করেছিলেন। শুধু ক্ষমাই শেষ নয়। মহানবি (স.) আরও ঘোষণা দিলেন 'স্বীয় ঘর ও কাবা শরিফের পাশাপাশি যারা আবু সুফিয়ানের ঘরে আশ্রয় নিবে তারাও ক্ষমা এবং নিরাপত্তা পাবে।' মহানবি (স.) আবু সুফিয়ানের ¯¿x হিন্দাকেও ক্ষমা করলেন। হিন্দা মহানবি (স.)-এর প্রিয় চাচা হযরত হামযা (রা.) শহীদ হওয়ার পর তাঁর নাক, কান কেটেছিল এবং বুক চিরে কলিজা বের করে চর্বণ করে চরম নিষ্ঠুরতা ও বীভৎসতার পরিচয় দিয়েছিল। তাকেসহ মক্কার সকলকে ক্ষমার এ দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববন্ধন

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) মক্কা হতে হিজরত করে আসা মুহাজির ও মদিনায় বসবাসকারী আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন তৈরি করেছিলেন। ভ্রাতৃত্ব বন্ধন অটুট রাখার জন্য মহানবি মসজিদে নববিকে মিলনকেন্দ্র বানিয়ে দিলেন। এ ভ্রাতৃত্ব শুধু মুখে মুখে ছিল না বরং মুহাজিরদেরকে আনসারদের m¤úwËi উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিলেন। তিনি হযরত আনাস ইবনে মালিকের ঘরে যেদিন এ ভ্রাতৃত্ববন্ধন তৈরি করেছিলেন ঐ দিন ঐ গৃহে মোট ৯০ জন সাহাবি ছিলেন। তাদের অর্ধেক ছিল মুহাজির আর বাকি অর্ধেক ছিল আনসার। m¤úwË‡Z মুহাজিরদের উত্তরাধিকার বিধানটি বদর যুদ্ধ পর্যন্ত বলবৎ ছিল। Rb¨m‡Î আবদ্ধ না হয়ে এমন ভ্রাতৃত্ববন্ধন মানব ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া কঠিন।

বিদায় হজের ভাষণ

সুরা আন-নাছর নাযিল হওয়ার পর হযরত মুহাম্মদ (স.) বুঝতে পারলেন যে, তার জীবন প্রায় শেষ। তাই তিনি ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে (দশম হিজরি) ২৩ ফেব্রুয়ারি লক্ষাধিক সাহাবিকে সাথে নিয়ে হজ করতে মক্কা অভিমুখে

রওয়ানা দিলেন। একে বিদায় হজ বলা হয়। হযরত মুহাম্মদ (স.) ৯ই জিলহজ আরাফাতের ময়দানে উপস্থিত জনসমুদ্রের সামনে যে ভাষণ দেন, তাকে বিদায় হজের ভাষণ বলা হয়। উক্ত ভাষণে তিনি ব্যক্তিজীবন থেকে রাষ্ট্রিয়জীবন পর্যন্ত সর্বপ্রকার দায়িত্ব, লেনদেন, cvi¯úwiK m¤úK ও অধিকার ইত্যাদি বিষয় গুরুত্বের সাথে তুলে ধরেন। নিম্নে বিদায় হজে প্রদত্ত ভাষণের সারসংক্ষেপ উল্লেখ করা হলো। আরাফাতের ময়দান সংলগ্ন 'জাবালে রহমত' এর উঁচু টিলায় উঠে মহানবি (স.) প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা করলেন, অতঃপর বললেন:

১. হে মানব সকল! আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনো। কারণ আগামী বছর আমি তোমাদের সাথে এখানে সমবেত হতে পারব কি না জানি না।

২. আজকের এ দিন, এ স্থান, এ মাস যেমন পবিত্র, তেমনই তোমাদের জীবন ও m¤ú` ci¯úi‡ii নিকট পবিত্র।

৩. মনে রাখবে অবশ্যই একদিন সকলকে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হতে হবে। সেদিন সকলকে নিজ নিজ কাজের হিসাব দিতে হবে।

৪. হে বিশ্বাসীগণ, ¯¿x‡`i সাথে সদয় ব্যবহার করবে। তাদের উপর তোমাদের যেমন অধিকার আছে তেমনই তোমাদের ওপরও তাদের অধিকার রয়েছে।

৫. সর্বদা অন্যের আমানত রক্ষা করবে এবং পাপ কাজ হতে বিরত থাকবে ও সুদ খাবে না।

৬. আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করো না। আর অন্যায়ভাবে একে অন্যকে হত্যা করো না।

৭. মনে রেখো! দেশ, বর্ণ-গোত্র, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল মুসলমান সমান। আজ হতে বংশগত শ্রেষ্ঠত্ব বিলুপ্ত হলো। শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মাপকাঠি হলো আল্লাহ-ভীতি বা সৎকর্ম, সে ব্যক্তিই সবচাইতে সেরা যে নিজের সৎকর্ম দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে।

৮. ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না, c‡ei অনেক জাতি এ কারণে ধ্বংস হয়েছে। নিজ যোগ্যতা বলে ক্রীতদাস যদি নেতা হয় তার অবাধ্য হবে না। বরং তার আনুগত্য করবে।

৯. দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। তোমরা যা আহার করবে ও পরিধান করবে তাদেরকেও তা আহার করাবে ও পরিধান করাবে। তারা যদি কোন অমার্জনীয় অপরাধ করে ফেলে, তবে তাদের মুক্ত করে দেবে, তবু তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করবে না। কেননা তারাও তোমাদের মতোই মানুষ, আল্লাহর সৃষ্টি। সকল মুসলিম একে অন্যের ভাই এবং তোমরা একই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ।

১০. জাহিলি যুগের সকল কুসংস্কার ও হত্যার প্রতিশোধ বাতিল করা হলো। তোমাদের পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহর বাণী এবং তাঁর রাসুলের আদর্শ রেখে hvw"Q| এতে যতদিন তোমরা আঁকড়ে থাকবে ততদিন তোমরা বিপথগামী হবে না।

১১. আমিই শেষ নবি আমার পর কোনো নবি আসবে না।

১২. তোমরা যারা উপস্থিত আছ তারা অনুপস্থিতদের কাছে আমার বাণী পৌঁছে দেবে।

তারপর হযরত মুহাম্মদ (স.) আকাশের দিকে তাকিয়ে আওয়াজ করে বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ! আমি কি তোমার বাণী সঠিকভাবে জনগণের নিকট পৌঁছাতে পেরেছি? সাথে সাথে উপস্থিত জনসমুদ্র হতে আওয়াজ এলো "হ্যাঁ"। নিশ্চয়ই পেরেছেন। অতঃপর হযরত মুহাম্মদ (স.) বললেন, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকো। এর পরই আল্লাহ তাআলা নাযিল করলেন-

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا অর্থ- "আজ আমি তোমাদের ধর্মকে cY৷½ করে দিলাম এবং আমার নিয়ামত তোমাদের জন্য c৷icY করে দিলাম। ইসলামকে তোমাদের জন্য একমাত্র জীবন ব্যবস্থা হিসাবে মনোনীত করলাম।" (সুর মায়িদা, আয়াত ৩)

মহানবি (স.) কিছুক্ষণ সময় নীরব থাকলেন। উপস্থিত জনতাও নীরব ছিল। অতঃপর সকলের দিকে করুণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, "আল বিদা'" (বিদায়)। একটা অজানা বিয়োগব্যথা উপস্থিত সকলের অন্তরকে ভারাক্রান্ত করে তোলে। বিদায় হজ থেকে ফিরে মহানবি (স.) কিছুদিন পর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অতঃপর ১১ হিজরি সনের রবিউল আউয়াল মোতাবেক ৬৩২ খ্রি: ৭ই জুন সোমবার ইন্তিকাল করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৬৩ বছর।

আদর্শ মানব হযরত মুহাম্মদ (স.)

জীবনের অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় নিয়মনীতিকে আদর্শ বলা হয়। এ হিসেবে হযরত মুহাম্মদ (স.) হলেন মানব জাতির জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। আল্লাহ তাআলা বলেন- لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ অর্থ- "নিশ্চয়ই রাসুলের জীবনে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ।" (সুরা আহযাব, আয়াত ২১)

ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক সকল দিক দিয়েই হযরত মুহাম্মদ (স.) আমাদের আদর্শ।

ক) হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর ব্যক্তিগত আদর্শ

হযরত মুহাম্মদ (স.) ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত বিনয়ী, সদালাপী, হাস্যোজ্জল ও দয়ালু ছিলেন। ধনী, দরিদ্র, ইয়াতিম, অসহায়, রাজা-প্রজা সকলের সাথে তার আচরণ ছিল অনুকরণীয়। তাঁর দয়া ও ভালোবাসা সকলের পাশাপাশি শিশুদের প্রতিও ফুটে ওঠে। তিনি শিশুদের প্রতি সদয় আচরণ করতেন। অন্যকেও তা করতে উৎসাহ দিয়েছেন। হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেছেন : لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا অর্থ- যে আমাদের শিশুদের প্রতি দয়া করে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়। (সুনান তিরমিযি)

ক্রীতদাস থেকে শুরু করে নারী-পুরুষ, আত্মীয়-অনাত্মীয় এমনকি জীবজন্তুর প্রতিও দয়া প্রদর্শন করতে তিনি পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি বলেন- "জমিনে বসবাসকারীদের প্রতি দয়া কর, তাহলে আসমানবাসীরাও তোমাদের প্রতি দয়া করবে।" (সুনান তিরমিযি)

এক কথায়, ক্ষমাশীলতা, উদারতা, সততা ও সত্যবাদিতা, সংযম, ন্যায়পরায়ণতা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, ভ্রাতৃত্ববোধ, পরমতসহিষ্ণুতা, মানবিকতা, অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি, দানশীলতা, পরোপকারিতা, দেশপ্রেম ও ওয়াদা পালনসহ অনুসরণীয় গুণাগুণ রাসুল (স.)-এর জীবনে বিদ্যমান ছিল।

খ) হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর পারিবারিক আদর্শ

পরিবার সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য একজন মানুষের জীবনে যতগুলো গুণ থাকা প্রয়োজন সব গুণই মহানবি (স.)-এর জীবনে ছিল। তিনি ¯¿x-Kb¨v, পিতা-মাতা, ভাই-বোন সকলের জন্য আদর্শ ছিলেন। পরিবারের যেকোনো সদস্য তাঁর কাছে সাহায্যের আবেদন করলে তিনি তাকে সাহায্য করতেন। তাদের সাথে সদা সত্য কথা বলতেন। মিথ্যাকে তিনি আজীবন ঘৃণা করতেন। তাঁর ব্যবহারে নম্রতা প্রকাশ পেত। তিনি পরিবারের সকলের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। কোনো বিষয়ে বিরক্তি প্রকাশ করতেন না। পরিবারের কারো প্রতি রাগ করলে শুধু মুখ ফিরিয়ে নিতেন। ভালো-মন্দ কিছু বলতেন না। তাঁর পরিবারে একাধিক ¯¿x থাকার পরও তিনি সকলের সাথে সমান আচরণ করতেন। তাঁর আচরণের কারণে পরিবারের কোনো সদস্যের মাঝে কখনো ঝগড়া বিবাদ হয় নি।

গ) হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সামাজিক আদর্শ

বিশ্ব শান্তির অগ্রদূত মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালান। তাঁর mg¯Í জীবনই ছিল সংস্কারধর্মী। সমাজ ও জাতীয় জীবনের এমন কোনো দিক নেই যা তিনি সুন্দর ও কল্যাণমুখী করে সংস্কার করেন নি। সামাজিক অত্যাচার ও অন্ধকার অনাচারে নিমজ্জিত আরব সমাজে তিনি বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেন।

জাহেলি যুগে বিভিন্ন কারণে গোত্রদন্দ্ব লেগে থাকত। সামান্য কারণেই গোত্রে গোত্রে যুদ্ধ বেধে যেত। তা ছাড়া আরব মরুচারী গ্রাম্য লোকেরা লুটতরাজ করত। হযরত মুহাম্মদ (স.) mg¯Í যুদ্ধের অবসান ঘটালেন এবং লুটতরাজ বন্ধ করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করলেন।

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) নারীদের সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন পদক্ষেপ নিলেন। ইসলাম ce যুগে আরবের অনেক গোত্রে ও সমাজে নারীদের কোনো মর্যাদাই ছিল না। তারা কেবল ভোগের পাত্র ছিল। উত্তরাধিকারী m¤úwË হতে তারা ewÂZ ছিল। মহানবি (স.) নারীদের এসব দুর্গতি হতে রক্ষা করেন। তাদের ধর্মীয় সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দেন। তিনি ঘোষণা করেন- اَلْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْاُمَّهَاتِ অর্থ- "মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত।" (কানযুল উম্মাল)

মহানবি (স.) কন্যাসন্তানকে জীবিত কবর দেওয়া বন্ধ করেন। কন্যাসন্তান জন্ম দেওয়াকে অভিশাপের পরিবর্তে সম্মানের বলে আখ্যা দেন। সুন্দরভাবে কন্যাসন্তান লালন-পালনকারীর জন্য বেহেশতের ঘোষণা দেন। ধনী-গরিব সকলের জানাযায় অংশগ্রহণ করতেন। গোলাম-দাসী সকলের দাওয়াত গ্রহণ করতেন। তাঁর আচার-আচরণে হতাশাগ্রস্থ মানুষ দিকনির্দেশনা পেত।

এ ছাড়া তিনি সামাজিক সকল অনাচার ও বৈষম্য `i করেন। ছোট-বড় সকলের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। সকল প্রকারের সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয় যেমন-সুদ, ঘুষ, মদ, জুয়া ও বেহায়াপনা ইত্যাদি নিষিদ্ধ করেন। এভাবে তিনি সামাজিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেন।

ঘ) হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর রাজনৈতিক আদর্শ

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) cwicY ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে রাজনৈতিক নেতৃত্বের অসাধারণ দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। রাষ্ট্র পরিচালনায় আল কুরআনের সর্বজনীন গণতান্ত্রিক নীতি অনুসরণ করেন।

ইসলাম ce যুগে আরবের অনেক সমাজ ও গোত্র 'জোর যার মূলুক তার' এ নীতিতে বিশ্বাসী ছিল। মহানবি (স.) দেশ পরিচালনায় জনগণের মতামতের স্বীকৃতি দেন। যা গণতন্ত্রের মূল কথা। তিনি ধনী, গরিব, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, বর্ণ, গোত্র সকল বৈষম্যের অবসান ঘটান। রাষ্ট্রের সকলের সমঅধিকার ও মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি অমুসলিম নাগরিকদেরও নিরাপত্তা দেন। তাদের রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। আইনের চোখে মুসলিম-অমুসলিম, ধর্ম, বর্ণ-গোত্র সকলে সমান এ নীতির ev¯Íevqb করেন। তিনি রাষ্ট্রীয় ভিত্তি মজবুত করার জন্য মুসলমান, খ্রিস্টান ও ইহুদি সম্প্রদায়ের মাঝে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্য একটি চুক্তি m¤úv`b করেন। এ চুক্তি 'মদিনা সনদ' নামে পরিচিত।

ঙ) মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর অর্থনৈতিক আদর্শ

মহানবি (স.) তৎকালীন আরব সমাজে প্রচলিত চক্রবৃদ্ধি হারে সুদের যে প্রচলন ছিল তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। সুদের পরিবর্তে ব্যবসাকে উৎসাহিত করেন। আল্লাহ বলেন- وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰا

"আল্লাহ সুদকে হারাম (নিষিদ্ধ) আর ব্যবসাকে হালাল (বৈধ) করেছেন।" (miv বাকারা, আয়াত ২৭৫)

ঘুষ প্রথাও তিনি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেন। তিনি ঘোষণা করেন: "ঘুষ গ্রহীতা ও ঘুষ দাতা উভয়ে জাহান্নামি"। সমাজ থেকে তিনি cZviYvgjK সকল ব্যবসা বন্ধ করে দেন। m¤ú‡`i সুষম বণ্টনের ব্যবস্থা করেন। m¤ú‡` যাতে জনগণের অধিকার নিশ্চিত থাকে তার উদ্যোগ নেন। রাজস্বের উৎস হিসেবে যাকাত, গণিমত (যুদ্ধলব্ধ সামগ্রী), জিযিয়া (অমুসলিম হতে আদায়কৃত নিরাপত্তা কর), খারাজ (অমুসলিমদের fwgKi), উশর (মুসলিমদের উৎপন্ন ফসলের কর) ইত্যাদি গ্রহণ করেন।

পাঠ ৫

হযরত আয়িশা (রা.)

পরিচয়

হযরত আয়িশা (রা.) ছিলেন হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সর্বকনিষ্ঠা ¯¿x| তিনি ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.)-এর কন্যা। তাঁর মায়ের নাম উম্মে রুম্মান। তাঁর উপাধি ছিল 'সিদ্দিকা' ও 'হুমায়রা'। আর তাঁর উপনাম n‡jv-D¤§j মুমিনিন ও উম্মু আব্দুল্লাহ। তিনি হিজরতের c‡e ৬১৩/৬১৪ খ্রিস্টাব্দে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। কুরাইশ বংশের নিয়মানুযায়ী জন্মের পর তাঁর লালন-পালনের ভার দেওয়া হয় ওয়ায়েল নামে এক লোকের ¯¿xi উপর। শিশুকাল থেকেই তিনি ছিলেন প্রখর মেধার অধিকারিনী। শিশুকাল থেকে তাঁর শিক্ষাগ্রহণ শুরু হয়। শৈশবকালেই তাঁর আচার-আচরণ, চাল-চলন, কথাবার্তা ও মেধাশক্তি সকলকে মুগ্ধ করেছিল। তাঁর মধ্যে সর্বদা শিশুসুলভ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল। তিনি অন্য শিশুদের মতো খেলাধুলা, Av‡gv`dwZ ও দৌড়াদোড়ি করতে ভালোবাসতেন।

হযরত খাদিজা (রা.)-এর মৃত্যুর পর নবুয়তের দশম সনে মহানবি (স.)-এর সাথে হযরত আয়িশা (রা.)-এর শুভ বিবাহ m¤úb হয়। হযরত খাওলা বিনতে হাকিম ছিলেন এ বিবাহের ঘটক। এ বিয়েতে দেনমোহর নির্ধারিত হয় ৪৮০ দিরহাম। বিবাহের তিন বছর পর রাসুল (স.)-এর সাথে হযরত আয়িশা (রা.)-এর `v¤úZ¨ জীবন শুরু হয়। হযরত আবু বকর (রা.) বিবাহের কাযির দায়িত্ব পালন করেন।

শিক্ষাজীবন

তৎকালীন আরব সমাজে লেখা-পড়ার তেমন সুযোগ-সুবিধা ছিল না। হযরত আয়িশা (রা.) পিতার কাছ থেকেই gjZ লেখাপড়া শুরু করেন। তিনি কাব্য, সাহিত্য ও ইতিহাস বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। যা একবার শুনতেন সাথে সাথে gL¯' করে ফেলতেন। পুঁথিগত বিদ্যা অর্জন ছাড়াও তিনি গৃহস্থালী বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন ।

ইফকের ঘটনা

ষষ্ঠ হিজরি সনে বনু g¯ÍwjK যুদ্ধে রাসুল (স.)-এর সাথে হযরত আয়িশা (রা.)ও ছিলেন। যুদ্ধ হতে ফেরার পথে তাঁর গলার হার হারিয়ে যায়। হারানো হার খুঁজতে গিয়ে তিনি কাফেলা হতে পিছনে পড়ে যান। ফিরতে দেরি হয়ে যায়। এ সুযোগে মুনাফিকরা তাঁর বিরুদ্ধে অপবাদ রটনা করল। এতে তিনি চরম মানসিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন। তাঁর জীবন একেবারে বিষণ্ন হয়ে ওঠে। কিন্তু তিনি ধৈর্য হারাণ নি। আল্লাহর ওপর আস্থা রেখে অটল ছিলেন। এ সময়ে রাসুল (স.)ও কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেন নি। তিনি চিন্তিত হলেন। হযরত আয়িশা (রা.)-এর পিতামাতাও চরম উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের মধ্যে কালাতিপাত করছিলেন। অবশেষে হযরত আয়িশা (রা.)-এর পবিত্রতা বর্ণনা করে সুরা নুরে ১১-১২ নম্বর আয়াত নাজিল হলো। মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হলো। রাসুল (স.) চিন্তামুক্ত হলেন। হযরত আয়িশা (রা.)-এর পবিত্রতা ও চারিত্রিক মাধুর্য চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

শিক্ষায় অবদান

হযরত আয়িশা (রা.) ছিলেন বিচক্ষণ, বুদ্ধিমতী অসাধারণ জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারিনী। তিনি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। বিশেষ করে তাফসির, হাদিস, ফিকহ্ ও আরবদের বিভিন্ন ঘটনা m¤ú‡K তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। শরিয়াতের বিভিন্ন মাসয়ালা মাসায়েল ও নীতিগত বিষয়ে তার পরামর্শ নেওয়া হতো। ZjbvgjK কম বয়স হওয়া সত্ত্বেও তিনি ছিলেন নারীদের মধ্যে সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী। অনেক সাহাবি ও তাবেয়ি তাঁর কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা ২২১০টি। তন্মধ্যে ১৭৪টি হাদিস ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম যৌথভাবে বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারি ৫৪টি হাদিস এবং ইমাম মুসলিম ৬৯টি হাদিস এককভাবে তাদের কিতাবে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাতের ব্যাখ্যা বিশেষণে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। ইবনে শিহাব জুহুরি বলেন, 'তিনি (আয়েশা) মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় জ্ঞানী ছিলেন।' (তাহযিবুত্ তাহযিব)

শিক্ষকতা

উম্মুল মোমিনিন হযরত আয়িশা (রা.) শিক্ষাদানে নিয়োজিত ছিলেন। বিশেষভাবে নারীদের বিভিন্ন বিষয় তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করা হতো। তিনি হাদিস শিক্ষাদানে বেশি সময় ব্যয় করতেন। একসাথে তাঁর শিক্ষার্থীর সংখ্যা

ছিল ২০০-এর অধিক। অনেক বড় বড় সাহাবি তাঁর থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি বিভিন্ন ঘটনা, প্রশ্নোত্তর এবং সামাজিক ev¨ ÍeZ¨i আলোকে শিক্ষা দিতেন। হযরত আবু মুসা আশয়ারি (রা.), আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), আমর ইবনে আছ (রা.) প্রমুখ সাহাবি তাঁর হাদিসের পাঠদানে নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন।

জীবনাদর্শ

হযরত আয়িশা (রা.)-এর চরিত্র ও আদর্শ অতুলনীয়। তিনি তাঁর চারিত্রিক গুণাবলির দ্বারা সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছিলেন। তাঁর মধ্যে বহুগুণের সমন্বয় ঘটেছিল। তিনি ছিলেন, অনন্য সুন্দরী, তীক্ষ্ণ মেধাশক্তি m¤úb, সত্যের সাধক, আদর্শ স্বামী সেবিকা, জ্ঞানতাপস সদালাপী। এক কথায় বলতে গেলে মানবীয় চরিত্রের সকল গুণ তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল।

মুনাফিক ও হিংসুকগণ তাঁর ওপর যে অপবাদ দিয়েছিল তখন তিনি আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। ধৈর্যই তাকে অক্ষত রেখেছিল।

রাতের অধিকাংশ সময় তিনি ইবাদতে মশগুল থাকতেন। গরিব অসহায়দের দান সদকা করতে তিনি পছন্দ করতেন ও আনন্দ পেতেন। দানশীলতা, মিতব্যয়িতা, দয়া-পরপোকারিতা, ইবাদতকারিনী সর্ব প্রকার গুণে তিনি গুণান্বিত ছিলেন। স্বামী প্রেমও তার জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। রাসুল (স.)ও তাঁর সাথে খেলাধুলা ও দৌড় প্রতিযোগিতা করতেন। পর্দার আয়াত নাজিল হওয়ার পর তিনি কঠোরভাবে পর্দা করতেন।

হযরত আয়িশা (রা.)-এর মর্যাদা

হযরত আয়িশা (রা.) রাসুল (স.)-এর অতি আদরের সহধর্মিণী ছিলেন। তিনি মহানবি (স.)-এর অন্য ¯¿x‡`i থেকে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। রাসুল (স.) বলেন- "নারী জাতির ওপর আয়িশা (রা.)-এর মর্যাদা তেমন, যেমন খাদ্যসামগ্রীর ওপর সারিদের মর্যাদা।" (বুখারি ও ইবনে মাজাহ)। সারিদ হলো আরবের শ্রেষ্ঠ খাদ্য, যা রুটি গোশত ও ঝোলের সমন্বয়ে তৈরি হয়। রাসুল (স.) আরও বলেন-"আয়িশা (রা) হলেন- মহিলাদের সাহায্যকারিনী।" (কানযুল উম্মাল)

একবার নবি কারিম (স.) আয়িশা (রা.)-কে লক্ষ্য করে বলেন-"হে আয়িশা! ইনি জিব্রাইল, তোমাকে সালাম w`‡"Q|Ó (বুখারি)। হযরত আয়িশা (রা.) নিজ বুদ্ধিমত্তা, কর্মদক্ষতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে বিশেষ মর্যাদা অর্জন করেছিলেন। আজকের নারী সমাজও যদি হযরত আয়িশা (রা.)-এর মতো তপস্যা করেন তাহলে তাঁরাও মর্যাদাবান হবেন।

ইন্তিকাল

উম্মুল মোমেনিন হযরত আয়িশা (রা.) ৫৮ হিজরির ১৭ রমযান ৬৭৮ খ্রিস্টাব্দের ১৩ জুলাই ইন্তিকাল করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৫৮ বছর। রাসুল (স.)-এর ইন্তিকালের পর আরও ৪০ বছর জীবিত ছিলেন। তাঁকে জান্নাতুল বাকি নামক কবরস্থানে সমাহিত করা হয়।

হযরত আয়িশা (রা.)-এর ধৈর্য, জ্ঞানসাধনা, পাণ্ডিত্য, স্বামীভক্তি ও চারিত্রিক মাধুর্য আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস।

কাজ : শিক্ষার্থীরা হযরত আয়িশা (রা.)-এর উত্তম চরিত্রের উপর একটি Ab‡"Q` লিখে শিকক্ষকে দেখাবে।

পাঠ ৬

হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযিয (র.)

পরিচয়

হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযিয ৬১ হিজরি সনে উমাইয়া বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আব্দুল আযিয। মাতা হলেন দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.)-এর পৌত্রী উম্মু আসিম লায়লা। তিনি একজন উমাইয়া খলিফা ছিলেন। তাঁকে ‘দ্বিতীয় উমর’ ও ইসলামের ÔcÂg খলিফা’ বলা হয়।

শৈশব ও শিক্ষাজীবন

শিশুকাল হতেই তিনি ছিলেন খোদাভীরু ও জ্ঞানতাপস। শিশু বয়সে তিনি পিতার সাথে মিসর গমন করেন এবং সেখানেই প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন। এরপর তিনি কুরআন ও হাদিসের D"PZi জ্ঞান লাভের আশায় মদিনায় গমন করেন। তৎকালীন সময়ে মদিনার বিখ্যাত শিক্ষকদের নিকট হতে তিনি জ্ঞানার্জন করেন। তিনি কুরআন, হাদিস, তাফসির ও আরবি সাহিত্যের উপর D"P শিক্ষাগ্রহণ করেন। তিনি উমাইয়া শাসক খলিফা আব্দুল মালিকের কন্যা ফাতিমার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

গভর্নর পদে নিয়োগলাভ

খলিফা ওয়ালিদ উমর ইবনে আব্দুল আযিযকে ৮৭ হিজরি সনে মদিনার গভর্নর হিসাবে নিয়োগ দান করেন। তিনি অত্যন্ত সততা, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও দায়িত্ববোধ সহকারে দায়িত্ব পালন করেন। সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে শাসনকার্য পরিচালনার জন্য তিনি মজলিশে শুরা গঠন করেন। এর সদস্য ছিল দশ জন মুত্তাকি (আল্লাহভীরু) লোক। তিনি শাসনকার্যের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মজলিশে শুরার মতামত গ্রহণ করতেন।

শাসক হিসাবে তিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ। ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তিনি নৈতিক মূল্যবোধm¤úb বিচারক নিয়োগ করেন। গভর্নর থাকাকালে তিনি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এ কারণে তৎকালীন প্রখ্যাত মনীষী সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব তাঁকে ‘মাহদি’ (সুপথপ্রাপ্ত) উপাধি দিয়েছিলেন।

জনকল্যাণমলক কাজ

গভর্নর নির্বাচিত হয়ে উমর ইবনে আব্দুল আযিয জনসাধারণের কল্যাণার্থে কাজ শুরু করেন। তিনি ‘মসজিদে নববি’র সংস্কার ও সৌন্দর্য বর্ধিত করেন। তিনি অসংখ্য ঘরবাড়ি, পয়ঃপ্রণালী ও i¯ÍvNvU নির্মাণ করেন। পিপাসার্ত মানুষের জন্য তিনি অনেক Kc খনন করেন। মসজিদে নববির বাগানে একটি ঝর্ণা ও †PŠev"Pv নির্মাণ করেন। সমগ্র এলাকায় বিশেষ করে মক্কা, মদিনা ও তায়েফের মাঝে চলাচলের জন্য সংযোগ সড়ক তৈরি করেন।

শুধু RbKj¨vYgjK কাজ নয় তিনি জ্ঞানেরও প্রসার ঘটিয়েছেন। তিনি জ্ঞানপিপাসু ছিলেন। গভর্নর থাকাকালেও তিনি প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি কুরআন, হাদিস ও অন্যান্য কিতাবাদি অধ্যয়ন করতেন।

খলিফা পদ লাভ

হিজরি ৯৯ সন মোতাবেক ৭১৭ খ্রিস্টাব্দে উমাইয়া খলিফা সুলাইমান ইবনে আব্দুল মালিক ইন্তিকাল করলে উমর ইবনে আব্দুল আযিয মুসলিম জাহানের খলিফা নিযুক্ত হন।

খলিফা নিযুক্ত হয়ে তিনি পূর্ববর্তী খলিফাদের গৃহীত সকল অন্যায় নীতি বাতিল করে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে রাষ্ট্র পরিচালনা শুরু করেন। তিনি গণতান্ত্রিক উপায়ে খলিফা নির্বাচনে বিশ্বাসী ছিলেন। তাই তিনি উপস্থিত লোকদের বলেন- 'হে মানবমন্ডলী! আমার Awb"Qv ও সাধারণ মানুষের মতামত ছাড়া আমাকে খলিফা মনোনীত করা হয়েছে। আমি আপনাদের বাধ্য করছি না, আপনারা যাকে B"Qv খলিফা নির্বাচন করুন।' তার এ ভাষণের সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত জনতা বললো 'আমরা আপনাকে খলিফা হিসেবে মেনে নিলাম, আমরা আপনার খিলাফতের ওপর সন্তুষ্ট।' অতঃপর তিনি নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

খলিফা নিযুক্ত হওয়ার পর প্রাদেশিক গভর্নরদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত চিঠিতে তিনি উল্লেখ করলেন-'তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তার কিতাব মেনে চলো এবং রাসুলের সুন্নাত অনুসরণ কর।'

উমাইয়া বংশের লোকজন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রভাবে রাষ্ট্র ও জনসাধারণের যে সকল m¤ú` দখল করে রেখেছিল তিনি তা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে এবং যথাযথ মালিকের কাছে ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। এমনকি তাঁর স্বীয় ¯¿xi m¤úwË, উপঢৌকনসামগ্রী, গহনাদি রাষ্ট্রীয় কোষাগার বা বাইতুল মালে জমা দেন। রাষ্ট্রীয় সকল ক্ষেত্রে খোলাফায়ে রাশেদার আদর্শ ev¯Íevqb করেন। বিশেষ করে হযরত ওমর (রা.)-এর শাসননীতি অনুসরণ করেন। অনারব মুসলিমদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সর্বজনীন মানবতাবোধে উদ্ভদ্ধ হয়ে নিরপেক্ষ শাসননীতি প্রণয়ন করেন। রাষ্ট্রে সুখশান্তি, সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য ceeZx উমাইয়া খলিফাদের সাম্রাজ্যবাদী ও স্বার্থান্বেষী নীতি m¤úYi‡c বর্জন করেন। রাষ্ট্রে ন্যায়পরায়ণতা, ধর্মপরায়নতা, সাম্যের ধারণা ও সকল জনগণের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। এ কারণে তাঁকে 'উমাইয়া সাধু' (Umayyad Saint) বলা হয়।

হাদিস সংকলনে অবদান

ইসলামি জীবন ব্যবস্থার দ্বিতীয় উৎস n‡"Q আল হাদিস। রাসুল (স.)-এর হাদিসগুলো হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম হলে হযরত উমর বিন আব্দুল আযিয খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন। হাদিসগুলো সংরক্ষণ ও সংকলণের জন্য তিনি প্রাদেশিক গভর্নরদের নির্দেশ দেন। তিনি তাদের কাছে লেখেন-'তোমরা রাসুল (স.)-এর হাদিসের প্রতি দৃষ্টি দাও এবং তা সংগ্রহ ও সংকলণ করো।' তারই প্রচেষ্টায় মুসলিম বিশ্বে হাদিস সংকলিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বুখারি, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযি, ইবনে মাযাহসহ অন্যান্য হাদিস গ্রন্থ সংকলিত হয়। ফলে হাদিস হারিয়ে যাওয়া ও বিকৃতি হওয়া থেকে রক্ষা পায়।

প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা প্রচারের ব্যবস্থা

উমর বিন আব্দুল আযিয বিশ্বাস করতেন যে 'শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড'। তিনি গভর্নরদের নিকট প্রেরিত পত্রে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যাপারে বারবার তাগিদ দিতেন। শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে তিনি অনেক প্রশিক্ষক নিয়োগ করেন। শিক্ষকদের জন্য মাথাপিছু মাসিক ১০০ দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) ভাতার ব্যবস্থা করেন। তাঁর সময়ে সিন্ধু, আফ্রিকা, †¯úbmn বিভিন্ন দেশে ইসলাম ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার ঘটে।

কৃতিত্ব

দ্বিতীয় উমর নামে খ্যাত হযরত উমর বিন আব্দুল আযিয রাষ্ট্র পরিচালনায় কুরআন-হাদিস ও খোলাফায়ে রাশেদিনের নীতি অনুসরণ করেছিলেন। তাই তাঁকে চার খলিফার পর ইসলামের cÂg খলিফা বলা হয়।

তাঁর আমলে কৃষি ও ব্যবসা বাণিজ্যের cfZ উন্নতি সাধিত হয়। তিনি মানুষের মাঝে cwi¯úwiK বিরোধ `i করে সাম্য ও সম্প্রীতির সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর সময়ে জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার এতবেশি উন্নতি হয়েছিল যে, যাকাত গ্রহণ করার মতো লোকও খুঁজে পাওয়া যেত না। তিনি ছিলেন একাধারে ফকিহ (ইসলামি AvBbkv‡¯¿ বিশেষজ্ঞ), মুজতাহিদ (ইসলাম ধর্মজ্ঞানে সুপন্ডিত) এবং কুরআন ও হাদিসের হাফিয।

চরিত্র

হযরত উমর বিন আব্দুল আযিয ছিলেন আল্লাহর নির্দেশ পালনকারী, বিনয়ী ও নম্র প্রকৃতির মানুষ। তাঁর অন্তরে এত আল্লাহভীতি ছিল যে, তিনি প্রায় আল্লাহর ভয়ে কাঁদতেন। খলিফা হয়েও তিনি অত্যন্ত সহজ-সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন। রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে দৈনিক মাত্র দু-দিরহাম ভাতা গ্রহণ করতেন।

একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসেবে তিনি অন্য ধর্মালম্বীদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করতেন। তার আমলে খ্রিস্টান, ইহুদি ও অগ্নি উপাসকগণকে তাদের গির্জা ও উপাসনালয় নিজ নিজ অধিকারে রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। তার আমলে সকল ধর্মের লোক স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালন করত। তিনি সাম্প্রদায়িকতার বিপরীতে উদার চিন্তাধারার মানুষ ছিলেন। তিনি 'আইলা' ও সাইপ্রাসের খ্রিস্টানদের কর কমিয়ে দেন। নাজরানের খ্রিস্টানদের তিনি বিশেষ সুবিধা প্রদান করেন। জ্ঞানচর্চায় অমুসলিম মনীষীদেরও সাহায্য করেছিলেন। তিনি তাদের দ্বারা কয়েকটি গ্রন্থ আরবিতে অনুবাদ করে তা প্রকাশের ব্যবস্থা করেন।

ইন্তিকাল

এ মহামনীষী ১০১ হিজরি মোতাবেক ৭১৯ খ্রিস্টাব্দের রজব মাসে মাত্র ৩৯ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। তার খিলাফতকাল ছিল প্রায় আড়াই বছর। আমরা হযরত উমর বিন আব্দুল আযিযের জীবনাদর্শ অনুসরণ করব। তাঁর ধর্মপরায়ণতা, জীবনসাধনা, ন্যায়পরায়ণতা এবং অসাম্প্রদায়িক আদর্শ আমাদের জীবনে e¨vÍevqb করতে চেষ্টা করব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা হযরত উমর বিন আব্দুল আযিযের ধর্মপরায়ণতা ও উদার দৃষ্টিভঙ্গি m¤úK© সংক্ষেপে বাড়ির কাজ হিসেবে লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ৭

হযরত রাবেয়া বসরি (র.)

জন্ম ও পরিচয়

ইসলামের ইতিহাসে নারীদের মধ্যে যারা মহান আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জন করেছেন তাদের মধ্যে হযরত রাবেয়া বসরি (র.) অন্যতম। এ মহান তাপসী রমনী ৯৯ হিজরি মোতাবেক ৭১৭ খ্রিস্টাব্দে ইরাকের বসরা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাই তাঁকে বসরি বলা হয়। তাঁর পিতা খুব দরিদ্র ছিলেন। যেদিন রাতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন ঐ দিন রাতে তার পিতার ঘরে প্রদীপ জ্বালানোর মতো তৈলও ছিল না। তাঁর পিতাও একজন মুত্তাকি (আল্লাহভীরু) ছিলেন। চার বোনের মধ্যে তিনি চতুর্থ ছিলেন। তাই তার নাম রাখা হলো রাবেয়া (চতুর্থ)। বাল্য বয়সেই তার পিতামাতা ইন্তিকাল করেন। ফলে তাঁকে অতি কষ্টে দিনাতিপাত করতে হয়।

ক্রীতদাসী

হযরত রাবেয়া বসরি (র.)-এর পিতামাতার ইন্তিকালের পর তার বড় বোনেরা জীবন ও জীবিকার অন্বেষণে অন্যত্র চলে যান। এ সময়ে বসরায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তিনি ক্রীতদাসী হিসেবে বিক্রীত হন। তাঁর মনিব ছিল

দুষ্ট প্রকৃতির। তাই তাঁকে দিয়ে অনেক কাজ করাত। রাবেয়া বসরি দিনের বেলায় কঠোর পরিশ্রম করতেন। তারপরও রাতের বেলায় বিনিদ্র থেকে শুধু আল্লাহর ইবাদত করতেন।

একদিন রাতে তাঁর মনিবের ঘুম ভেঙে গেল। সে জানালা দিয়ে দেখতে পেল, তার ক্রীতদাসী রাবেয়া একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করছে। ওপর হতে একটি বাতি তার ঘর আলোকিত করে রেখেছে। এক পর্যায়ে রাবেয়া মুনাজাত ধরে আল্লাহর দরবারে বললেন, 'হে আল্লাহ তুমি আমাকে কোনো মানুষের অধীন করে না রাখলে আমি সর্বক্ষণ শুধু তোমার ইবাদত করতাম।' রাবেয়ার মনিব এ অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে গেল এবং সকালবেলা তাঁকে cwicY স্বাধীন করে দিল। তিনি জীবনে বিবাহ করেন নি। কেবল আল্লাহর ইবাদতে জীবন কাটিয়ে দেন।

আল্লাহর ওপর আস্থা ও ইবাদত

তাপসী রাবেয়া বসরি (র.) আল্লাহর ওপর বেশি নির্ভরশীল ছিলেন। তিনি জীর্ণ কুটিরে বসবাস করতেন। তবু কোনো মানুষের সাহায্য গ্রহণ করতেন না। হযরত রাবেয়া বসরি অসুস্থ হলে আব্দুল ওয়াহিদ আমর ও প্রখ্যাত মুহাদ্দিস সুফিয়ান সাওরি তাঁকে দেখতে যান। তখন সুফিয়ান সাওরি হযরত রাবেয়া বসরিকে বললেন, যদি আপনি মুখ খুলে বলেন তাহলে আল্লাহ আপনাকে সুস্থ করে দেবেন। রাবেয়া বললেন, হে আবু সুফিয়ান আপনি কি জানেন না কার ইচ্ছায় আমার এ অসুস্থতা? যাঁর B"Qv তিনি কি আল্লাহ নন? সুফিয়ান বললেন, হ্যাঁ! রাবেয়া বললেন, তাহলে কেন আমাকে আল্লাহর B"Qvi বিরুদ্ধে প্রার্থনা করতে বলছেন!

মালিক বিন দিনার নামে এক লোক রাবেয়া বসরির পরিচিত ছিল। তিনি একদা রাবেয়ার আর্থিক দুরবস্থা দেখে বললেন, আপনি বললে আমি আমার এক ধনীবন্ধু হতে আপনার জন্য সাহায্য আনতে পারি। রাবেয়া বললেন, হে মালিক! আমাকে এবং আপনার বন্ধুকে কি আল্লাহই রিযিক দেন না? মালিক বলল, হ্যাঁ! রাবেয়া বললেন, আল্লাহ কি দরিদ্রকে তার দারিদ্র্যের কারণে ভুলে যাবেন? এবং ধনীদেরকে তাদের abm¤ú‡`i কারণে মনে রাখবেন? মালিক বলল, না। তখন রাবেয়া বললেন, আল্লাহ যেহেতু আমার অবস্থা জানেন তখন তাকে আমার আবার স্মরণ করানোর দরকার কী?

আল জাহিয বলেন, রাবেয়ার কয়েকজন পরিচিত লোক তাঁকে বললেন, আমরা যদি আপনার আত্মীয় স্বজনদের বলি তাহলে তারা আপনাকে একজন ক্রীতদাস কিনে দেবেন। রাবেয়া বললেন, সত্য কথা এই যে, যিনি mg¯Í পৃথিবীর মালিক তার কাছেই পার্থিব কিছু চাইতে আমার লজ্জা হয়। অতএব যারা পৃথিবীর মালিক নয় তাদের কাছে কী করে আমি চাইতে পারি?

ইবাদত করার ক্ষেত্রে হযরত রাবেয়া বসরি (র.) ছিলেন অতুলনীয়। তিনি যখনই সময় পেতেন তখনই আল্লাহর ইবাদতে e¨¯Í হয়ে যেতেন। অধিকাংশ সময় তিনি দিনে রোজা রাখতেন আর রাতে নফল নামায পড়তেন। তিনি সর্বদা আল্লাহর নিকট এ বলে প্রার্থনা করতেন যে, 'হে cf, আমাকে আমার নিজ কাজে (ইবাদতে) e¨¯Í রাখুন। যাতে আমাকে কেউ আপনার যিকির (স্মরণ) হতে বিমুখ করতে না পারে।'

Ava¨vwZ¥KZv

শুধু পুরুষরাই আল্লাহর নৈকট্য লাভ করেছে এমন নয়। অনেক নারীও আল্লাহর 'ওলি' (বন্ধু বা কাছের লোক) হতে পেরেছেন। আল্লাহ তাদের অনেক আধ্যাত্মিক ক্ষমতা দিয়েছেন। হযরত রাবেয়া বসরি (র.)-এরও অনেক আধ্যাত্মিক ক্ষমতা ছিল।

একদা হযরত রাবেয়া বসরি (র.) একটি হাঁড়িতে কিছু খাদ্যদ্রব্য রান্না করছিলেন। তার একটি পেঁয়াজের দরকার পড়ে। কিন্তু তাঁর ঘরে কোনো পেঁয়াজ ছিল না। তখন একটি পাখি তার ঠোঁটে করে একটি পেঁয়াজ এনে তাঁর কাছে ফেলে দেয়।

হযরত রাবেয়া বসরি (র.) একবার শস্য বুনছিলেন। পঙ্গপালেরা শস্যক্ষেতের ওপর এসে পড়েছিল। তখন রাবেয়া প্রার্থনা করে বললেন, 'হে আমার প্রভু এ হলো আমার জীবিকা। যদি আপনি চান তাহলে আমি তা আপনার শত্রুদের বা বন্ধুদেরকে দিয়ে দেব।' তখন পঙ্গপালেরা উড়ে পালিয়ে গেল। ওলি হিসেবে তাঁর থেকে আরও অনেক কারামত প্রকাশিত রয়েছে।

অনাড়ম্বর জীবনযাপন

হযরত রাবেয়া বসরি (র.) সদা সর্বদা সহজ সরল জীবন-যাপন করতেন। তিনি D"Pwf jvlx ছিলেন না। তিনি সর্বদা নিজেকে খুব Z"Q মনে করতেন। আল্লাহর নিকট বেশি বেশি ক্ষমা চাইতেন, সর্বদা আন্তরিকভাবে আল্লাহর নিকট তাওবা (অনুশোচনা) করতেন। তিনি বলতেন, 'মুখে মিথ্যা তাওবা করে কী লাভ যদি কাজে তা প্রমাণ পাওয়া না যায়। তিনি সর্বদা আল্লাহর একজন শোকরগুজার (কৃতজ্ঞতাকারিনী) বান্দা ছিলেন। খেয়ে-না খেয়ে, দুঃখে-কষ্টে, সর্বাবস্থায় তিনি আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতেন।

ইন্তিকাল

অনেক শ্রম, কষ্টসাধ্য ও আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ জীবনযাপন করার পর আল্লাহর প্রিয় এই নারী ১৮৫ হিজরি/ ৮০১ খ্রিস্টাব্দে বসরায় ইন্তিকাল করেন। তাঁকে বসরায় দাফন করা হয়। কথিত আছে যে, মুহাম্মদ বিন তুসী নামক এক লোক তার কবরে যান। গিয়ে বলেন যে, হে রাবেয়া, আপনি গর্ব করতেন যে, উভয় জগতের বিনিময়েও আপনি আপনার মাথা নত করবেন না। আপনি কি সেই উন্নত অবস্থা লাভ করেছেন? জবাবে একটি আওয়াজ এলো– 'আমি যা চেয়েছিলাম তা আমি পেয়েছি।'

হযরত রাবেয়া বসরি (র.)-এর জীবন আধ্যাত্মিকতা, KómnòZv ও সংযমের আদর্শে পরিপূর্ণ। আমরা তাঁর জীবনের আলোকে আমাদের জীবন গড়ব। ইহকাল ও পরকালে শান্তি পাব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে বসে হযরত রাবেয়া বসরি (র.)-এর জীবনের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ঘটনার একটি তালিকা তৈরি করে শিক্ষককে দেখাবে।

Abkxjbgj K ck

kন্যস্থান cরণ কর

১. প্রাচীনকালে মিসরীয় বাদশাহদের —— বলা হতো।

২. হযরত সুলাইমান (আ.) —— বছর নবুয়তি দায়িত্ব পালন করেন।

৩. হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর ——।

৪. —— নাযিল হওয়ার পর হযরত মুহাম্মদ (স.) বুঝতে পারলেন যে, তাঁর জীবন প্রায় শেষ।

বাম পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে ডান পাশের সাথে মিল কর

বাম পাশ	ডান পাশ
১. অনেক নারী ও	সহজসরল জীবন যাপন করতেন
২. হযরত রাবেয়া বসরি সদা সর্বদা	আল্লাহর 'ওলি' হতে পেরেছেন
৩. আল্লাহ সুদকে হারাম আর	শরিক করো না
৪. আল্লাহর সাথে কাউকে	বাড়াবাড়ি করো না
৫. ধর্ম নিয়ে	ব্যবসাকে হালাল করেছেন

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. হযরত মুসা (আ.)-এর নবুয়ত লাভের ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

২. হযরত ঈসা (আ.) m¤ú‡K খ্রিস্টানদের ভ্রান্ত বিশ্বাস কী ছিল?

৩. সংক্ষেপে হুদায়বিয়ার সন্ধির গুরুত্ব বর্ণনা কর।

বর্ণনামলক প্রশ্ন

১. আদর্শ মানব হিসাবে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা কর।

২. হাদিস শিক্ষায় হযরত আয়েশা (রা.)-এর অবদান বর্ণনা কর।

৩. হযরত রাবেয়া বসরি (র.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী বর্ণনা কর।

eûwbevPwb ck

1| KZ wnRwi‡Z g°v weRq nq?

K. ZZxq L. cÂg

M. mßg N. Aóg|

2| nhiZ gmv (Av.) KZ eQi eq‡m ইন্তেকাল K‡ib?

K. 110 L. 120

M. 130 N. 140|

3| ÔdvZûg gwebÕ ej‡Z eSvq Ñ

i. mwbw`ó weRq

ii. m¯úó weRq

iii. û`vqweqvi mwÜ

†KvbwU mwVK?

K. i I ii L. i I iii

M. ii I iii N. i, ii I iii।

নিচের Ab‡"Q`wU **পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও**

তায়েব নাবিলকে বলল, বিদায় হজের ভাষণের অনুসরণ করলে মানব জাতির মুক্তি নিশ্চিত হবে।

৪। তায়েবের বক্তব্যের মাধ্যমে কোন নবির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে?

ক. হযরত ঈসা (আ.) খ. হযরত মুসা (আ.)

গ. হযরত মুহাম্মদ (স.) ঘ. হযরত দাউদ (আ.)।

৫। তায়েবের বক্তব্য অনুকরণের মাধ্যমে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে–

i. kwšÍ

ii. †bZZ

iii. åvZZ

কোনটি সঠিক?

ক) i I ii খ) i I iii

গ) ii I iii ঘ) i, ii I iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। মুরাদ সাহেব ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান। তিনি এলাকায় অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। শিক্ষকদের উন্নত প্রশিক্ষণ ও বিশেষ ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করেন। গরিব মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবৃত্তির ব্যবস্থা করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত তাঁর ছেলে মুবীন শীতকালীন ছুটিতে বাড়িতে এসে বাবার কার্যক্রমে খুশি হয়। একদিন সকালে ড্রয়িংরুমে বসে সে পত্রিকা পড়ছিল। হঠাৎ একই গ্রামের ছেলে তারিক এসে অভিযোগ করল যে, নয়নের গাভী তার ধানের ফসল নষ্ট করেছে। তখন তার বাবার অনুপস্থিতিতে উভয়ের বক্তব্য শুনে সিদ্ধান্ত দিল যে, শস্যক্ষেত ce\eস্থায় ফিরে আসা পর্যন্ত তারিক নয়নের গাভীর দুধ ভোগ করবে। উভয় পক্ষ এ সিদ্ধান্তে খুশি হলো। তার পিতাও তাকে ধন্যবাদ জানাল।

ক. হযরত সুলাইমান (আ.) এর পিতার নাম কী?

খ. মু'জিজা বলতে কী বুঝায়?

গ. মুরাদ সাহেবের কর্মকাণ্ডে কোন মনীষীর আদর্শ ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. মুবীনের বিচক্ষণতা হযরত সুলাইমান (আ.)-এর জীবনাদর্শের আলোকে বর্ণনা কর।

২। সুরাইয়ার পিত্রালয়ে কাজ করতে এসে সালেহার সাথে সুরাইয়ার পরিচয় হয়। সালেহা অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের মেয়ে। বাবার মৃত্যুর পর কঠোর পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করতে হতো। পাঁচ ওয়াক্ত নামায যথাযথ আদায় করত। সারারাত নফল ইবাদতে কাটাতে গিয়ে মাঝে মাঝে অসুস্থ হয়ে পড়লেও ইবাদতে কোনোরূপ বিরক্ত হতো না। সে কখনো পরমুখাপেক্ষী হতো না। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই ছিল একমাত্র উদ্দেশ্য। সে জীবনে বিয়েও করে নি। পক্ষান্তরে সুরাইয়া ছোটবেলা থেকে পড়াশোনায় e¨¯Í থাকত। বিশেষ করে কুরআন ও হাদিস চর্চাই ছিল তার gj কাজ। স্বামীগৃহে গিয়ে সংসার ও আত্মীয় স্বজনের অধিকার যথাযথ পালনসহ রাতের অধিকাংশ সময় ইবাদতে মগ্ন থাকত। সে ছিল সংস্কৃতিমনা, তবে পর্দার ক্ষেত্রে কোনো প্রকার আপস করত না।

ক. মহানবি (স.) কোথায় বিদায় হজের ভাষণ দিয়েছিলেন?

খ. 'সত্য মানুষকে মুক্তি দেয়'– বুঝিয়ে লিখো।

গ. সুরাইয়ার কর্মে কোন মনীষীর আদর্শ ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সালেহার জীবনে হযরত রাবেয়া বসরি (র.)-এর আদর্শ ফুটে উঠেছে– উক্তিটির যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর।

২০১৩
শিক্ষাবর্ষ
৮–ইসলাম

তোমরা পরকালের পাথেয় সংগ্রহ কর
এবং আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয়
আল–কুরআন

দেশকে ভালোবাসো, দেশের মঙ্গলের জন্য কাজ কর
– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :